অবলা-বান্ধব।

"প্রভাত-কুসুম" "শৈব্যা" প্রভৃতি পুস্তক প্রণেতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

[illegible]গাঁ মুদ্রণ যন্ত্রে

সন ১৩৪৯।

মূল্য ৷৹ আট আনা

শ্রীউমেশচন্দ্র নাগ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

চারুমুদ্রণ যন্ত্রে,
৩/৪ গৌরমোহন মুখুয্যের ষ্ট্রীট্,
সিমলা, কলিকাতা।

অবলা-বান্ধব সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মত।

অবলা-বান্ধব।—পুস্তক খানি প্রকৃতই "অবলা-বান্ধব"। আমরা এ পুস্তক পড়িয়া নিরতিশয় সুখী হইয়াছি। দেশের বালিকা বিদ্যালয় সমূহে এ পুস্তকের সম্যক্ আদর হওয়া উচিত। মেয়েদের যদি পুস্তক পড়াইতেই হয়, তবে এমনি পুস্তক পড়ান উচিত।—বঙ্গবাসী।

অবলা-বান্ধব।—এই পুস্তক খানিতে অবলার কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য সুন্দর রূপে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। পতির প্রতি কর্ত্তব্য, বিনয়, শিষ্টাচার, লজ্জাশীলতা, শরীর-পালন, প্রভৃতি বিষয় গুলি অতি দক্ষতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। এরূপ সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক স্ত্রীলোকের হস্তে অর্পণ করিতে আমরা কিছু মাত্র কুণ্ঠিত নহি। আমরা তাঁহাদিগকে সমগ্র পুস্তক পাঠান্তে তদনুসারে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিতেছি।—সহচর।

অবলা-বান্ধব।—* * * এ পুস্তক পাঠে মহিলা-দিগের যথেষ্ট উপকার হইবে।—নব্যভারত।

অবলা-বান্ধব পুস্তক খানা ভালই হইয়াছে। স্ত্রীলোকের লেখা পড়া শিখিতে হইলে এরূপ পুস্তক অধ্যয়ন করাই কর্ত্তব্য। প্রণেতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ধর এতদ্দ্বারা সফলমনোরথ হইলে আমরা সুখী হইব।—ঢাকা প্রকাশ।

অবলা-বান্ধব।—সেবা, চরিত্র-গঠন, সন্তান-প্রতি-

পালন প্রভৃতি নানা বিষয়ক পঞ্চবিংশতি প্রবন্ধে গ্রন্থকার উপদেশ দিয়াছেন। উপদেশ গুলি সারগর্ভ ও প্রতিপালনীয়। ভাষার গাঁথনিও মন্দ হয় নাই। স্ত্রীপাঠ্য পুস্তকের মধ্যে এখানি প্রচলিত অনেক পুস্তক অপেক্ষা উত্তম বলিয়া পরিগণিত হইবে।—ঢাকা গেজেট।

অবলা-বান্ধব।—গ্রন্থখানির প্রথম দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া দেখিলাম। পঠিত অংশ হইতে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে যে, মার্জ্জিত বঙ্গ ভাষায় ভাবব্যক্তি বিষয়ে গ্রন্থকারের বিলক্ষণ ক্ষমতা আছে। যাহা হউক পরিণীতা যুবতী ও প্রৌঢ়া কামিনীগণ কথিত গ্রন্থ হইতে উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন। এবং তাঁহাদের হস্তে ইহার এক এক খণ্ড অর্পিত হইতে পারে।—শ্রীকুঞ্জলাল নাগ, এম এ, প্রিন্সিপাল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।

অবলা-বান্ধব।—আমি শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত অবলা-বান্ধবের কতক অংশ পাঠ করিয়াছি, এবং আমি মনে করি যে, ইহা মহিলাগণের পাঠোপযোগী।—ঢাকা কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইংরাজি পত্রের বঙ্গানুবাদ।

সূচীপত্র ।৹

পূজ্যপাদ 'বান্ধব' সম্পাদক

শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ

মহোদয় শ্রীচরণেষু।

মহাত্মন্,

যে যুবক আপনার স্নেহপাত্র বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করে; যে যুবক সাহঙ্কারে আপ-ননার গুণানুকীর্ত্ত করিয়া সুখী ও সন্তুষ্ট হয়; অদ্য সেই যুবক তাহার আদরের ধন "অবলা-বান্ধব" আপনার স্নেহের ছায়ায় স্থাপন করিয়া বহুদিনের আকাঙ্ক্ষার কিঞ্চিন্মাত্র পরিতর্পণ করিল।

প্রণত শিষ্য—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর।

অবলা-বান্ধব।

স্বামি-সেবা।

"স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামীই পরম ধর্ম্ম, স্বামীই পরম কর্ম্ম,
স্বামী সর্ব্ব-সুখ-মোক্ষদাতা।"

কবিকঙ্কণ।

সংসারে পতিই পত্নীর একমাত্র সহায়, সুহৃৎ ও অবলম্বন। যিনি অবলার বল, এবং সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সর্ব্বদা ধর্ম্মপত্নীকে সযত্নে রক্ষা ও প্রতিপালন করিয়া থাকেন; যাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, জীবনে জীবন, সেই পরম বান্ধব, চরম দেবতা পতির পদ সেবাই নারীর প্রধান ধর্ম্ম। নারী-জীবনের যাহা কিছু গৌরব, সম্মান, সুখ ও সম্পদ তাহা পতিপদ-সেবায়ই লাভ হয়। মনু বলিয়াছেন, "স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত ও উপবাস নাই; যিনি স্বামি-সেবা করেন, তিনিই

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন যে, "পতিলোকাভিলাষিণী সাধ্বী স্ত্রী জীবিত বা মৃত পতির কিছুমাত্র অপ্রিয় আচরণ করিবেন না।" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে কথিত আছে, "যে রমণী পতির অপ্রিয় কার্য্য করেন, তাঁহার ব্রত, দান, তপঃ সকল বৃথা হয়।" স্ত্রী ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী হইবেন। সর্ব্বদা সযত্নে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবেন। পতির প্রিয়-কার্য্য সাধনই পতির প্রকৃত উপাসনা। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যে নারী পতির হিতজনক প্রিয়কার্য্য করিতে নিযুক্তা, সদাচার-সম্পন্না এবং জিতেন্দ্রিয়া; তাহার ইহলোকে যশোলাভ ও পরলোকে অতুলনীয় সুখভোগ হইয়া থাকে।" পত্নী কদাপি পতির বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না। তিনি যাহা করিতে বলেন তাহা সৎ ও সাধু হইলে, যত্নের সহিত করিবেন, ইহা পত্নীর অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। স্বামী কোন কারণ বশতঃ অত্যাচার বা দোষ সংশোধনের নিমিত্ত তিরস্কার করিলে, তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করাও ভার্য্যার নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। যদি তুমি স্ত্রীস্বভাব-সুলভ সারল্য, সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও দয়াভক্তি প্রভৃতি গুণ দ্বারা পতিহৃদয়ের ক্রোধ ও উগ্রতা প্রভৃতি দোষ দূর করিতে সমর্থা না হইলে, তবে কি প্রকারে পতির সৌভাগ্য লাভ ও মঙ্গল বিধান করিতে পারিবে? পতি রাগান্ধ হইয়া কটু কাটব্য বলিলে, অথবা মর্ম্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গলের বিষয় এবং পত্নীর কর্ত্তব্য। পরন্তু, উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তার প্রতিফল প্রদান করিতে

যাইলে, বিষময় ফলই ফলিবে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, "পতি যদি স্ত্রীকে অপ্রীতিকর বাক্য বলেন, ক্রোধচক্ষুতে দেখেন, তাহা হইলেও যে স্ত্রী প্রসন্নমুখে থাকেন, সেই স্ত্রীই ধর্ম্মভাগিনী।" পতির নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করাও যার-পর-নাই অন্যায়। মূর্খ স্ত্রীলোকেরাই তদ্রূপ কু কর্ম্মে সাহস করিয়া থাকে। আমি আশা করি, বুদ্ধিমতী মহিলাগণ স্বামীর নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার মনোভঙ্গ করিবেন না।

(এখনকার মেয়েরা মনে করেন স্বামী যেন তাঁহাদের একচেটিয়া ও খেলার পুতুল; তাঁহাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারা যায়। ইহাঁরা পতিকে বড় ভক্তির চক্ষেও দেখিতে চাহেন না। ইহা বড়ই দোষের কথা। স্ত্রী মাত্রেরই এই প্রকার জঘন্য স্বভাব পরিত্যাগ করা বিধেয়। পতিকে দেববৎ জ্ঞান করা, পতির বশীভূত থাকা, পতিকে সন্তুষ্ট রাখা, পতির পরিচর্য্যা করা ইত্যাদি যেন তাহাদের পক্ষে বড়ই গুরুতর বিপদ্‌জনক কায। অনেকে আবার এমন নীচাশয়া ও অসহিষ্ণু যে, পতির একটুকু দোষ বা ত্রুটি পাইলে, দুই চক্ষু জবাফুলের মত রক্তবর্ণ করিয়া, মুখে যাহা আইসে তাহাই বলিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের কিছু মাত্র ভাল মন্দ জ্ঞান থাকে না। কেহ কেহ আবার মান করিয়া 'সপ্তদিবানিশি' কাঁদিয়া কাটান। স্ত্রীর এইরূপ ক্ষুদ্রতার পরিচয় দেওয়া কখনও সঙ্গত নহে। পতির শত সহস্র দোষ থাকিলেও, কটু

কাটব্য বলিয়া, তাঁহার মনে আগুণ ঢালিয়া দেওয়া, বড় অধর্ম্মের কায। কেহ কেহ এমন চপলস্বভাব যে, স্বামীর দোষ পাইলেই অন্যের নিকট বলিতে একটুকু ভীত বা সঙ্কুচিত হন না। প্রাণ-ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্যকে বলা উচিত নহে। বরং গোপন রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। পতির দোষ দেখিলে, তাঁহার প্রতি পত্নীর কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, বঙ্গললনাগণের মধ্যে অনেকেই তাহা জানেন না। অথবা জানিলেও রোগ বুঝিয়া ঔষধ দিতে পারেন না। পতির দোষ সংশোধন করিতে হইলে, নম্রভাবে মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে তাঁহার দোষ পরিহার করিতে অনুরোধ করিবে। তাহাতেও তিনি দোষ পরিত্যাগ করিয়া ভাল না হইলে, পায় ধরিয়া শতবার অনুরোধ করিবে। অবশ্য পত্নীর কাতরতা এবং ভক্তিরসের মধুর আকর্ষণে তিনি পবিত্র ও সাধু হইয়া যাইবেন। স্বামী কুপথগামী হইলে স্ত্রী সাধ্যানুসারে তাঁহাকে সুপথে আনিতে যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। কখনও অবহেলা বা মান করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যত দিন তাঁহাকে সুশীল ও প্রকৃতিস্থ করিতে না পারিবেন, ততদিন বন্ধুর ন্যায় ভক্তিভাবে, বিনয় বাক্যে দোষগুলি দেখাইয়া দিবেন। পতিপরায়ণা স্ত্রী যেমন দুঃশীল স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিতে পারেন, তেমন আর কেহই নহে। বস্তুতঃ পতিগতপ্রাণা, সাধ্বী, বুদ্ধিমতী স্ত্রীই পাপরোগাক্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি স্বামীর অব্যর্থ মহৌষধ। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে,

"ভার্য্যার সমান আর ঔষধ নাই। ভার্য্যা মনুষ্যের সকল দুঃখের ঔষধ স্বরূপ।"

স্ত্রীলোকের পতি বর্ত্তমানে আপনি ইচ্ছামত কোনও কর্ম্ম করিবার অধিকার নাই। প্রতিনিয়ত স্বামীর অনুমতিক্রমে তাঁহার অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। যে কার্য্য করিলে পতি অসন্তুষ্ট হন, বা হইবার কারণ থাকে, পত্নী কোনও ক্রমে সেইরূপ কার্য্যে রত হইবেন না। অধিক কি, তদ্রূপ কোন কর্ম্মে যোগদান বা সহানুভূতিও দেখাইবেন না। প্রিয় সখীর ন্যায় পতির প্রিয়কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা নারীজীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। এ কর্ত্তব্য-কর্ম্ম ভুলিয়া অসার বিষয়ে লিপ্ত থাকা ঘোর বিড়ম্বনা বই আর কিছুই নহে। পতি পরিচর্য্যাই নারীর ধর্ম্ম। ইহাতেই তাহাদের সুখ, ইহাতেই তাহাদের শান্তি; এবং ইহাতেই তাহাদের অনন্ত উন্নতি। এই সুখ ব্যতীত অন্য সুখ যথার্থ সুখ নহে, এই উন্নতি ব্যতীত অন্য উন্নতি যথার্থ উন্নতি নহে।

স্ত্রী কেবল সম্বন্ধে স্ত্রী নহেন। সকলেই ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, স্ত্রী স্বামীর সমস্ত জীবন-পথে সঙ্গিনী এবং মঙ্গল-কারিণী দেবী; পাপ, পুণ্য ও শরীরের অর্দ্ধ ভাগিনী। পতি যখন সুখে থাকিবেন, তখন তাঁহার সুখে সুখী হইবে এবং দুঃখের সময় সমদুঃখভাগিনী হইয়া তাঁহার হৃদয়ের অসহনীয় বেদনা দূর করিবে। বিপদে সাহস ও উপদেশ দিবে। সম্পদে তদীয় চিত্ত সংযত রাখিতে চেষ্টা ও যত্ন করিবে। তিনি

পীড়িত হইলে অন্তরের সহিত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিবে। পতি দরিদ্র হইলে অনেক স্ত্রী পতিকে বিদ্বেষচক্ষে দেখিয়া থাকেন। কর্কশ বলিয়া মনে কষ্ট দিতেও ক্রটি করেন না। ইহা যে কতদুর অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া শেষ করা যায় না। পতি দরিদ্র হইলে বা দুরবস্থায় পড়িলে, যে স্ত্রীর পতিভক্তি হ্রাস হইতে থাকে; সে ভার্য্যা ভার্য্যা নামেরই উপযুক্তা নহে। পাষাণী অসুরপ্রকৃতি মহিলারাই এরূপ করিয়া কলঙ্কিনী হয়। মনু বলিয়াছেন, "দৈবদুর্ব্বিপাকে স্বামী দরিদ্র কিম্বা ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, যে স্ত্রী তাঁহাকে অবজ্ঞা করে, সে পুনঃ পুনঃ কুক্কুরী, শূকরী ও গৃধিনী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।" বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের ঈদৃশ অসচ্চরিত্রতা সত্বর পরিত্যাগ করা উচিত। পতি যেরূপ অবস্থায়ই কেন না থাকুন, স্ত্রীর তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এবং অবস্থার উন্নতি বিধানে স্বামীকে সহায়তা করা, উপদেশ দেওয়া সর্ব্বৈব সঙ্গত।)

এস্থলে তিনটি রমণী-রত্নের কথা বলিব। ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী ও সীতার বৃত্তান্ত মহাভারত ও রামায়ণে লিখিত আছে? গান্ধারী যাবজ্জীবন অন্ধপতির পদসেবা করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। স্বামী অন্ধ বলিয়া ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার মনে ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। সীতা রাজার কন্যা, রাজার বধূ হইয়া, রাজসুখ-ভোগ তুচ্ছ করিয়া, পতির সঙ্গে বনচারিণী হইলেন। কত কষ্ট, কত মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বনে বনে পতি-সেবা করিলেন। তার পর

গর্ভাবস্থায় বিনাদোষে স্বামীকর্তৃক হিংস্র জন্তুপূর্ণ বনে নির্ব্বাসিত হইলেন; সতীর প্রাণে সকলই সহিল; তিনি পতির ঈদৃশ ভীষণ অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়াও, ক্ষণকালের জন্যও পতির চরণ ভুলেন নাই। জন্মজন্মান্তরে রামচন্দ্রকেই পতিরূপে পাইতে কামনা করিয়াছেন। কি অবিচলিত পতি-ভক্তি! সতীর সদ্ভাবপূর্ণ হৃদয়ের কি অলৌকিক দেবত্ব!

(এই সেদিন কামিনী নাম্নী একজন হিন্দু মহিলা যেরূপ স্বামী ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। কামিনীর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইল। কামিনীর স্বামী বড় গাঁজাখোর। এক দিন তাঁহার স্বামী গাঁজা খাইয়া তাঁহাকে অকারণ গুরুতর রূপে প্রহার করে। দারুণ প্রহারে কামিনীর শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়। চিকিৎসার নিমিত্ত কামিনী হাঁসপাতালে নীত হন। কামিনী হাঁসপাতালে মৃতপ্রায় হইয়াও স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। স্বামী কেমন আছেন, কি খাই-তেছেন, কে পাক শাক করিয়া দিতেছে, তাঁহাকে আনিয়া আমাকে দেখাও তদীয় পার্শ্বস্থিত আত্মীয় স্বজনকে এরূপ বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতেন। যখন হাকিম, তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করেন, সতী তখন কিছুতেই স্বামীর দোষ স্বীকার করেন নাই। নিজ দোষেই এরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া স্বামীর দোষ গোপন রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এবং অশ্রুপূর্ণ-নয়নে স্বামীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিদেশীয়

বিজাতীয় হাকিম সতীর সে দেবত্ব বুঝিল্প না, সতীর সে অশ্রু-পাতে তাঁহার হৃদয় দ্রব হইল না। অবশেষে যখন সাহেব বিচারকের বিচারে কামিনীর স্বামীর কঠিন পরিশ্রমের সহিত সাত বৎসরের কারাদণ্ড হয়, তখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা বড়ই মর্ম্মভেদী। পতিপ্রাণা কামিনী সেই সময় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে আকুল হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। সহরের লোকগুলি তাঁহার ক্রন্দনে অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারে নাই। তাঁহার ঈদৃশ অলৌকিক পতিপরায়ণ-তার কথা শুনিয়া আমরা তাঁহাকে শত শত বার ধন্যবাদ দিয়াছি। কামিনী যথার্থই আদর্শ পতিপ্রাণা সতী। সুপ্র-সিদ্ধ 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদকগণও কামিনীর ভূয়সী প্রশংসা এবং তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া-ছিলেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পতিসেবাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কোন ধর্ম্মাচরণ করিতে হয় না। সুতরাং পতিকে আত্মদান পূর্ব্বক, যে রমণী তাঁহার সম্পূর্ণ বশী-ভূত থাকিয়া, তাঁহার পদসেবাতেই জীবন যাপন করেন, তিনিই দেবী, তিনিই ইহকালে সুখ সম্মান ও পরকালে পতি-লোক প্রাপ্ত হন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, "দাম্পত্য ধর্ম্ম শ্রবণপূর্ব্বক যে রমণী ধর্ম্মানুরাগিনী হয়েন, পতিকে দেবতুল্য সম্মান, সমাদর ও তাহার সেবা শুশ্রূষা করেন; যে ভার্য্যা একাগ্রচিত্তে পতির বশীভূত এবং

প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদা সৎকার্য্য করিতে নিযুক্ত থাকেন তিনিই ধর্ম্মচারিণী।”

নারী-জীবনের কর্ত্তব্য কি, তাহার স্থূল মর্ম্ম বোধ হয় পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। এখন স্বামী বিদেশগত হইলে, ভার্য্যার কিরূপ কার্য্য করা শাস্ত্রসঙ্গত আমরা সেই বিষয়ে দুই একটি উপদেশ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, ‘যে কামিনীর পতি অনুপস্থিত অর্থাৎ বিদেশে আছেন, সে দেহ-সংস্কার, বিবাহাদি উৎসব দর্শন, হাস্য ও পর গৃহে গমন, পর পুরুষের সহিত আলাপ, বিচিত্র বসন ভূষণ পরিধান করিবেন না।’* “পতি না থাকিলে বা বিদেশে থাকিলে রমণী—পিতা, মাতা, পুত্র, ভ্রাতা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর বা মাতুলের অধীনে অবস্থান করিবে নতুবা তাহার নিন্দা হইবে। ভগবানের নিকট সরল প্রাণে, ভক্তিভাবে বিদেশগত স্বামীর মঙ্গল কামনা করিবে। এবং মনে মনে তাঁহারই পদ স্মরণ করিয়া গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইবে। পতির অনুপস্থিতে স্ত্রীমাত্রেরই এই ব্রত পালন করা নিতান্ত উচিত এবং অত্যন্ত আবশ্যক। পাঠিকা-গণ! আমাদের বিশেষ অনুরোধ, আপনারা এ ঋষি বাক্যটি কখনও বিস্মৃত হইবেন না। যাঁহারা এই সকল অমৃতময়

* এখানে পর গৃহ শব্দে পিত্রালয় ও শ্বশুরালয় ভিন্ন অন্যের গৃহ বুঝিতে হইবে।

উপদেশ অবহেলা করিবেন, নিশ্চয় তাঁহারা বিপদে পতিত হইবেন ; নিশ্চয় তাঁহাদের সুখ, শান্তি ও সম্মান জন্মের মত তিরোহিত হইবে, সন্দেহ নাই।

দাম্পত্য প্রণয়।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে পতির প্রতি কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, কেহ মনে করিবেন না যে, ইহাই কর্ত্তব্যের চরম সীমা। পতির প্রতি কর্ত্তব্যের ইয়ত্তা নাই, সংখ্যাও নাই। যদি পতির প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও ভালবাসা জন্মে, তবে জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, যতই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা হইবে, ধীর, স্থির ও গম্ভীর চিত্তে কর্ত্তব্য পালনে যত্নবতী হইলে আপনা হইতে পতির প্রতি কর্ত্তব্যের ততই অভাব ও অসচ্ছন্দতা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এইক্ষণ দাম্পত্যপ্রণয় সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিতে চেষ্টা করিব।

পবিত্র ভাবে স্ত্রী পুরুষের মিলনের নাম বিবাহ। স্ত্রীপুরুষ পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইল—প্রাণে প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে মিশিল, প্রণয় জন্মিল; উভয়েরই এক আশা, এক আকাঙ্ক্ষা, এক

ধ্যান, এক জ্ঞান; সকলই এক। স্ত্রীতে স্বামী, স্বামীতে স্ত্রী মিশিয়া গেল। দুইটি পৃথগাঙ্গ মিলিয়া এক নূতন ও প্রিয়দর্শন যুগলমূর্ত্তি হইল। এইরূপ মধুর ও পবিত্র মিলনের নামই দাম্পত্য-প্রণয়। এ প্রণয় বা আধ্যাত্মিক মিলনের ভাব অতি গম্ভীর,উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইহার মূলে ভগবানের যে গূঢ় অভিপ্রায় নিহিত রহিয়াছে, তাহা কার্য্যে পরিণত করাই দম্পতির পবিত্র প্রণয়-মিলনের গৌরব ও চরম উন্নতি। সে গূঢ় অভিপ্রায়টি কি? স্বামী স্ত্রী এক যোগে, এক সঙ্গে, এক মতে ও এক আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভর করিয়া, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করাই দাম্পত্য প্রণয়ের প্রধান উদ্দেশ্য। এজন্য স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী। এই প্রলোভনময় সংসারে কি পুরুষ কি স্ত্রী, একাকী কখন আত্মরক্ষা করিয়া ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারে না। তাই এ পবিত্র যুগল মিলন। যদি সমাজে এ পবিত্র যুগল মিলন না থাকিত, তাহা হইলে সমাজ এতদিনে উৎসন্নে যাইত। স্নেহ, দয়া, মায়া ও পরদুঃখকাতরতা এবং ধার্ম্মিকতা প্রভৃতি ঐশ্বরিক ভাব সকল নরলোকের হৃদয় স্পর্শও করিতে পারিত না। মানুষের হৃদয় ভুজঙ্গের আবাস ভূমি হইত; সংসার বাসের অনুপযুক্ত হইয়া উঠিত। তাই দাম্পত্য প্রণয়ের সৃষ্টি। যাহা না হইলে মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না; যাহা না হইলে মনুষ্য হৃদয় মরুর ন্যায় উত্তপ্ত ও দোষ-কলুষিত হইয়া উঠে, তাহা ঐ দাম্পত্য. প্রণয়ের মূলে। ভগবানেরই বা কি মহিমা! তিনি

মানুষকে মানুষ করিবার নিনিত্ত; পাপ, তাপ, ব্যভিচার হইতে মানুষকে রক্ষা এবং স্বর্গীয় সুখের অধিকারী করিবার জন্য স্ত্রীর ভার স্বামীর স্কন্ধে, স্বামীর ভার স্ত্রীর স্কন্ধে বহন করাইতেছেন এবং দাম্পত্যপ্রণয় পরম সুখ ও পরম উন্নতির মূল করিয়া দিয়াছেন। দাম্পত্যপ্রেম যে জনসমাজের কত মঙ্গল সাধন করিতেছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

দাম্পত্যপ্রেম সকল সুখ ও উন্নতির মূল বটে; কিন্তু দম্পতির হৃদয় ও চরিত্রের উপর সে সুখ ও উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। স্বামী বা স্ত্রীর ব্যবহার দোষে এ সুখেও তীব্র গরল উৎপন্ন হইয়া থাকে। দম্পতী পরস্পরের প্রতি মনে প্রাণে অনুরক্ত হইলে, আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিলে, সংসারে তাহারা যত সুখ ভোগ করিতে পারে, রাজার অতুল ঐশ্বর্য্যেও তত সুখ হয় না। দাম্পত্যপ্রণয় বা স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ বড় নিষ্কলঙ্ক, বড় মধুরতাময়। অতি সাবধান হইয়া ইহার ব্যবহার করিতে হয়। স্ত্রী পুরুষের দোষ গুণে দাম্পত্যপ্রেমে সুখ দুঃখ ঘটে। বঙ্গমহিলাগণের মধ্যে অনেকেই বড় এবিষয়ে অনভিজ্ঞা। এজন্য অনেক স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের প্রতি সর্ব্বদা বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট থাকেন। কেহই কাহার দ্বারা সুখী হইতে পারেন না। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ভার্য্যার কুব্যবহারে গৃহে কিছুমাত্র সুখ ঘটে না বলিয়া, অনেক পুরুষ গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করেন। কেহ কেহ বা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণের জ্বালা দূর করিয়া থাকেন। আবার স্বামীর দোষেও কত স্ত্রী আজীবন দারুণ মনঃকষ্টে

দেহপাত করেন। যাহার হৃদয় ও সহিষ্ণুতা নাই, সে কুল-কলঙ্কিনী হইয়া নরকে ডুবিয়া যায়। দাম্পত্যপ্রণয়ের গাঢ়তা নাই বলিয়াই সংসারে পাপ ও অশান্তির এত আধিক্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতই, গাঢ়তা এবং অটলতা ব্যতীত দাম্পত্যপ্রণয় গরলই উৎপন্ন করে। গার্হস্থ্য সুখের মূলভিত্তিও দাম্পত্য-প্রণয়। দাম্পত্য-প্রণয় ভিন্ন মধুর গৃহসুখও অতি অসার বলিয়া বোধ হয়। গৃহীরা গৃহলক্ষ্মীর প্রসাদে যে বিশুদ্ধ-সুখাস্বাদন করিতে পান, অন্য কিছুতেই তেমন সুখ পাইতে পারে না। যে গৃহে স্বামী-স্ত্রীর প্রণয় গাঢ়, সদ্ভাব অটল, সে গৃহ গৃহ নয়, আনন্দবাজার, সে আনন্দবাজারে আনন্দময়ের প্রেমামৃত বিতরণ হয়। সে আনন্দ বাজার দিয়া স্বর্গের পথ। মনু বলিয়াছেন, 'যে কুলে স্ত্রী দ্বারা স্বামী, স্বামী দ্বারা স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে সেখানে নিশ্চয়ই চিরকল্যাণ হয়।' বস্তুতঃ পতি পত্নীর মধ্যে অবিচলিত অনুরাগের অভাব থাকিলে গৃহে নানাপ্রকার অসুখ ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া গৃহ দগ্ধ করে। স্ত্রীর জীবনের সংকীর্ণ সময়, পতি-বিচ্ছেদের দুর্ব্বিসহ মনোবেদনায় মৃতপ্রায় হইয়া থাকিতে হয়। পতিপত্নীর মধ্যে এইরূপ মনোমালিন্য জন্মিলে, নানারূপ অশান্তিতে জীবন যাপন করিতে হয়। তারপর বিজ্ঞান শাস্ত্রে কথিত আছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম না থাকিলে তাহাদের শান্ত, মেধাবী ও সবলকায় সন্তান জন্মিতে পারে না। অতএব সংসারসুখে সুখী হইতে হইলে, পাপ, তাপ ও ব্যভিচারের করাল গ্রাস হইতে আপনাকে রক্ষা

করিতে হইলে, এবং সুস্থ, শান্ত, মেধাবী, সবল এবং সুন্দর সন্তানের মুখ দর্শন করিয়া মন ও নয়নের পরিতোষ লাভ করিতে হইলে, দাম্পত্য প্রণয় স্বার্থের দুর্গন্ধহীন এবং অটল ও প্রগাঢ় হওয়া অতীব আবশ্যক। দাম্পত্য প্রণয়ের মূলে শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। যে প্রণয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা নাই, সে প্রণয় প্রণয়ই নহে। সে প্রণয়ে সুখের প্রত্যাশা করিলে পরিণামে প্রতারিত হইতে হয়।

পতির আন্তরিক ভালবাসা লাভ করাই পত্নীর সৌভাগ্য। কিরূপে সেই ভালবাসা লাভ করা যায়? অনেকে মনে করে রূপ লাবণ্য না থাকিলে পতির হৃদয়াধিকারিণী হওয়া সুকঠিন; রূপ দ্বারাই পতিকে বশ করিতে হয়। যাহারা এরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া, রূপ লাবণ্যে স্বামীর মন পাইতে অভিলাষ বা চেষ্টা করে, তাহাদের বড় দুর্ভাগ্য! তাহারা কখনই পতির প্রকৃত ভালবাসা পাইতে পারে না। যত দিন তাহাদের রূপ, তত দিন তাহাদের সৌভাগ্য। কাল সহকারে যখন রূপ নষ্ট হয়, ভালবাসাও তখন ক্রমে লয় পায়। যাঁহারা স্বামীকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারেন, ভালবাসিয়া ভালবাসা পাইতে পারেন, স্বামীর চরণধূলি লইয়া, আপন মনুষ্যত্ব বলে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিতে পারেন, সেই সকল রমণীর প্রতি স্বামী সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকেন, এবং মনে প্রাণে ভালবাসেন। সে ভালবাসা রূপজ মোহের ন্যায় অল্প সময়েই নষ্ট হইয়া যায় না। অনেক স্ত্রী,

স্বামীর ভালবাসা না পাইলে স্বামীকে ভালবাসিতে চাহেন না। মানে অভিমানে পতির প্রতি এত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট থাকেন যে, তাঁহার নাম শুনিবা মাত্র জ্বলিয়া উঠেন। এরূপ স্বভাবের স্ত্রীরা কদাপি পতি-প্রেম লাভ করিতে পারেন না। স্বামী ভাল না বাসিলেও স্ত্রীর স্বামীকে ভালবাসিতে হইবে। কারণ তিনি পত্নীর পতি, গতি ও আশ্রয়। বিশেষতঃ, স্ত্রী স্বামীকে অকৃত্রিম অনুরাগ দিলে, তাহার প্রতিদানে তিনি পত্নীকে প্রাণ সমর্পণ না করিয়া পারেন না। মনে কর তোমার স্বামী তোমাকে ভালবাসেন না, সর্ব্বদাই তোমার প্রতি বিরক্ত আছেন, যদি তুমি তাঁহাকে মনে প্রাণে ভাল বাস, তাঁহার জন্য প্রাণ দেও, তিনি তোমাকে ভাল না বাসিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। নিশ্চয় এক দিন তোমার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিবে, এবং তোমার মধুর ব্যবহার ও হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখিয়া তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবে। ফলতঃ, এইরূপ না করিলে কখনই স্বামীসোহাগিনী হওয়া যায় না। আর এক কথা এই, পতির মনোমত হওয়াও তাঁহার ভালবাসা পাইবার আর এক মুখ্য উপায়। যেরূপেই হউক স্বামীর মনের মত হওয়া চাই। পতির যেরূপ রুচি, স্ত্রীরও সেইরূপ রুচি অবলম্বন করা উচিত। নতুবা তাঁহার মন পাওয়া অতি কষ্ট সাধ্য। এজন্য কেহ মনে করিবে না, স্বামীর রুচি জঘন্য, চরিত্র কলুষিত হইলে, পত্নীর রুচি ও চরিত্র তদ্রূপ করিতে বলিতেছি। স্বামী দূষিতচরিত্র এবং কুরুচিসম্পন্ন

হইলে যতদূর পারা যায়, তাঁহার স্বভাব ও রুচি মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার রুচি ও চরিত্রে, ভার্য্যার রুচি ও চরিত্র মিশ্রিত করিতে হইবে। স্বামী ও ভার্য্যার মধ্যে একভাব না থাকিলে বিবাদ বিসম্বাদ বা মনোমালিন্য ঘটিবারই খুব সম্ভাবনা। তাহাতে দম্পতি দাম্পত্যপ্রেম জনিত বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। তাই কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বামীর মনের মত হইতে হইবে। দাম্পত্য প্রণয়ের কতক-গুলি শত্রু স্ত্রীহৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে, এইক্ষণ তাহারই আলো-চনা করিব।

প্রথমতঃ, অভিমান। এক শ্রেণীর স্ত্রী আছে, তাহারা বড়ই অভিমানিনী। তাহারা মনে করে, অভিমান না করিলে স্বামীর নিত্য নূতন আদর পাওয়া যায় না। তাই তাহারা কথায় কথায় মান করিয়া স্বামীর সোহাগ নূতন করিয়া লয়। অপিচ, সেই সোহাগ পাইতে কালবিলম্ব হই-লেই মর্ম্মাহত হয়। আবার স্বামী তাঁহাদিগকে একটুকু মৌখিক আদর করিলেই আহ্লাদে গলিয়া যায়। বস্তুতঃ, ইহা বড় দূষণীয়। ইহাতে স্বামী সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অধিকতর অসন্তুষ্টই হইয়া থাকেন। অভিমানিনী স্ত্রীরা ভালবাসার সুখ উপলব্ধি করিতে পায় না। তাহাদের প্রণয়ের মূলে সংকীর্ণতা সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়। সুতরাং ইহারা পতির চিত্তগত অনু-রাগের অধিকারিণী নহে। যাহারা পতিপদে মানকে বলি প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ পতি সোহাগের

অধিকারিণী, এবং পত্নী নামের উপযুক্তা। দ্বিতীয়তঃ, অসরলতা। অসরলতা যে দাম্পত্য প্রণয়ের এক প্রধান শত্রু ইহা সহজেই অনুমিত হয়। কপটতায় মনের উদারতা বিনষ্ট করে এবং হৃদয় কঠিন হইয়া পড়ে। যে প্রণয়ে সরলতার অভাব সে প্রণয় মনোবিষাদেই পর্য্যবসিত হয়। পত্নী যদি পতির নিকট অকপট হৃদয়ে মনের ভাব ব্যক্ত না করেন, যাহা করেন, যাহা ভাবেন তাহা পতির নিকট সরল মনে হৃদয়ের কবাট খুলিয়া না বলেন, তবে নিশ্চয়ই সেরূপ স্বামী-স্ত্রীতে প্রকৃত বিমল অনুরাগ জন্মিতে পারে না। যিনি স্বামী, তাঁহার নিকট স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় কি আছে? পতি ও পত্নী এক ও অভিন্নহৃদয়; তাহাতেও স্বামীর নিকট যে স্ত্রী মনের ভাব ও আপন দোষ গোপন রাখিতে পারে, তাহার সে ভালবাসা দুদিনের জন্য। পতিপ্রেম অনন্তকাল স্থায়ী ইহা সে তবে বুঝিতেই পারে না। অতএব স্বামীর নিকট সর্ব্বতোভাবে অসরলতা পরিত্যাগ করিবে। তৃতীয়তঃ, স্বামীর নিকট দোষ অস্বীকার। অনেক স্ত্রীলোক দোষ করিয়া স্বামীর নিকট গোপন রাখেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। তুমি তোমার যে দোষ স্বামী শুনিলে বা জানিলে অসন্তুষ্ট হইবেন বলিয়া গোপন কর, যদি তিনি তাহা কোন প্রকারে জানিতে পারেন, তবে তোমার প্রতি তিনি অধিকতর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। দোষ করিয়া স্বামীর নিকট গোপন করিতে চেষ্টা পাওয়া ঘোর মুর্খতা। বরং সরল মনে তাঁহাকে দোষ-

জানাইলে, তিনি উপযুক্ত সময়ে তাহার সংশোধন করিবেন। তাহাতে তোমার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। বিশেষতঃ, দোষ পরিহারের জন্য স্বামীর নিকট উপদেশ না লইয়া যদি দোষগুলি হৃদয়ে পোষণ কর, তাহা হইলে সেই দোষের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অংশও পরিণামে বদ্ধমূল হইয়া তোমার সর্ব্বনাশ সাধনও করিতে পারে। অতএব স্বামীর নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর। চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিয়া পবিত্র হও। ভালবাসার বন্ধন অটুট থাকিবে, স্বামীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিবে। চতুর্থতঃ, পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি পরিজনগণের সহিত বিবাদ কলহ করিলে কখনই পতির আদরণীয়া হওয়া যায় না। পতি পরিবারবর্গের মধ্যে যাঁহাকে ভয়, ভক্তি ও স্নেহ মমতা করেন, তাঁহাকেও তোমার তদ্রূপ ভয়, ভক্তি, স্নেহ ও মমতা করা উচিত। পঞ্চমতঃ, স্বার্থপরতা। যে স্ত্রী আপন স্বার্থ লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত, স্বামীর সুখের জন্য আপনার সুখ ভোগের বাসনা সংযত করিতে অপারগ, সে স্বামি-সেবার মধুরতা বুঝিতেই পারে নাই। সে পতিকে যথার্থ মনে প্রাণে ভালবাসে নাই। পতি-পদে নিজ স্বার্থ উৎসর্গ করিতে হইবে। যে স্বার্থান্ধ, সে পতির প্রণয়-পিপাসু হইলেও সদন্তঃকরণে নহে। স্বার্থপরতা প্রণয়ের মহাশত্রু ইহা সকলেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। স্বামীকে নিঃস্বার্থ আত্মদানে সুখী করিবে, নিজেও সুখী হইতে পারিবে। "মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে এই অমৃতময় উপ-

দেশ লিখিত আছে যে, যে নারী কাম (১), ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখের অধিকতর অভিলাষিণী না হইয়া কেবল স্বামীকেই চায় সেই নারী ধর্ম্ম লাভ করে।" ষষ্ঠতঃ, ক্রোধ। প্রণয়ের যত শত্রু ক্রোধ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাহারা সহজে বিরক্ত ও রাগত হয়, সেই সকল স্ত্রী, স্বামীর অনুরাগরূপ অমৃত পানে অধিকারিণী নহে। স্বামীর দোষ সত্ত্বেও যাঁহার মান নাই, রাগ নাই, বিরক্তি নাই এবং ভক্তিমূলক ভালবাসার অভাব নাই, পরন্তু পতির দোষ সংশোধনের প্রবল তৃষ্ণা আছে, তিনিই পতির প্রেম-রাজ্যের যথার্থ রাজ্ঞী। পতির ভালবাসাকে তাঁহার ডাকিতে হয় না, ভালবাসাই তাঁহাকে ডাকিয়া লয়। সপ্তমতঃ, বিলাসিতা। বিলাসী রমণীগণ সর্ব্বদাই কলুষিত বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া, পতির বুকের মাংস খাইয়া ফেলে। যাহারা তুচ্ছ বস্ত্রালঙ্কারের জন্য অস্থির, তাহারা পতির স্বর্গীয় ভালবাসার বিনিময়ে তুচ্ছ বস্ত্রালঙ্কারই পাইয়া থাকে। তাহাদের ভাগ্যে পতি-প্রেম কখনও ঘটে না। পাঠিকাগণ, তুচ্ছ বসনভূষণের জন্য পতিকে কষ্ট দেওয়া কি ঘোরতর অধর্ম্ম নহে! বাস্তবিক অত্যধিক অলঙ্কারপ্রিয়তা বা বিলাসিতা স্ত্রীলোকের পক্ষে বড় গুরুতর দোষ। বর্ত্তমান কালে বঙ্গমহিলাদিগের মধ্যে অধিকাংশই বস্ত্রালঙ্কারের জন্য স্বামীর কষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। ইহাঁদের হৃদয় আছে কি না সন্দেহ।

(১) কাম অর্থ—অপ্রাপ্ত বস্তুতে অভিলাষ।

পতির প্রতি ইহাঁদের স্নেহই নাই। স্বামী হাড়ভাঙ্গা শ্রম করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন, অবিশ্রান্ত শ্রমে তাঁহার শরীরের রক্ত জল হইয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি নাই, সর্ব্বদা কেবল বসন ভূষণের জন্য ব্যস্ত। পরন্তু, স্বামী কোথা হইতে অলঙ্কার দিবেন অনেক ললনা তাহা না বুঝিয়া অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে উত্ত্যক্ত ও ঋণজালে জড়িত করে। বস্তুতঃ এই সকল পতিহিতৈষিণী পত্নীই স্বামীকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার মূল কারণ। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ভদ্র ঘরের মেয়েরাই বড় অলঙ্কারপ্রিয়া। তাঁহারা সামান্য বসনভূষণের জন্য পতির অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইয়া থাকেন। পূজার সময় উপস্থিত, স্বামী বিদেশে আছেন। স্ত্রী কাপড় গহনার এক লম্বা জায় পাঠাইলেন, স্বামীর হস্তে কিন্তু এক কপর্দ্দকও নাই। যথা সময়ে পত্র পতির হস্তগত হইল। পত্র পাঠ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘূরিয়া গেল। উপায় কি! সাত-পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন, ধার কর্জ্জ করিয়াই এবারকার পূজার বসনভূষণের দায় কাটাইয়া দিব। আর অমনই ধারের জন্য ভোঁ ভোঁ করিয়া ঘূরিতে লাগিলেন। উদরে অন্ন নাই, চক্ষেও ঘুম নাই, কায়ক্লেশে ধার করিয়া পত্নীর মনস্তুষ্টি করিলেন। ব্যাপার ত এইরূপ! বল, যদি স্ত্রী সামান্য খাওয়া পরার জন্য পতিকে কষ্ট দিতে পলকের জন্য মনে কষ্ট না পায় বা একটুকু সঙ্কুচিত না হয়, তাহাকে ভার্য্যা না বলিয়া রাক্ষসী বলিলে দোষ কি?

ভক্তিভাজন বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ তাঁহার "নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাবের" কোন এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "অনুচিত আমোদপ্রিয়তার ন্যায় অনুচিত ভূষণপ্রিয়তাও নারী জাতির জ্ঞান-লালসার অতৃপ্তির আর একটি বিষময় ফল।" "পৃথিবী ব্যাপিয়া এই কথা প্রচলিত হউক যে সলজ্জ কোমলতাই নারীর অপূর্ব্ব ভূষণ, পবিত্র প্রীতিই অবলাকুলের কণ্ঠহার এবং ধর্ম্মের রজতকান্তিই তাহাদিগের চিরসেব্য পরিচ্ছদ। যে সমস্ত কুল-নারীগণ ভূষণ-প্রিয়তার একেবারে ক্রীতদাসী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের পরমুখপ্রেক্ষিতা, তাঁহাদিগের চিত্তের অশান্তি এবং হৃদয়ের দরিদ্রতা মনে করিতেও আমাদিগের দুঃখ বোধ হয়। যত শীঘ্র তাঁহারা এই হীনদশা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন ততই মঙ্গল। এই অনুচিত ভূষণপ্রিয়তা অনেক সময়ে রূপাভিমানে কিংবা অসঙ্গত প্রশংসা-লাভ-লালসায় পরিণত হইয়া আরও কত অমঙ্গলের হেতু হয়। কত নিষ্ঠুর নরাধম ঐ সূত্রে বন্ধন করিয়াই কত কুলমহিলার সর্ব্বনাশ সমুৎপাদন করে। সৌভাগ্যবতী প্রতিবেশিনীর সাড়ম্বর বেশভূষা অবলোকনে মর্ম্মবেদনা প্রাপ্ত হইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতেও যখন নারী ভীত বা উৎকণ্ঠিত হয় নাই, তখন অনুচিত ভূষণ-প্রিয়তা তাহাকে কোন্ পাপে না প্রবর্ত্তিত করিতে পারে?"

অষ্টমতঃ, চরিত্রহীনতা। চরিত্র মন্দ হইলে,—দশে মন্দ কহিলে পতির প্রিয়পাত্রী হওয়া সুকঠিন। বিশেষতঃ, দম্পতির মধ্যে স্ত্রীচরিত্র দুষ্ট হইলে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত হইয়া

থাকে। সুতরাং চরিত্র সুগঠিত ও মধুর করিতে চেষ্টা করা স্ত্রী মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। এ সম্বন্ধে চরিত্র-বিষয়ক প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া বলিতে চেষ্টা পাইব।

মহাভারতে কথিত আছে, পতিপ্রাণা সাধ্বী শাণ্ডিলী স্বর্গে গমন করিলেন, দেবলোকবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি, তুমি কি পুণ্যবলে এই সুরলোকে সমুপস্থিত হইলে?" উত্তরে শাণ্ডিলী বলিতে লাগিলেন ;—

"দেবি সুমনে, আমি শিরোমুণ্ডন, জটাধারণ অথবা কাষায় বসন বা বল্কল পরিধান করিয়া স্বর্গলোক লাভ করিয়াছি, এরূপ মনে করিবেন না। আমি কখন ভর্ত্তার প্রতি অহিতকর বা পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করি নাই। সর্ব্বদাই অপ্রমত্তা ও যতিব্রতা হইয়া দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের সেবা করিতাম ; আমার মনে কখনই কুটীল ভাবের উদয় হয় নাই। আমি কখনও বহির্দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিতাম না। অথবা কোন ব্যক্তির সহিত অধিকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিতাম না। প্রকাশ্যে কি অপ্রকাশ্যে কোন হাস্যজনক ও অহিত-কার্য্যের অনুষ্ঠানে কখনই আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। আমার স্বামী স্থানান্তরে হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, আমি সমাহিত চিত্তে তাঁহাকে আসন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত পূজা করিতাম। যে সমুদায় ভক্ষ্য বস্তু তাঁহার অপরিজ্ঞাত ও অনভিমত হইত, আমি কদাচ তৎসমুদায় আহার করিতাম না। পুত্র কন্যা প্রভৃতি পরিজনদিগের জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান

করা আবশ্যক, আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং ও অন্যের দ্বারা তৎসমুদয় সম্পাদন করিতাম। আমার ভর্ত্তা কার্য্যোপলক্ষে বিদেশে গমন করিলে আমি কেশ সংস্কার, এবং গন্ধ মাল্য অঞ্জন ও গোরচনা দ্বারা দেহের সৌন্দর্য্য সাধনে প্রবৃত্ত না হইয়া, সতত সংযতচিত্তে বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম। যখন তিনি নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেন, তখন বিশেষ কার্য্য থাকিলেও আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতাম না। তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালনে সাহায্য করিতাম। গুপ্ত বিষয় কদাচ প্রকাশ করিতাম না। এবং নিরন্তর গৃহ সমুদয় পরিষ্কার রাখিতাম। যে নারী সমাহিত হইয়া এই ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি নিশ্চয়ই অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখ সম্ভোগ করেন।"

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে সত্যভামা ও দ্রৌপদী পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে, সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দ্রুপদ-নন্দিনি, তোমার বীরশ্রেষ্ঠ, লোকপালঃ সদৃশ পঞ্চস্বামী এরূপ বশতাপন্ন কিরূপে হইলেন? মন্ত্র, ঔষধ, ব্রত, জপ, হোম যাহাই কেন হউক না, তুমি যাহার প্রভাবে স্বামিগণকে এমন বশ করিয়াছ, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।" তদুত্তরে পতি-ব্রতা মহাভাগা দ্রৌপদী বলিলেন;——

"হে সত্যভামে, তুমি অসৎ স্ত্রীদিগের আচার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ; এরূপ প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না।

"স্ত্রী আমার জন্য মন্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ করিতেছে," স্বামীর মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিলে, গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় সেই স্ত্রী হইতে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকেন। মন্ত্রে ও ঔষধে কদাচ পতি-বশ হয় না। বরং তাহাতে পতির জীবন সংশয় উপস্থিত হয়। চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।" অনন্তর দ্রৌপদী, আপনি যে কার্য্য করিয়া স্বামিগণের প্রিয়পাত্রী হইয়াছেন, এবং যাহা স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য তাহাই বলিতে লাগিলেন ;—

"ভর্ত্তার ভোজন না হইলে আমি ভোজন করি না ; ভর্ত্তা শয়ন না করিলে আমি শয়ন করি না। ভর্ত্তা কেন, ভৃত্য-গণেরও ভোজনাদি না হইলে আমি ভোজনাদি করি না। স্বামী, ক্ষেত্র, বন, বা গ্রাম হইতে গৃহে আসিলেই আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার পদপ্রক্ষালনের জল, বসিবার আসন প্রদানে আনন্দ প্রকাশ করি। আমি সমুদয় গৃহোপকরণ বেশ পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন রাখি। পরিস্কৃত অন্ন প্রস্তুত করি, যথাসময়ে ভোজন করিতে দিই। স্বয়ং সংযত ভাবে থাকি ; ধান্যাদি সাবধানে রক্ষা করি। গৃহগুলি বেশ পরিষ্কৃত রাখি। মন্দ নারীর সংসর্গে থাকি না ; কোন কার্য্যেই আলস্য করি না। সদাই অনুকূল ভাবে অবস্থিতি করি। বিনা পরিহাসে হাস্য, বারম্বার দ্বারে অবস্থিতি আমি ভালবাসি না। গৃহের নিকট-বর্ত্তী উপবনেও আমি অনেকক্ষণ থাকি না। সত্যভামে, হাস্যের সময়ও আমি অধিক হাস্য করি না ; অধিক ক্রোধও করি না। যাহাতে স্বামীর ক্রোধ হয় এমন কার্য্য আমাদ্বারা

হয় না; আমি সর্ব্বদাই ভর্ত্তৃগণের সেবায় তৎপর থাকি। পারিবারিক কোন কার্য্যোপলক্ষে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে থাকেন, মাল্যানুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতাচরণে কাল যাপন করি। আমার স্বামী যাহা পান করেন না, যাহা ভোগ করেন না, যাহা ভোজন করেন না, আমিও তাহা পরিত্যাগ করি। ভিক্ষা দান, বলিকর্ম্ম, শ্রাদ্ধ পর্ব্বে স্থালী পাক; মাননীয় ব্যক্তিদিগের সম্মান পূজা প্রভৃতি যে সকল গৃহস্থ কর্ত্তব্য আমার জানা আছে, আমি আলস্য না করিয়া সেই সকল কার্য্য করিয়া থাকি।

আমি স্থির করিয়াছি, নারীগণের সনাতন ধর্ম্মের পতিই আশ্রয়; পতিই নারীদিগের দেবতা, তিনিই গতি; কোন্ রমণী এ হেন পতির অপ্রিয়কার্য্য করিতে পারে? আমি স্বামিগণের উপর "উপরচাল" চালি না। তাঁহাদিগের অপেক্ষা উত্তম ভোজন বা উত্তম বেশ ভূষা করি না। আর সর্ব্বদা সংযত ভাবে থাকি। কদাচ শ্বশ্রূ নিন্দা করি না। আমি শ্বশ্রূ কুন্তীদেবীকে অন্ন, জল ও বস্ত্রাদি প্রদান পূর্ব্বক নিত্য পরিচর্য্যা করি। আমি শ্বশ্রূর বসনাদি অপেক্ষা উত্তম বসন ভূষণ ব্যবহার করি না। সত্যভামে, আমি প্রতিদিন ভর্ত্তার পূর্ব্বে জাগরণ করি, শেষে শয়ন করি;—ইহাই আমার পতি-বশীকরণ।"

অনন্তর দ্রৌপদী আবার সত্যভামাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন; "সত্যভামে, সমুদয় লোকমধ্যে, এমন কি দেবতা-

দিগের মধ্যেও পতির ন্যায় দেবতা আর নাই। স্বামী প্রসন্ন হইলে, সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়; আর তিনি ক্রুদ্ধ হইলে সংহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন। ভর্ত্তা দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাহার স্বর শ্রবণ করিবামাত্র গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিবে। তাহার পর তিনি গৃহ-প্রবিষ্ট হইলে সত্বর পাদ্য ও আসন দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিবে। পুরুষ সমক্ষে মত্ততা ও প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিজ ভাব সংযত রাখিবে, প্রদ্যুম্ন ও সাম্ব তোমার পুত্র বটে; কিন্তু নির্জ্জন স্থানে তাহাদিগের নিকটেও কালযাপন করিবে না। অতি সদ্বংশজাত, নিষ্পাপ, সতী রমণীদিগের সহিত সখ্য করিবে। ক্রূরা, দর্পিতা বহুভোগী, চৌর, দুষ্টা ও চপলা স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গ করিবে না।

চরিত্র।

চরিত্র একটি মূল্যবান বস্তু। জগতের অন্য কোন বহুমূল্য বস্তুর সহিত ইহার তুলনা হয় না। চরিত্র মনুষ্যকে সম্যক্‌রূপে উন্নত ও উৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত করিয়া থাকে। চরিত্র বলে সাধ্বী সকলেরই পূজনীয়া। এবং সতী যেমন সাধারণের হৃদয়গত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন, তেমন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সকলেই তাঁহাকে সম্মান, সমাদর ও বিশ্বাস করে এবং সকলেই তাঁহার অনুকরণে লালায়িত হয়। সৎ স্বভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। গুণ না থাকিলে কিছু আসিয়া যায় না, কিন্তু চরিত্র মন্দ হইলে বড়ই অমঙ্গলের কথা। দুশ্চরিত্রাকে কেহ বিশ্বাস করে না, ভালও বাসে না। তাহার ভয়ে সকলেই সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিত থাকে। দুঃস্বভাব গুণবান্‌ও নিন্দনীয় এবং পরিত্যজ্য, মূর্খ সাধু সকলেরই আদরণীয়। বিশ্ব-সংসারে যাঁহাদের চরিত্র সৎ, তাঁহারা মানব সমাজের আদর্শ-স্থানীয়। সংসারে যাহা কিছু মধুর, প্রীতিপ্রদ ও উৎকৃষ্ট, তাঁহারা তাহারই অধিকারী হন। জনসমাজে, প্রথমতঃ স্ত্রী চরিত্র সৎ ও নিষ্কলঙ্কই হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। স্ত্রী-চরিত্র

সুগঠিত ও উৎকৃষ্ট না হইলে পুরুষ চরিত্রের সমুন্নতি হইতে পারে না। স্ত্রী, গৃহরাজ্যের রাজ্ঞী; যদি সেই রাজ্ঞী নিজেই মন্দ হন, তবে গৃহের সর্ব্বনাশ কেন উপস্থিত হইবে না? আর পুরুষের দুশ্চরিত্রতায় সমাজের যত অমঙ্গল ঘটে, স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রতায় তাহার সহস্র গুণ অধিক অনিষ্টোৎপাদন করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, জননীর ক্রোড় তাহার আশ্রয় এবং জননীর স্তন্য দুগ্ধ তাহার জীবিকা হয়। এইরূপে অন্ততঃ দশ বৎসর পর্য্যন্ত সন্তান মাতার সংসর্গ করে। সন্তান মাতৃ স্তন্য পানের সহিত মাতার চরিত্রের ভাব সকল গ্রহণ করিতে থাকে। সুতরাং জননী সুশীলা হইলে সন্তান তাহার সৎ সংসর্গে থাকিয়া সুশীল হয়। আর জননী দুশ্চরিত্রা হইলে সন্তানও দুঃশীল ও দুর্ব্বিনীত হয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, সন্তান প্রায় জনক জননীর প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাহাদের গুণ না পাইলেও দোষের ভাগ সম্পূর্ণই পায়; কারণ, গুণ অপেক্ষা দোষ শীঘ্র শীঘ্র মানুষের অভ্যস্ত হয়। অপিচ জননী শিশু সন্তানের একমাত্র শিক্ষয়িত্রী এবং তাহার চরিত্র শিশুজনশিক্ষণীয় গ্রন্থ। জননী শিশু সন্তানকে যাহা শিখাইবেন, শৈশবে শিশুর কোমল হৃদয়ে যাহা অঙ্কিত করিবেন, আজীবন শিশু সেইরূপ শিক্ষার ফল ভোগ করিবে। বাস্তবিকই সন্তানের ভবিষ্যৎ চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি সম্পূর্ণ রূপে মাতার চরিত্রের উপর নির্ভর করে, সন্দেহ নাই। যে সকল মহাপুরুষ চরিত্র বলে জগতে বিমল সুখসম্ভোগ এবং

অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া স্বর্গীয় হইয়াছেন, তাঁহাদের জননী-গণ চরিত্রে দেবী ছিলেন। জননী সচ্চরিত্রা হইলে সন্তান কচ্চিৎ দুশ্চরিত্র ও অসাধু হইয়া থাকে। যে কুলে স্ত্রী চরিত্র উত্তম, দিন দিন সে কুলের উন্নতি হইতে থাকে এবং সে কুলের সন্তান সন্ততিগণ চরিত্র বলে বংশ উজ্জ্বল করে। ভগ-বান্ সে কুলের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। ক্রোধপরায়ণা মিথ্যাবাদিনী, অধার্ম্মিকা জননার দোষে সন্তানের যে ক্ষতি ঘটে, তাহার পূরণ কিছুতেই হয় না। সুতরাং আদৌ নারী-চরিত্র উৎকৃষ্ট হওয়া অতি আবশ্যক। বাল্যকাল হইতেই বালিকাদিগের চরিত্র সুগঠিত করা প্রয়োজন, যেন তাঁহারা পুত্র কন্যার মা হইয়া আপন আপন পুত্র কন্যাদিগকে চরিত্র-বান্ করিতে পারেন।

দুশ্চরিত্রা রমণী জগৎ সংসারের কণ্টক-স্বরূপ। একমাত্র স্ত্রীলোকের অসৎ চরিত্রতায় মনুষ্য-সমাজের দারুণ দুর্গতি ঘটিয়া থাকে। সচ্চরিত্রা, সরলহৃদয়া, সাধ্বী নারী যেমন পতি-হিতৈষিণী, পতির মঙ্গলকারিণী ও পতির প্রাণতোষিণী ; দুশ্চ-রিত্রা স্ত্রী তেমনই পতিঘাতিনী ও পতিকুলকলঙ্ককারিণী হইয়া থাকে। দুষ্টা স্ত্রী দ্বারা পতি সর্ব্বস্বান্ত হন ; মান, সম্মান ও গৌরব সকলই নষ্ট হইয়া যায়। লোক সমাজে তাহার মুখ দেখান ভার হইয়া উঠে। দুষ্টার দোষে গৃহে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ ও বিপৎ ঘটিতে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারেরা ঈদৃশী মন্দস্বভাবা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এবং

তাহাদিগের যেরূপ নরক ভোগের ভয় দেখাইয়াছেন, তাহা মনে করিতেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। নরলোকে ইহাদের স্থান নাই। ইহারা সকলেরই ঘৃণার পাত্রী। ঈশ্বর ও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন। ইহাদের বিপদ বিড়ম্বনারও অন্ত নাই।

সুশীলা সতী গৃহের উজ্জ্বল প্রদীপ স্বরূপা। তাঁহার মধুর আকর্ষণে, কি পতি, শ্বশ্রূ শ্বশুর, কি প্রতিবাসী সকলেই সমাকৃষ্ট হন। সকলেই তাঁহার বিমল সততায় সুখভোগ করিয়া থাকেন। যিনি সৌভাগ্যবশতঃ সাধুশীলা পত্নী লাভ করিয়াছেন, জগতে তিনিও ধন্য; এবং তিনিও মর জগতে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। চরিত্রবতী পত্নীর অমায়িক মধুর আচরণে, স্বামীর সুখের সীমা থাকে না। পরিবারের অন্যান্য লোকও তাঁহার গুণে কত সুখভোগ করিতে পায়; গৃহ ও স্বর্গীয় শোভা ধারণ করে।

চরিত্র পবিত্র হইলে নিজেও কত সুখভোগ করিতে পারা যায়। সংসারে যাহার চরিত্র যত উৎকৃষ্ট, তাহার সুখ সম্পৎ ও সম্মান তত অধিক। স্বভাব ভাল হইলে, পৃথিবীর অনেকানেক বিপৎ আপৎ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। সৎ প্রকৃতি যথার্থই নারীর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য; সৎ স্বভাব প্রকৃত পক্ষেই অবলার বল ও রক্ষক এবং অসময়ের বান্ধব। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, “পৃথিবীর আবরণ সমুদ্র, ঘরের আবরণ প্রাচীর, দেশের আবরণ প্রতাপান্বিত মহীপাল,

স্ত্রীলোকের আবরণ সৎ স্বভাব।” বস্তুতঃই সৎ চরিত্র অবলার উত্তম আবরণ।

পত্নী সুশীলা হইলে দুশ্চরিত্র পতির যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে, আমি এ স্থলে তৎসম্বন্ধে একটি সত্য ঘটনা বর্ণনা করিব। গ্রন্থকারের পরিচিত একজন ভদ্রলোক কু সংসর্গে থাকিয়া এমন দুশ্চরিত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার অবনতি ও অধোগতি দেখিলে চক্ষে জল আসিত। তিনি বিষয় কর্ম্মে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন, মদ্যপান করিয়া তৎসমুদয় উড়াইয়া দিতেন। এইরূপ অপব্যয় করিয়া তিনি অচিরাৎ দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। চাকুরিটিও স্বভাবদোষে হারাইলেন। ক্রমে তাঁহাকে ঘোর দারিদ্র্যে আক্রমণ করিল; তিনি সকলের দয়ার পাত্র হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভিক্ষাবৃত্তিই একমাত্র জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইয়া উঠিল। তবুও তাঁহার মদ্যপানাসক্তি দূর হইল না। ভিক্ষালব্ধ অর্থ দ্বারাও মদ খাইতে লাগিলেন। কিন্তু না জানি তিনি কোন্ পুণ্যফলে অকলঙ্ক-হৃদয় স্ত্রী-রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। তদীয় পত্নী স্বীয় স্বামীর ঐ রূপ দুর্দ্দশা ও অধোগতি দেখিয়া সর্ব্বদা কাঁদিয়া আকুল হইতেন। পতিকে সৎপথে আনিতে কত যত্ন ও চেষ্টা করিতেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইত না। তাঁহার বিনয় মধুর বাক্যে দরবিগলিত অশ্রুজলে পতির পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইত না দেখিয়া, একদিন স্বামী ঘরে আসিলে তিনি পতিপদ সবলে জড়াইয়া ধরিয়া অবিশ্রান্ত কাঁদিতে লাগিলেন।

দুইটি শিশু সন্তান মাকে কাঁদিতে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আহা! তখন এক অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া পাষাণ ভাসাইয়া দিল। স্বামী সাধ্বী স্ত্রীর আকুল রোদনে আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অশ্রুজল মোচন করিয়া পত্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, এবং সুরাপান প্রভৃতি কুকার্য্য আর কখনও করিবেন না বলিয়া পত্নীর নিকট শপথ করিলেন। আহা! সাধ্বী নারীর কি অপূর্ব্ব মহিমা! তাই স্বামীর প্রাণের অন্ধকার দূরীকৃত হইল। বলা বাহুল্য, তদবধি তিনি ক্রমেই ভাল হইতে লাগিলেন। আর কুসংসর্গে মিশেন না, মদ্যপান করেন না। অর্থ উপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে অবস্থারও ক্রমোন্নতি হইতে লাগিল। দেখ, সুশীলা ভার্য্যার উপদেশে ও সৎসহবাসে দুশ্চরিত্র স্বামীর কত মঙ্গল হয়! আমরা যে রমণীর কথা বলিলাম, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার চরিত্রের পবিত্র লালিত্য এবং হৃদয়ের দেবত্ব দেখিলে নিতান্ত আহ্লাদিত হইতে হয়। আমরা সচ্চরিত্রা রমণীদিগকে দেবীর ন্যায় পূজা ও পবিত্র মনে করি। আর্য্য ঋষিরা নারীদিগকে পবিত্র মনে করিতেন। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি দেবীগণ চরিত্রবলে জগতের পূজনীয়া হইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিবার সময়, সেই সকল সাধ্বীগণের নাম স্মরণ করিয়া থাকি। তাঁহাদের নামে দুষ্কৃতি দূর হয়।

চেষ্টা ও যত্ন ভিন্ন চরিত্র উন্নত ও পবিত্র হয় না। চরিত্রের

উন্নতি সাধন করিতে হইলে আত্মশাসন, আত্মশৃঙ্খলা ও আত্ম-পর্য্যালোচনা করা বিশেষ আবশ্যক। জগতের চারিদিকেই পাপ মনুষ্যের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে; চারিদিকেই প্রলোভনীয় বস্তু পড়িয়া আছে। এই সকল পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চরিত্রের উন্নতি করিতে হইলে আত্মশাসন প্রভৃতির আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। যে কাজ করিলে পাপ হয়, যাহা কর্ত্তব্য নহে তাহা সকল সময়ই ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করা বিধেয়। যখন কোন কু ভাব মনে আইসে, কি কোন অকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে অভিলাষ জন্মে, তখন আত্মশাসন ক্ষমতা থাকিলে সেই ইচ্ছাকেই সংযত করা উচিত। নচেৎ, চরিত্রের পবিত্রতা কখনও বজায় থাকিবে না। সকলেরই আত্মশাসন ও আত্মপর্য্যবেক্ষণ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। আত্মশাসন-ক্ষমতাবলে মনকে বশীভূত রাখিবে, এবং আত্ম পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা গুণে আপনার চরিত্রের দোষ গুণ বা ভাল মন্দ ও অভাব বিচার করিয়া বুঝিয়া লইবে। অসৎ সংসর্গ হইতে দূরে থাকিবে। নচেৎ চরিত্র উন্নত করিবার প্রত্যাশা বৃথা মাত্র।

চরিত্রের উন্নতির জন্য সুশিক্ষার প্রয়োজন। সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত ও উদার এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান অবিচলিত হইয়া থাকে। সদ্‌গ্রন্থ পাঠে, সদ্দৃষ্টান্তে সৎকার্য্য করিতে অভিলাষ জন্মে। এইরূপ শিক্ষা পাইয়া চরিত্র উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠে। কিন্তু, আমাদের দেশে যে প্রণালীতে স্ত্রী শিক্ষা আরম্ভ

হইয়াছে, তাহা বড় সুফলপ্রদ বলিয়া ভরসা হয় না। কর্ত্তব্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে যে, আমাদের তদ্রূপ শিক্ষার প্রয়োজনই নাই। তাহা হইতে চিরকাল অশিক্ষিতা হইয়া থাকাই মঙ্গলকর।

আত্ম-সংযম।

আত্ম-সংযম আত্ম-রক্ষার একমাত্র উপায়। সংযম অর্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বা নির্জ্জনে নিজকে বশীভূত করা। যিনি আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ, যিনি আপনি আপনার বশী-ভূত নহেন, লৌহনির্ম্মিত গৃহে বাস করিলেও তিনি নিরন্তর বিপদ্ পরিবেষ্টিত। আর যিনি আত্ম-রক্ষা করিতে শিখিয়া ছেন, সুশিক্ষিত সারথীর ন্যায় যিনি ইন্দ্রিয় রূপ অশ্বদিগকে বশীভূত করিয়াছেন ; তিনি নানা রূপ বিপদের মধ্যে থাকিয়াও নিরাপদ। প্রভাত সময়ের অন্ধকারের মতন তাহার আসন্ন বিপদ্ রাশি মুহূর্ত্ত মধ্যে চলিয়া যায়। তাই আর্য্য ঋষি বলিয়া ছেন, "যে আত্মা আত্মাকে বশীভূত করিয়াছে, সেই আত্মাই আত্মার বন্ধু। আপনিই আপনার বন্ধু, আপনিই আপনার শত্রু।" "মন যদি স্বেচ্ছাচারি ইন্দ্রিয় সকলের বশ হয়, তবে বায়ু যেমন নৌকাকে জলমগ্ন করে; মনও তদ্রূপ মানুষের বুদ্ধিকে নষ্ট করে। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথীকে কুপথে লইয়া যায়, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্ত বুদ্ধি মনুষ্যকে কুপথগামী করে।" বাস্তবিক, সংসারে যাহার প্রকৃত সুখসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা

করেন, আত্মসংযম শিক্ষা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহা ব্যতীত সংসারে সুখ শান্তি নিতান্তই সুদূরপরাহত। ফলতঃ, মানুষ যে সুখশান্তির আকাজ্ক্ষায় ঘর বান্ধে, সংসার পাতে, দুঃখ দুর্গতির সহিত যুদ্ধ করে, দুঃখের শেল বুক পাতিয়া লয়, সেই সুখ, সেই শান্তি, যিনি আত্মসংযমে অভ্যস্ত; তাঁহার ভাগ্যেই সম্ভবে। যাহাদের মন বশীভূত নহে, যাহাদের রাগ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি অবশীভূত; তাহারা সেই সুখশান্তিরূপ অমৃত রসে ডুবিয়া জীবন যাপন করিতে পারে না। তাহারা বিপদের পর বিপদে পড়িয়া, দুঃখের পর দুঃখে ডুবিয়া, অশান্তির জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া, অতি কষ্টে জীবন ধারণ করে। তাহারা যেন দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেই সংসারে আসিয়াছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাদের অদৃষ্টলিপিতে যেন সুখসচ্ছন্দতার নামও উল্লেখ করেন নাই।

শরীর-রক্ষার জন্য যেমন প্রতিদিন আহারের প্রয়োজন, আত্মরক্ষার জন্য তেমনই প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মসংযমের প্রয়োজন। আত্মসংযম ব্যতীত যথার্থ সুখ যেমন হয় না, আত্মসংযম ব্যতীত সেইরূপ যথার্থ উন্নতিও হয় না। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব লাভের প্রধান উপায় আত্মসংযম। অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বিনয়ী হইবে, দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া সরল স্বভাব হইবে, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া গম্ভীর হইবে, লোভ বশীভূত করিয়া জ্ঞান লাভ করিবে। লোভ প্রজ্ঞা নষ্ট করে, প্রজ্ঞা নষ্ট হইলে লজ্জা দূর হয়, লজ্জা দূর হইলে ধর্ম্ম হত

হয়, ধর্ম্ম হত হইলে শুভ বিনাশ হয়, শুভ বিনাশ হইলে মনুষ্যের বিনাশ হইয়া থাকে। "ইন্দ্রিয় সংযমহীন মনুষ্য বালকের ন্যায় অকার্য্যকে কার্য্য, কার্য্যকে অকার্য্য জ্ঞান করে এবং অত্যন্ত দুঃখকেও সুখ জ্ঞান করে।" মনু বলিয়াছেন, "হস্তের চঞ্চলতা অর্থাৎ গ্রহণের অযোগ্য বস্তু গ্রহণ, পদের চঞ্চলতা অর্থাৎ অনাবশ্যক গমনাগমন, নয়নের চঞ্চলতা অর্থাৎ পরস্ত্রী কি পরপুরুষ লুব্ধভাবে দেখা, বাক্‌চাপল্য অর্থাৎ অনর্থক নিন্দিত কথা বলা—এ সমুদয় পরিত্যাগ করিবে, সরল স্বভাব হইবে, কাহাকেও হিংসা করিবে না।"

বাক্যসংযম।

বাক্যসংযম বন্ধুজনের ন্যায় মহা উপকারী। বাক্যসংযম না করিলে ঘরে পরে সকলেই শত্রুমধ্যে পরিগণিত হয়। অনেক বঙ্গ মহিলার বাক্যসংযম ক্ষমতা আদৌ নাই। অনেক সময় তাঁহারা মুখের দোষে বিপদগ্রস্ত হয়েন, আত্মীয়কেও শত্রু করিয়া তুলেন। তাঁহারা ইহা বুঝেন না যে, সময় বিশেষে চোরকেও চোর বলা অন্যায়। যে বাক্য অপ্রিয়, যে বাক্যে পরের মর্ম্মগ্রন্থি ছিঁড়িয়া যায়, যে বাক্যে পরের সর্ব্বনাশ হয়, তাহা সত্য হইলেও কহা উচিত নহে। না বুঝিয়া না শুনিয়া দশ দিক্ না তাকাইয়া মুখে যাহা আসিল, বাতুলের ন্যায় তাহাই বলা যার পর নাই অন্যায় ও অকর্ত্তব্য। নীরব থাকাই বরং উত্তম, তথাপি না বুঝিয়া না শুনিয়া কিছুই বলা উচিত নহে। একজন প্রসিদ্ধ কবি লিখিয়াছেন,—

"যে কথা কহিবে, ভাবিয়া দেখিবে,
আগে ভাগে দোষগুণাদি তার।
কহিনু কি সব, না ভেবে কি কব?
এ ভাবনা ভাল সহস্র বার॥

না বুঝে, না শুনে কথাবলা যেমন অন্যায় অনাবশ্যক বেশী বেশী কথা বলাও তেমনি অন্যায়। যাহারা বেশী কথা কহেন, অভ্যাস দোষে তাঁহাদের অনেক মিছা কথা কহিতে হয়, অনেক পরনিন্দা করিতে হয়। ইহাতে অন্যের যত ক্ষতি হউক আর না হউক, নিজের ক্ষতিই অধিক হয়। মহি-লারা ইহা ভাল করিয়া বুঝেন না। তাঁহারা মনে করেন, একজনকে দুইটা কথা কহিয়া জব্দ করিতে পারিলেই বড় বাহাদুরী প্রকাশ পাইল। বাস্তব এরূপ করা নিতান্ত নীচা-শয়তার পরিচয় বই আর কিছুই নহে।

আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি অনেক স্ত্রীলোক, বয়সে বালিকা না হইলেও বাকচাপল্যে নিতান্ত বালিকার ন্যায়। তাহাদের জিহ্বা এমনই অসংযত যে, তাহারা নিতান্ত অসংলগ্ন ও অনাবশ্যক প্রলাপ বাক্য কহিতে ও লজ্জা বা ঘৃণাবোধ করেন না। আর যখনই দুই চারি জন প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকের সহিত একত্র হয়, তখনই তাহারা পাড়ার কাহারও না কাহারও নিন্দা করিয়া রসনার জ্বালা নিবারণ করিবে। প্রকৃতপক্ষেই তাহারা সর্ব্বদাই পরের দোষ অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়; দোষ না থাকিলেও সত্য মিথ্যার একটা দোষ বাহির করিয়া লয়। পরকুৎসা লইয়া একটু হাসি তামাসা করিতে পারিলেই ইহারা আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়া সুখী হয়।

আবার কতক গুলি এমনই নীচাশয়া স্ত্রীলোক আছে যে,

তাহারা একের দোষ অন্যের কাছে বলিয়া বেড়ায়। সত্য হউক, মিথ্যা হউক তাহারা এরূপ করিয়া একের সহিত অন্যের বিবাদ বাধাইয়া দেয়। মিত্রকেও শত্রু করিয়া তুলে। তোমার নিকট আসিয়া কহিল "শশীর মা; গোপালের পিসী তোমাকে এমন অন্যায় কহিতে পারে? আমাকে কহিলে কখনই ছাড়িয়া কথা কহিতাম না।" এইরূপ উত্তেজনায় তুমুল ঝগড়া বাধিয়া উঠে। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোক পরের ঘরের বৌঝীদিগকে নানারূপ কুপরামর্শ দিয়া বেড়ায়। বৌয়ে শ্বাশুড়ীতে বনিবনাও না থাকিলে, ঐ সকল নীচ-প্রকৃতির মহিলাগণ আপনাদের মতলব সিদ্ধি করিয়া থাকে। এরূপ কুপরামর্শে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। আত্মকলহে সর্ব্বনাশ হইয়া যায়।

সামান্য কারণে কাহারও সহিত মনোমালিন্য জন্মিলে বা বিবাদ বিসম্বাদ হইলে স্ত্রীলোকের মধ্যে একটা ভয়ানক দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। সে দোষ দুইটি মিথ্যা কহিয়া—কোটনামি করিয়া, শত্রুর সহিত অন্যের শত্রুতা জন্মাইয়া দেওয়া। কেহ কটু কহিলে কটু কহিয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে হইবে, কেহ অন্যায় করিলে অন্যায় কার্য্য করিয়া তাহার প্রতিশোধ লইবে,—এমন হইলে সংসার ভয়ানক স্থান হইয়া উঠে। দুঃখ পাইয়া দুঃখ দিতে সকলেই পারে। কিন্তু, তাহা সততার কার্য্য নহে। সকলেরই পরস্পরকে ক্ষমা করা উচিত।

অনেক স্ত্রীলোকের আর একটী বাক্য দোষ এই ; তাহারা যাহার নিকট হইতে আবশ্যক মত তেলটুকু নুনটুকু চাহিয়া লয়, অথবা যাহার একটু সুখ সৌভাগ্য দেখে, তাহাদের দোষ সত্বেও দশটা প্রশংসার কথা কহিয়া স্বকার্য্য সাধন করে। এরূপ অযথা প্রশংসার অনিষ্ট বেশী। কারণ যাহার দোষ, অন্যায়রূপে তাহার গৌরব বাড়াইয়া তাহারই চরিত্রের ক্ষতি করিতে হয়। যদি কোন সম্পত্তিশালিনী প্রতিবাসিনীর সহিত কোন দরিদ্র মহিলার কলহ হয় তবে সম্পত্তিশালিনীর দোষ সত্বেও দরিদ্র মহিলাকে দুকথা মন্দ কহিয়া, জব্দ করিয়া সম্পত্তিশালিনীর নিকট একটু ভালমানুষি করা, এ সকল দোষ বাস্তবিক নিতান্ত ঘৃণনীয়। দেখা গিয়াছে, তখন তাহারা লজ্জা সরমে জলাঞ্জলি দিয়া কেহ উকীল কেহ মোক্তার হইয়া কতই জব সয়াল করিতে থাকে, দেখিতে হাসি পায়। এইরূপ অনেক দোষই স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গুপ্তভাবে রহিয়াছে। যাহাদের মধ্যে এই সকল দোষ দেখা যায়, শিক্ষিত মহিলাগণ কদাচ তাহাদের সহিত বেশী মিশামিশি করিবেন না। ঐ রূপ নীচাশয়া স্ত্রীলোককে অন্তরের সহিত ঘৃণা করাই উচিত।

এস্থলে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, এ সকল স্ত্রীই পতিকে কারণে বা অকারণে রূঢ় বাক্য কহিতেও সঙ্কুচিত হয় না।

রহস্য।

মনের যে ভাব অত্যন্ত গোপনীয় যাহা প্রকাশ হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহা যত্ন পূর্ব্বক মনে রাখাই যুক্তি-সঙ্গত, মিত্রকেও বলা কর্ত্তব্য নহে। কেন না তোমার রহস্যে তোমার যেরূপ মমতা; পাছে রাষ্ট্র হয়, এই বলিয়া তোমার যেরূপ ভয়, ভাবনা ও উদ্বেগ, অন্যের কদাপি সেরূপ হইতে পারে না। পরন্তু, অদ্য তুমি যাহাকে বিশ্বাস করিয়া মনের গোপনীয় কথাটি বলিয়া ফেলিলে, সে তোমার মত তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিবে বিশ্বাস কি? ইহাতে পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, মনের অতিশয় নিগূঢ়ভাব স্বামীর নিকটও গোপন রাখিতে বলিতেছি। স্বামীর কাছে স্ত্রীর গোপন করিবার কিছু আছে কি না আমি জানি না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরপি উল্লেখ করা অনাবশ্যক। বঙ্গ-মহিলারা মনের কোন গুপ্ত কথা, চাপা দিয়া রাখিতে পারেন না; রাখিবার জন্য আন্তরিক যত্নও করেন না। ইঁহাদের মধ্যে এ দোষটি বড় গুরুতর অথচ ইহাঁরা মনে করেন, এ সকল ভাল এবং সরলতার লক্ষণ। কপটী লোকে-

রাই মনের কথা বাহির করে না। বস্তুতঃ ইহারা এইরূপ অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া যার পর নাই অন্যায় কার্য্য করিয়া বসেন এবং সময় সময় ঈদৃশ সরলতা দেখাইতে গিয়া বিপন্ন ও অপমানিত হইয়া থাকেন! কি আশ্চর্য্য! তবু ইহাদের এইরূপ গুরুতর দোষ দূর করিতে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা নাই।

দেখা গিয়াছে অনেকে আপন ঘরের কোন গোপনীয় কথা পাড়ার 'রামী শ্যামীর' নিকটও বলিতে সঙ্কুচিত হয় না; এরূপ স্ত্রীলোক যথার্থই গৃহের শত্রু। আরও এক ধরণের মহিলা আছেন, তাহারা নিজ গৃহে কে একটুকু বেশী খাইল, কে একটুকু পরিশ্রম কম করিল, কে একটুকু অন্যায় কার্য্য করিল, মেজ বৌ চুরি করিয়া ভাল সামগ্রী খায়; সেঝ বৌ শাশু-ড়ীকে কটু বলে; এই সব বিষয় লইয়া অন্য পরিবারের বৌ ঝীর সঙ্গে আলাপ করিতে বসেন। তখন তাঁহারা এমনই সরলা হইয়া পড়েন যে, ঘরের সকল গোপনীয় কথা যাহা বলিলে সম্মান নষ্ট হইতে পারে, অনায়াসে তাহা বলিয়া ফেলেন। এমন স্ত্রীকে পরিবারের সর্ব্বনাশকারিণী বলিলেও বোধ হয় অন্যায় হয় না। কোন কোন স্ত্রীলোক আবার এরূপ মূর্খ যে, যদি ঘরের কাহারও সঙ্গে একটুকু মনোবাদ ঘটে, কি বিবাদ বিসংবাদ হয়, তাহা হইলেই পরের নিকট ঘরের গোপনীয় অপমানজনক কথা বলিয়া মনের ঝাল ঢালেন। কিন্তু তাহারও যে নাক কাণ কাটা যায় সে বিষয়ে একবারে উদাসীন। ঘরে ঘরে শত ঝগড়া কলহ মনোমালিন্য

হইলেও গৃহছিদ্র রাষ্ট্র করা অমানুষের কর্ম্ম। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অর্থ নাশ, মনস্তাপ, গৃহছিদ্র ও অপমানের কথা কদাচ অন্যের নিকট ব্যক্ত করে না, এস্থলে ইহাও বলা উচিত যে বেশী বেশী কথা বলা; অনাবশ্যক আলাপ করা, পরের কথা লইয়া সময় নষ্ট করা বঙ্গললনাগণের বড় কু অভ্যাস। বস্তুতঃ এ দোষ গুলি তাঁহাদের এত দূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা ইহা কোন প্রকারেই পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অধিক কথা কহা একটি গুরুতর দোষ। ইহাতে মানসম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না, কেন না যাঁহারা অধিক কথা কহে, তাঁহারা অনেক সময় অন্যায় কথাও বলিয়া থাকেন। এজন্য লোকে পাতলা মনে করে। তাহার পর পরের কথা লইয়া আন্দোলন করাও সামান্য দোষের কথা নহে। ইহাতে পরের সঙ্গে মনোমালিন্য জন্মে, সময় সময় ঝগড়া কলহ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ, 'ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে' যাওয়া বুদ্ধিমতীর কার্য্য নহে। শুদ্ধ এই কারণে প্রতিবেশিগণের সহিত অনেকের বিষম শত্রুতা হইয়া থাকে। আমরা জানি স্ত্রীর ঐরূপ দোষে পুরুষের সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। স্ত্রী যদি চপলা এবং বহুভাষিণী হয়, তাহাতে স্বামীর সমাজে লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হয়। বুদ্ধিমান্ স্বামীও সেই সকল স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। যে স্ত্রীর দোষে স্বামীর সমাজে মাথা কাটা যায়, সে স্ত্রী কি পতিঘাতিনী নহে? আর এক কথা এই, মেয়েরা কাহা

রও দোষ জানিতে পারিলে মনে রাখিতে পারে না। কাদম্বিনী সুশীলার দোষের কথা শুনিতে পাইল, আর অমনই বিনোদিনীর কাছে বলিয়া ফেলিয়া সাবধান করিয়া দিল যে, "দ্যাখ্ ভাই বিনু, এ কথা কিন্তু তুই কা'কেও বলিস্ না।" ইহার চেয়ে হাস্যজনক কথা আর কি আছে? তারপর বিনোদিনীও বাক্‌চাপল্য দোষবশতঃ সুশীলার নিকট কহিল; সুশীলা তো শুনিয়া ক্রোধে, দুঃখে, মানে, পাদদলিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া বিবাদ করিতে আসিল। আসিয়া বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিয়া গেল। প্রণয়টিও ভঙ্গ হইল। লাভ তো এই! অতএব কাহারও কথা কাহারও নিকট বলিবে না। আর যে গুপ্ত কথা রাষ্ট্র হইলে স্বামী, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, দেবর, পুত্র, কন্যা কি অপর কাহারও সম্মান নষ্ট, কি অন্য কোন ক্ষতি হইতে পারে, তদ্রূপ কথা প্রাণান্তেও অন্যের নিকট বলিবে না।

(স্বামীর সহিত কথোপকথন।

কিরূপ ভাবে স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয় তৎসম্বন্ধে গুটিকয়েক উপদেশ দেওয়াই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। বলিতে পার, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আর কি শিক্ষা করিব? স্বামীর নিকট যেরূপ ভাবেই কেন কথা না বলি, ভয় কি? তিনি স্বামী অপরাধ হইলে তো মাপই করিবেন। স্বামী আর স্ত্রীর দোষ দেশ বিদেশে গাইয়া ফিরিবেন না। আমার মতে তরল মতি মহিলারাই এরূপ অঁসার, ও দোষাবহ কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। পতির সহিত আলাপে যে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির অগম্য। কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাব এমনই যে, তাহারা স্বামীর সহিত বাক্‌চপলতা করিতে বড় ভালবাসে। মনে মনে বিশ্বাস, ইহাতে স্বামী বড় সুখী হন, অথচ স্বামী তাহাতে সুখী নহেন। যাহারা স্বামীর নিকট বাক্‌পটুতা দেখাইতে যাইয়া মিথ্যা কথা কহিয়া একটুকু রসিকতা করে, তাহারা বড় গুরুতর অপরাধিনী। স্বামী তাহাদিগকে সর্ব্বদা অবিশ্বাস ও সন্দেহ করেন

পতিকে প্রতারণা করা আর নিজে প্রতারিত হওয়া একই কথা।

স্বামীর সঙ্গে অনন্তকালের সম্বন্ধ। যাঁহার সঙ্গে এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান যাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগে ভার্য্যার সমস্ত জীবনের সুখ, সৌভাগ্য ও সাধুতা নির্ভর করিতেছে, তাঁহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহাই আলাপ ব্যবহার করিলাম, মুখে যাহা আসিল তাহাই তাঁহাকে বলিয়া ফেলিলাম, ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। অনেকে স্বামীর নিকট অশ্লীল কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইহা নিতান্তই অবৈধ। দুইটি অসার, অসত্য ও অশ্লীল কথা কহিয়া স্বামীর মন পরিতুষ্ট করিতে চেষ্টা পাওয়া অপেক্ষা না করাই বরং শত গুণে মঙ্গলকর। স্বামী অভিন্ন-হৃদয়, প্রণয়ভাজন বলিয়াই কি তাঁহার নিকট নির্লজ্জের মত অশ্লীল কথা কহা ও ব্যবহার করা ভার্য্যার কর্ত্তব্য? তাহা কখনই নহে। স্বামীর সহিত কথোপকথন করিবার সময় স্ত্রীর গম্ভীরতা, নম্রতা ও ধীরতা অবলম্বন করা অবশ্য সঙ্গত। তাঁহার নিকট চঞ্চলতা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। কখনও বাক্‌চপলতা করিবে না; কারণ তাহাতে তিনি প্রাণে ব্যথা পাইতে পারেন। এমন কোন কথা তাঁহাকে কহিবে না যাহাতে তাঁহার মনে কষ্ট জন্মিতে পারে বা জন্মিবার হেতু থাকে। পতির সহিত অশিষ্ট বাক্যালাপও যেমন দূষণীয়, অশিষ্ট আচরণ করা এবং লজ্জাহীনতার পরিচয় দেওয়াও তেমনই অন্যায়। আর এক শ্রেণীর

স্ত্রী আছেন, তাঁহারা স্বামীর সহিত আলাপ করিতে আদবেই অবগত নন। স্বামী দশ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, দুটি কথারও উত্তর দিতে সমর্থ নহেন। ইহাঁরা কখনও স্বামীসোহাগিনী হইতে পারেন না। এরূপ স্ত্রীলোকের স্বামী প্রায়শঃ বিপথ-গামী হয়। কারণ, পুরুষ স্ত্রীর নিকট যাহা নিশ্চয় পাইবে ; যদি তাহা যথাসময়ে ভার্য্যার নিকট না মিলে কাজেই সে বাহিরে তাহা পাইবার জন্য আকুল প্রাণে ছুটিয়া থাকে। পাঠিকে, মধুর, বিনীত ও অকপট আলাপে স্বামীর মন সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নবতী হউন। তিনি যখন সংসারের অশেষবিধ জ্বালা, যন্ত্রণায় সন্তপ্তহৃদয়ে, বিষাদবিমর্ষবদনে মনুষ্য জীবন অন্ধকারের ভীষণ কূপ মনে করিয়া ক্লান্ত হন ; তখন আপনার মুখের মধু দ্বারা তাঁহাকে শান্ত ও সুখী করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। যেন আপনার কোন কথায় তাঁহার মনোবেদনার প্রশ্রয় না হয়। যে সকল স্ত্রী মৌখিক অনুরাগ দেখাইয়া পতির মন পাইবার জন্য বেশী বেশী কথা কহে, তাহারা কখনও পতিপ্রেম লাভ করিতে পারে না। এক সময়ে নিশ্চয় তাহাদের বাক্যরূপ ইন্দ্রজাল ছিন্ন ভিন্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। ‘আমি তোমাকে বড় ভালবাসি’ এরূপ কথা স্বামীকে বলা উচিত নহে। কার্য্য দ্বারাই ভালবাসা দেখান উচিত। কথায় তাহা প্রকাশ করিলে, কপটতারই পরিচয় দেওয়া হয়।

আর এক শ্রেণীর স্ত্রী আছেন, তাঁহারা স্বামীর বড়ই বশীভূত। স্বামী যাহা বলেন নিরাপত্তিতে, অবনত মস্তকে তাহাই

স্বীকার করেন। স্বামীর সহিত একটুকু বিনীতভাবে তর্ক করিয়া স্বীকৃত হইতে সাহস বা বুদ্ধিতে বেড় পান না। পতি যদি কহেন "চুরি করা অকর্ত্তব্য নহে"; স্ত্রী অমনি সে কথায় সায় দিয়া কহিলেন সত্য বটে। এরূপ বলাতে স্বামীর উন্নতির পথ কণ্টকিত করিতে হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেখাইলাম, কিন্তু এতাদৃশ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারা যায়। আমরা যখন সংসারী, তখন আমাদের নিত্য করণীয় ও নিত্য প্রয়োজনীয় কত বিষয় আছে, যাহার জন্য অনেক সময় স্বামীর স্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ অবস্থায় পত্নী যদি একটুকু না ভাবিয়া না চিন্তিয়া ও না বুঝিয়া স্বামীর অভিপ্রায়ানুসারে 'হয় হয়' বা 'নয় নয়' করেন, তবে যত অশুভ ও অনিষ্ট ঘটিতে পারে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বামী যে পরামর্শই কেন জিজ্ঞাসা করুন না, ভাল করিয়া বুঝিয়া একটুকু তলাইয়া দেখিয়া তার উত্তর করা কর্ত্তব্য। না বুঝিয়া না শুনিয়া সহসা উত্তর দেওয়া যার পর নাই অন্যায়। স্বামী যদি কোন অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার জন্য পত্নীকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহার সেই অন্যায় ও অকর্ত্তব্য কর্ম্মের দোষগুলি অকুতোভয়ে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তখন যদি স্ত্রী নীরবে সায় দেয়, তাহা হইলে নিজ হস্তে স্বামীর সর্ব্বনাশ করা হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্রহৃদয়া, স্বার্থপরায়ণা, নীচাশয়া স্ত্রী আছে, তাঁহারা শ্বশুর শাশুড়ী ও পতির ভাই ভগ্নীর বিরুদ্ধে

স্বামীকে কুমন্ত্রণা দেয়। তাহাদের তিল দোষ তাল প্রমাণ করিয়া স্বামীর কাণে দেওয়া কখনই মানুষীর কার্য্য নহে। আর হৃদয়শূন্য নির্ব্বোধ পতিই ঈদৃশ পত্নীর কুমন্ত্রণা গ্রহণ ও কার্য্যে পরিণত করে।)

বিনয় ও শিষ্টাচার।

বিনয় স্বভাবের মনোহর অলঙ্কার। স্ত্রী চরিত্রে বিনয় আরও মধুর, আরও মনোহর। নম্রশীলা রমণী মিষ্টবাক্যে অমৃত বর্ষণ করেন। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট থাকে। বিনীতা, কোমলতাময়ী ললনার প্রতি প্রাণ ভরিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। ফলতঃ বিনীতস্বভাবা, মধুরভাষিণী স্ত্রী যেমন পতিপ্রাণতোষিণী এবং পরিবারের আনন্দদায়িনী তেমন আর কেহই নহে। আমরাও তাঁহাকে পূজা করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করি। যিনি যত বিনীতা, তিনি তত মাননীয়া; এবং পরিজনের আদরণীয়া। বিনীতারা গৃহস্থের ঘর আলোকিত করেন। শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পরিজন বর্গ, জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রতিবেশিনী গণ তৎপ্রতি এত সন্তুষ্ট থাকেন যে; তাঁহারা তাঁহার বিপদে নিজের বিপদ মনে করিয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে ত্রুটি বা শৈথিল্য করেন না।

মুগ্ধস্বভাবা, নম্রশীলা অবলার শত্রু নাই। তাঁহার বিনয় ও নম্র ব্যবহারে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। তিনি ভ্রমবশতঃ

কোন অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেও পরিজনবর্গ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। দুর্ব্বিনীতার ভাগ্যে তদ্রূপ ক্ষমা বড় ঘটে না। বিনয় সকল সময়ই মধুর। বঙ্গললনাগণ অনেক সময় সে মধুরতা বুঝিতে পারেন না। অনেকে পরিবারের কাহারও নিকট একটুকু নম্র হওয়া কি একটুকু অবনতি স্বীকার করা মানহানি মনে করেন। এরূপ মনে করা কখনই বুদ্ধিমতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। ক্ষুদ্রহৃদয়া স্ত্রীরাই স্বামীর ভগিনী, দেবর, পত্নীর নিকট উচ্চশির হইয়া থাকিতে বড় শ্লাঘার বিষয় মনে করেন। ইহা তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। স্বামীর ভগিনী, দেবরপত্নীর নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিলে তাহাদের অপ্রিয়-ভাজনই হইতে হয়। তুমি তাহাদের হৃদয়গত যে ভক্তি ও শ্রদ্ধাটুকু পাইবার অধিকারিণী এরূপ করিলে কখনও তাহা পাইতে পার না। স্বামী বড় চাকুরে কি, বড় ক্ষমতাশালী হইলে স্ত্রীর মনে মনে একটুকু দেমাক হয়। তিনি কাহারও নিকট নম্রভাবাপন্ন হইতে চাহেন না, ইহা বড় দোষের বিষয়। ক্ষমতাপন্ন লোকের ভার্য্যা হইলে তোমার যত শ্রেষ্ঠত্ব না হইবে, যদি তুমি বিনীতা হও, তবে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব অতোধিক বর্দ্ধিত হইবে। আজ কাল লেখা পড়া শিখিয়া অনেক রমণী শ্বাশু-ড়ীর নিকটও নম্রতা স্বীকার করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহারা মনে করেন যে, আমার মত বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিতা জগতে আর নাই। তাঁহারা এরূপ ভাব মনোমধ্যে পোষণ করিয়া, নিতান্ত দুর্ব্বিনীতা হইয়া উঠেন, শাশুড়ী প্রভৃতি আত্মীয়াক ঘৃণার চক্ষে

দেখিতে থাকেন। ইহা বড় অন্যায়। যে গৃহে শাশুড়ী মুখরা, ক্রোধশীলা ও স্বার্থান্ধ, সে গৃহে বিনীতা বধূ থাকিলে কোন ক্রমেই বিবাদ বিসংবাদ হইতে পারে না। বধূ শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীকে মধুর বাক্যে ও বিনীত আচরণে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় বশীভূত করিয়া রাখেন, সুতরাং কদাচ বিবাদ কলহ হইতে পারে না। শাশুড়ী তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিলেও লক্ষ্মী বৌ তাহাকে সৌজন্য এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা লজ্জিত করেন। যদি তুমি কাহারও প্রতি ভাল ব্যবহার কর, তিনিও তোমার প্রতি শিষ্ট আচরণ না করিয়া পারিবেন না। আর যাহারা অবিনীতা ও অপ্রিয়বাদিনী তাহারা গৃহ সুখের বাসা ভাঙ্গে। মুখরা স্ত্রীলোক গৃহের অলক্ষ্মী স্বরূপা। তাহার প্রতি কেহই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। স্বামীও তাহার মুখের দোষে সর্ব্বদা মর্ম্মপীড়িত থাকেন।

স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইবেন না। অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীলোক বড়ই ভয়ানক। যাহারা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া অপরের চিত্তে কষ্ট দেয়, শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন।। মহাভারতে আছে, ডাকিলে যে স্ত্রী রাগত হইয়া উত্তর করে, সে কুক্কুরী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। মিষ্ট বাক্যে সকলকেই তুষ্ট রাখিতে পারা যায়। বিশেষতঃ মিষ্ট কথা বলিয়া শত্রুকেও মিত্র করা যায়। যাহারা অপ্রিয়বাদিনী তাহারা অপরের, অপরের কেন, পতি পুত্রেরও বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। তাঁহাদিগকে কেহ ভালবাসে না। তাহাদের

কার্য্যে কেহ সন্তুষ্ট হয় না। বড় বড় ঘরের অনেক স্ত্রীলোককে অত্যন্ত অপ্রিয়বাদিনী হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সামান্য কারণেও অধীন আত্মীয় স্বজন ও চাকর বাকরকে কটু কথা কহিয়া মনে কষ্ট দেন। এরূপ করা নিতান্তপর অন্যায়। আবার এরূপও অনেকে আছেন যে, তাঁহারা পূজ্যতম পতিকেও কটু কথা বলিতে ভীত বা সঙ্কুচিত হন না। এরূপ মুখরা স্ত্রীলোক কখনও পতিসোহাগিনী হইতে পাবেন না। স্বামী তাঁহার প্রতি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকেন। স্বামীকে কটু বলিয়া কষ্ট দেওয়া মানুষীর কার্য্য নহে। বস্তুত তাহা কলঙ্কিতহৃদয়া পিশাচীরই কার্য্য।

বিনয় গুণরাশিকে উজ্জ্বল করে। হৃদয়কে মধুর ও উদার করে। সুতরাং বিনয় শিক্ষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য। অভিভাবক ও গুরুজনের বাধ্য থাকিয়া তাঁহাদের আদেশ অনুসারে চলিবে। কখনও তাঁহাদের নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না। ইহাও বিনয়ের লক্ষণ। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা করিয়া অবিনয়ের পরিচয় দিবে না। স্ত্রীলোকের প্রগল্ভতা ভারি অন্যায়। স্বামীর নিকটও প্রগল্ভতা দেখাইবে না।

শিষ্টাচার শিক্ষা করাও অবলার একান্ত প্রয়োজনীয়। যাঁহারা বিনয় অভ্যাস করেন, শিষ্টাচার শিক্ষা তার সঙ্গে সঙ্গেই হয়। যাঁহাকে যেরূপ সম্মান ও সমাদর করা উচিত; তাঁহাকে তদ্রূপ সম্মান করিবে। স্বামী, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ঠাকুর ঝী, প্রভৃতি পুজনীয়গণ তোমার নিকট সম্মান পাইবার যোগ্য,

কখনও তাঁহাদিগকে অসম্মানিত করিও না। এমন কি তুমি যদি তোমার অধীনা গৃহের দাসীকেও শিষ্টাচার প্রদর্শন না কর, তোমারই নীচত্ব প্রকাশ পাইবে। অধুনা বঙ্গমহিলাগণ শিষ্টাচারের বড় ধার ধারেন না, একজনের বাক্য শেষ না হইলে অন্যের কথা বলাও অশিষ্টের লক্ষণ। বঙ্গীয় ললনাগণের মধ্যে এ দোষ খুব প্রচলিত দেখা যায়। তাঁহারা যদি কাহারও সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে একজনের কথা শেষ হইতে না হইতেই আর একজন তাঁহার মুখে চাপা দিয়া নিজের কথাটি বলিতে চেষ্টা পান; তখন একে অন্যের কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না। কেমন একটা হ য ব র ল হইয়া যায়। প্রথম যিনি কথা বলিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার বাক্য যাবৎ শেষ না হয়, তাবৎ নীরব থাকাই শিষ্টাচার ও নীতিসঙ্গত। কাহারও নিকট ধৃষ্টতা প্রকাশ করিবে না, যখন যাহার সহিতই কেন আলাপ কর না ধীরে ধীরে ও স্পষ্টরূপে কথা বলিবে। আলাপ ব্যবহারের সময় চঞ্চলতা প্রকাশ করা ভারি গর্হিত কর্ম্ম। শিষ্টাচার দ্বারা পরিজনবর্গকে আপ্যায়িত করিবে। গুরুজন ব্যক্তির মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিবে না। আনতবদনে কথা বলা বিনয় ও শিষ্টাচারের লক্ষণ।

সতীত্ব।

"সতীত্ব সোণার নিধি বিধিদত্তধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমনি রতন॥"

অন্তরের যে পবিত্রতায় অবলার চরিত্রগত সৌন্দর্য্য শত-গুণ বর্দ্ধিত হয়, যাহার অভাব হইলে সুন্দরী মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়াও হৃদয়ে অস্পৃশ্য ভস্মভার বহন এবং কাল ভূজঙ্গিনীবৎ লোক-হৃদয়ে বিজাতীয় ঘৃণা ও ভয় উৎপাদন করে, তাহারই নাম সতীত্ব। সতীত্ব নারীর জীবন; সতীত্ব স্বর্গীয় রত্ন এবং সংসারে অমূল্য। সতী প্রাতঃ স্মরণীয়া। সতীত্ব নারীর চিরপূজ্য; সতী অনন্তকাল জগতের হৃদয়গত পূজা পাইবেন। প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে যেমন পৃথিবী জ্যোৎস্নাময় হয়, সতী হৃদয়ের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যেও তেমন পৃথিবী আলোকিত হয়। পতিপ্রাণা সাধ্বী গৃহের পূর্ণলক্ষ্মী। শাস্ত্রে উক্ত আছে, সংসারে সতীত্বের ন্যায় রত্ন নাই, সতীর মত দেবী নাই। মধুরভাষিণী পতিব্রতা, স্বামিসেবিকা, সাধ্বী রমণী যে স্থানে বাস করেন, সে স্থানই সংসারের নন্দনকানন এবং শান্তির শীতল আলয়। স্বামী দুঃখতাপে জর্জ্জরিত হইয়া

একমাত্র পতিভক্তা, প্রাণতোষিণী সতীর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখিয়া সকল দুঃখ বিস্মৃত হন, এবং একমাত্র সতীর সুমিষ্ট সান্ত্বনাবাক্যে প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন। দরিদ্রের পর্ণকুটীরে বসিয়া সতী স্ত্রী পতিকে স্বর্গসুখ ভোগ করাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ পতি, সতীর মধুর আচরণে, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্বে নিরাশায় আশা, শোকে সান্ত্বনা, বিপদে অবলম্বন লাভ করেন। জগতে সতী নারীর পতি পর্ব্বতের চূড়ার ন্যায় অচল, অটল ও উচ্চ। পতি সতীর সহবাসে যে বিশুদ্ধ সুখ-উপভোগ করিয়া থাকেন বিশ্ব সংসারে তাহার তুলনা নাই। সতীর পতি লক্ষ-পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং সমাজে গণনীয়। সতী পতির জন্য না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই। পতি সতীর প্রাণা-পেক্ষাও প্রিয়, স্বর্গ হইতেও উচ্চ এবং স্বচ্ছ দর্পণ স্বরূপ। তিনি পতির পদসেবা করিয়া যেমন সুখ পান, তেমন সুখ অন্যের ভাগ্যে ঘটে না। সতীর প্রাণ পতির মঙ্গলের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার মন পতিপদে, নয়ন পতির বদনমণ্ডলে পড়িয়া রহিয়াছে। সাধ্বী স্বামীর প্রফুল্ল মুখ দেখিলে যেমন সুখী ও সন্তুষ্ট হন, তেমন তাঁহার মলিন মুখ দেখিলে বিষাদ-সমুদ্রে ভাসিতে থাকেন।

যে সতীত্ব বলে মানবী দেবী বলিয়া পূজ্যণীয়া ও সম্মা-নিত, সেই সতীত্ব ধন অক্ষুণ্ণ রাখিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হওয়া উচিত ও আবশ্যক। মৃত্যুও ভাল এবং প্রার্থনীয়, তথাপি সতীত্বের অপমান করা ভাল ও প্রার্থনীয় নহে। যুগযুগান্তর

প্রজ্বালত অগ্নিকুণ্ডে ডুবিয়া দগ্ধ হইতেও কষ্ট হয় না, সতীত্বের উচ্চ ও পবিত্র সিংহাসন হইতে এক চুল নামিয়া পড়িতে হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। এখন বিবেচ্য এই, কিসে সেই সতীধর্ম্ম বিশুদ্ধ থাকিতে পারে? অদ্য তদ্বিষয়ই আলোচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা পাইব।

কুচিন্তা, কুভাবনা ও অপবিত্র কল্পনা মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। কারণ ক্ষণকালের জন্যও কুভাবনা মনে স্থান পাইলে সতীত্বে কলঙ্ক স্পর্শে। সতীত্ব এমনই পবিত্র বস্তু যে, উহা হইতে একচুল সরিয়া পড়িলেই কলঙ্কিত হইতে হয়। যে রমণী,—মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা ব্যভিচারিণী না হয়, তাহার পতিলোক-প্রাপ্তি হইয়া থাকে; সাধুগণ তাহাকে সাধ্বী বলিয়া থাকেন।" ইহা মনুর উপদেশ। পতিতে পরিতুষ্টা থাকা সতীর লক্ষণ। তাঁহাতে একটুকু অসন্তুষ্ট হইলে এবং তাঁহার কুব্যবহারেও তাঁহাকে মনে মনে দ্বেষ করিলে সতীত্ব নষ্ট হয়। স্ত্রী পতির অসাক্ষাতে সুখজনক কোন আমোদ উৎসবে মত্ত হইবে না। কারণ, তাহা সতীর অধর্ম্ম। পতি তোমার নিকট যাহা পাইবেন, যদি তুমি তাহা অন্যকে দেও, তাহা হইলে তুমি 'ব্যভিচারিণী' বলিয়া নিন্দিত ও ঘৃণিত হইবে। পতি-পত্নী পরস্পরের নিকট ধর্ম্মতঃ যাহা পাইবার অধিকারী তাহা অন্যায়রূপে অন্যকে দান করাই 'ব্যভিচার'। মনু বলিয়াছেন, পতির অগোচরে উপহার প্রেরণ, ক্রীড়া, কৌতুকচ্ছলে পরপুরুষের অঙ্গ স্পর্শন, একান্তে একাসনে বহু

ক্ষণ উপবেশন অথবা শারীরিক কোন প্রকার সেবা করণও 'ব্যভিচার'। আমাদের দেশে মেয়েদের একটি কুঅভ্যাস এই যে, তাহারা দুইটি পুরুষ পাশাপশি হইয়া পৃথক ২ বসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে দিয়া চলিয়া যাইতেও সঙ্কুচিত হয় না। ইহা নিতান্ত অন্যায়। শাস্ত্রে উক্ত আছে, এরূপ করাতেও সতী ধর্ম্ম নষ্ট হয়। মনু বলেন, মদ্যপান, দুর্জ্জনসংসর্গ, স্বামীবিচ্ছেদ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকালনিদ্রা এবং পরগৃহে বাস, এই ছয়টী কার্য্য রমণীগণের ব্যভিচার দোষের কারণ। কদাচ পর পুরুষকে পতি হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং পরপুরুষের সুখ-সৌভাগ্য এবং সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রাণান্তেও স্বীয় স্বামীকে হেয় ও দুর্ভাগ্য মনে করিবে না। যে করে সে অসতী,—পাপীয়সী।

স্বামীর চরিত্রদোষে অথবা তাঁহার অন্য কোন কারণে স্ত্রী যদি একটুকু কষ্ট পায় বা অসুখ অসুবিধায় পড়ে, তাহা হইলে অনেকেই বলিয়া থাকে যে, "আমি যদি ইহার হাতে না পড়িতাম বা বিধবা হইয়া থাকিতাম তবে আর আমার এত কষ্ট, এত জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না।" ইহা যার-পরনাই অন্যায়, এবং সতীর লক্ষণ নহে। অনুচিত আমোদ-প্রিয়তা, মন্দ বিলাসবাসনা কদাচ অন্তরে স্থান দিবে না। যে সুখাভিলাষে ধর্ম্ম নষ্ট হইতে পারে, সতী কখনই তাহার অনুষ্ঠান করিবেন না। কেন না এই সকল দুষ্প্রবৃত্তিই লোক-দিগকে বিপথগামী করিয়া দারুণ নরক দাবানলে নিয়ত দগ্ধ করে। ব্যাস-সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে,

"প্রমাদ, উন্মত্ততা, ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, বঞ্চনা, অভিমান, খলতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মোহ, অহঙ্কার, ধূর্ত্ততা, নাস্তিকতা, সাহস, চৌর্য্য এবং দম্ভ সাধ্বী স্ত্রী এই সকল ত্যাগ করিবেন।"

পুরুষজাতির মধ্যে কুলকলঙ্ক, দুরাচার, পাপিষ্ঠ, নরাধমদিগের প্রতারণায় দুর্ব্বলহৃদয়া অবলার অধঃপতন সংসাধিত হয়। বাস্তবিকই ইহারাই কুলবধূর মৃত্যুর কারণ। সর্ব্বদা মনে রাখিবে, এই সমস্ত নরপিশাচদের হৃদয়ই জীবন্ত নরক। ইহারা অতি কুৎসিৎ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। ইহারা জ্ঞাতি হউক, কুটুম্ব হউক, কি বান্ধব বলিয়াই পরিচিত হউক, তথাচ ইহাদিগকে দয়াশূন্য দস্যু, ও জ্ঞানশূন্য অসুরের ন্যায় সর্ব্বদা ভয় করিবে। খলপ্রকৃতি, অপবিত্রহৃদয়া দুষ্টার সহিতও কুলবালার আলাপ করা সঙ্গত নয়! ইহাদের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। নহিলে দুষ্টার অপবিত্রতায় তোমার চিত্ত কলঙ্কিত এবং হৃদয়ে পাপরূপ পিশাচ প্রবেশ করিতে পারে। সাধ্বী অসতীকে বিষবৎ পরিত্যাগ ও ঘৃণা করিবেন। পাপ ও পাপীর প্রতি অবজ্ঞা থাকাই নারীর মঙ্গল।

অসৎ পুস্তক পাঠ, অসৎ বিষয়ের আলাপ কখনই করিবে না। অতিশয় সুখাসক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বিষের ন্যায় কার্য্য করে। ইন্দ্রিয়সংযম ধর্ম্ম রক্ষার এক উৎকৃষ্ট উপায়। যাহার ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত নহে, তাহার নরকভোগ ও অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী, উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে পশুত্বে প্রবর্ত্তিত করে। তোমার মনোবৃত্তি সকল সযত্নে পরিমার্জ্জিত করে এবং নিজ চরিত্রের

উপরন্তু এমনই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ, যেন তাহা কোন প্রকার দোষ-স্পর্শে দূষিত না হয়। ভগবানের প্রতি যেন তোমার অচলা ভক্তি থাকে। কাতর অন্তরে ভক্তিভাবে ঈশ্বরের নিকট পতির ও নিজ চরিত্রের মঙ্গল কামনা করিও। কখন আত্ম দোষ ঢাকিয়া রাখিও না। স্বামীর নিকট নিজ দোষ সংশোধনের নিমিত্ত সদুপদেশ গ্রহণ করিও। ইহাতে লজ্জা বা অসম্মানের কিছুই কারণ নাই।

সতীর বিক্রম অপরিসীম, সতীত্বের মহিমা অনির্ব্বচনীয়। সতীর পবিত্র দৃষ্টি অমৃত বর্ষণ এবং অগ্নি উদ্গীরণ করিতে পারে। মহাভারতে উক্ত আছে যখন নির্ম্মলহৃদয়া সতী দময়ন্তী ব্যাকুল প্রাণে, বনে বনে একাকিনী পতির অন্বেষণ করিতে ছিলেন, তখন এক জঘন্য প্রকৃতি পাপিষ্ঠ ব্যাধ অসৎ অভিপ্রায়ে তাঁহার সম্মুখীন হওয়া মাত্রই তাঁহার অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে দগ্ধ এবং ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। সতীর পবিত্রদৃষ্টি এই রূপই বটে। ভগবান্ করুন, প্রত্যেক রমণীর চক্ষুই যেন ঈদৃশ অনল উদ্গীরণ করিতে জানে। সাবিত্রী সতীত্বের অপ্রতিহত প্রভাবে মৃত পতিকে জীবন দান করিয়াছিলেন। দেখ সতীত্বের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আর সতীর কি অপূর্ব্ব প্রভাব! শত মুখে প্রশংসা করিলেও সতী ও সতীত্বের গুণ-গান সমাপ্ত হয় না।

সতী কিরূপে দুর্নিবার বিপদ্ আপদে ও প্রলোভনের মধ্যে আত্ম পবিত্রতা অকলঙ্কিত রাখিতে পারেন সীতার বৃত্তান্ত

শুনিলেই জানিতে পারিবে। সংক্ষেপে বলিতেছি, শুন, সীতা প্রবলপরাক্রান্ত রাবণের সম্পূর্ণ বশে নীতা হইয়াও পতিধ্যানে সতীত্ব-ধন রক্ষা করিয়াছিলেন। দুষ্ট রাবণের শত অনুনয়ে, শত তিরস্কার ও ক্রোধে তিনি বিচলিতচিত্ত হন নাই এবং রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য, বিপুল বিক্রম ও অপ্রতিহত প্রভুত্ব তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, তাহাতে মুগ্ধ হন নাই। বস্তুতঃ যিনি বুঝিয়াছেন পতি এক বই দুই জন হয় না, আত্মদান একবার বই দুইবার করা যায় না; আর বুঝিয়াছেন, সতীত্বই নারীর জীবন, সতীত্বই নারীর সম্পদ্, সতীত্বধনে জলাঞ্জলি দিয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই মঙ্গল, প্রাণ হইতেও সতীত্ব প্রিয়, পূজ্য ও আদরণীয় এবং অমূল্য, সেই সতী, পাপিষ্ঠ দুরাচার প্রভৃতি নরপিশাচের বশে থাকিয়াও আপনাকে নিষ্কলঙ্ক ও বিশুদ্ধ রাখিতে পারেন। শুদ্ধচারিণী সতীর কিছুতেই চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। সতীর হৃদয় সমুদ্রের ন্যায় অতলস্পর্শ, আকাশের ন্যায় অনন্ত এবং কুসুমের ন্যায় কোমল অথচ সতীত্ব রক্ষার্থ বজ্রসমষ্টির ন্যায় সুদৃঢ়। সতীর সাহস অপরিসীম। ধর্ম্মের জন্য সাহস, বিপন্ন পতির জন্য সাহস অবশ্য অবলম্বনীয় ও প্রশংসনীয়। সীতা ও দ্রৌপদী স্বীয় স্বীয় স্বামীকে সৎসাহসিকতা সহকারে বৃদ্ধ মন্ত্রীর ন্যায় উপদেশ দিতেন।

সতী যেমন স্বীয় পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বিমলানন্দ ও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ লাভ করেন, জনসমাজের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন, ইহলোকে স্বামি-সেবা করিয়া লোক-

হৃদয়ে রাজত্ব স্থাপন করিয়া প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া যান এবং পরলোকে অমৃতের অধিকারিণী হন ; অসতী তেমনই নিয়ত লাঞ্ছনার দারুণ প্রহারে জীবন্মৃত হইয়া থাকে এবং লোক-গঞ্জনা ও লোক-তাড়নায় অধীর হইয়া সংসার অন্ধকার দেখিয়া থাকে! তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনিবার্য্য—অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রে উক্ত আছে, অসতী নরক দাবানলে দগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। সতী স্বর্গের ন্যায় উচ্চ, পবিত্রা ও চিরপূজ্যা ; অসতী নরকের কীট, বিষক্রমির ন্যায় নীচ ও অপবিত্র। ব্যভিচারিণী জগতের কণ্টক স্বরূপ। ইহা দ্বারা লোক সমাজের যে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে কিছুতেই তাহা নিরাকৃত হয় না। জগতে সতীর তুলনা নাই। অনন্তকাল সতী পূজা পাইবেন। সতী সাধ্বীর সুখ, শান্তি ও সম্মান অবিচলিত; কলঙ্কিনী অসুখ অশান্তি ও অসম্মান চিরকাল ভোগ করিবে। সতী শতগ্রন্থি বাস পরিধানে, ভিখারী পতির জীর্ণ কুটীরে থাকিয়া যে পবিত্র সুখ ভোগ করিতে পান, অসতী উচ্চ রম্য অট্টালিকায় বসিয়া মণিকাঞ্চনে ভূষিত হইয়াও সে সুখের মুখ দর্শন করিতে পায় না। সতী দেবীর ন্যায় পূজ-নীয়া ; অসতী শৃগালী ও কুক্কুরীর ন্যায় ঘৃণনীয়া। তাহার বিড়ম্বনা ও দুঃখের অবধি নাই। জগতে এমন কুকর্ম্ম নাই, যাহা সে করিতে পারে না। সে দস্যুর ন্যায় পরের প্রাণ নষ্ট করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় না। সে অনায়াসে হাসিতে হাসিতে পতির শিরশ্ছেদ করিতে পারে। দূরদর্শী চাণক্য

পণ্ডিত বলিয়াছেন, সর্পের সহিত গৃহবাস করিলে যেমন মৃত্যু অবধারিত, তেমন দুষ্টা লইয়া ঘরকন্না করিলেও নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে।

উপসংহারে আমাদের মাত্র বক্তব্য এই যে, পবিত্রতাই রমণীর জীবন। প্রাণ দিও তবু পবিত্রতাকে পরিত্যাগ করিও না। সতীর সকল বিষয়েই পবিত্র থাকা আবশ্যক এবং উচিত। পবিত্রতাশূন্য স্ত্রী, বায়ু শূন্য জীবন উভয়ই তুল্য। ঈশ্বর করুন যেন, নারী-নাম-ধারিণী প্রত্যেকের প্রাণই পবিত্রতার জন্য লালায়িত থাকে। আর এক কথা এই, যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে জানেন তিনিই সুরক্ষিত। নহিলে জগতের সমস্ত লোক আসিলেও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, "বিশ্বস্ত ও হিতকারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহমধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা। যাহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করে তাহারাই সুরক্ষিতা।" অতএব পাঠিকে, আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে যত্নবতী হও।

সন্তোষ।

মনু বলিয়াছেন, "সুখাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বদা সংযতচিত্ত ও সন্তোষসম্পন্ন হইবেন। কারণ সন্তোষই সুখের মূল এবং অসন্তোষই দুঃখের মূল জানিবে।" আক্ষেপের বিষয়, দারিদ্র্যপ্রপীড়িত বঙ্গ-পরিবারে সন্তোষহীনা মহিলাগণ আরও অসুখ ও অশান্তি আনয়ন করিতেছেন। ইহাঁরা স্বামীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করেন না, দেশের দুর্দ্দশা ভাবেন না, স্বামীর উপার্জ্জনে ও সংসারিক সুখের অনটনে শুধু অসন্তোষই প্রকাশ করিয়া থাকেন। যদি স্বামী স্ত্রীর ফরমাইস মত বিলাস দ্রব্য না আনিয়া দেন তবে পত্নী তাহাতেই পতির অনুরাগের অভাব দেখিয়া মুখ ভার করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। পতি পত্নীকে বসনভূষণে ভূষিত দেখিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। তিনি কি পার্য্যমাণে স্ত্রীকে ভাল খাওয়াইতে, ভাল পরাইতে কুণ্ঠিত হন? কখনই নহে। অবস্থা বুঝিয়া সুখের বাসনা করিলে অতৃপ্তির আগুনে পুড়িতে হয় না। সন্তোষ সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহার হৃদয়ে সন্তোষ আছে সে সকল সময়েই সুখী।

সন্তোষ স্পর্শমণি স্বরূপ। রোগীর অসহ্য রোগ যন্ত্রণা, দরিদ্রের অনিবার্য্য লাঞ্ছনা, বিপন্ন ব্যক্তির হৃদয়ের অসহনীয় তুফান রাশি, শোকাতুরের অগাধ বেদনা সন্তোষের শীতলতায় দূর হইয়া যায়। যে পরিবারে সন্তোষ বিরাজ করে, সে পরিবারই প্রকৃত সুখী। সন্তোষ সকলকেই অমৃত দান করে। তাহার দয়ার চক্ষে ধনী দরিদ্র, বড় ছোট নাই; সে সকলকেই সমান স্নেহ দান করে। সন্তোষ সকলেরই অবলম্বনীয়। যাহাদের অন্তঃকরণ শান্ত, সরল ও বিশুদ্ধ তাহারাই সন্তোষরূপ অমূল্য স্পর্শমণি লাভে সুখী হয়। চিরসন্তোষ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। সংসারের বিপদই সন্তোষের প্রধান শত্রু। যাহারা বিপদ সাগরের উচ্চ তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খায়, তাহারা যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া তিষ্ঠিতে পারে, তবে সন্তোষ তাহাদিগকে সুখ আনিয়া স্বহস্তে বিলাইয়া দেয়। তাহারা সন্তোষের প্রসাদে বিপদের অসহনীয় তাড়নেও সুখানুভব করিতে পারে। তাই বলি বিপদে পড়িলে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা কর্ত্তব্য কর্ম্ম নহে। যাহাতে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় তাহাই করা উচিত। বিপদে আকুলিত হইয়া সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাকিলে হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়; উৎসাহ উদ্যম কিছুই থাকে না। যাহার যেমন অবস্থা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকিয়া অবস্থা ভাল করিতে যত্ন করাই শ্রেয়ঃ। যাহারা অভাব পূর্ণ হইলেও অসন্তুষ্ট থাকে তাহারা কেবলই নিরাশার আগুণে দগ্ধ হয়। তাহাদের শান্তি সুদূরপরাহত।

অল্পে সন্তুষ্ট থাকিবে। যে সকল রমণী অল্পে তুষ্টা নহে, তাহারা আজীবন কষ্টই পায়। স্বামী যে দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারেন স্ত্রীর কর্ত্তব্য তাহাতেই পরিতৃপ্ত থাকা। নহিলে স্বামীকে কষ্ট ও যন্ত্রণা দিতে হয় এবং তাঁহার মনক্ষুণ্ণের কারণ হইতে হয়। তোমার সহচরী মনোরমার স্বামী দুই শত টাকা বেতনে চাকুরী করেন; সুতরাং মনোরমা ভাল খায়, ভাল পরে, তাহাকে অর্থের অভাব জনিত কোন কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু তোমার স্বামী বিশ টাকা বেতনে একটি সামান্য কেরাণীগিরি কর্ম্ম করেন। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তিও নাই। কাজেই তুমি মনোরমার ন্যায় ভাল খাইতে, ভাল পরিতে পাও না। তোমার স্বামী তোমাকে এক ছড়া মোহনমালা গড়াইয়া দিতে পারেন না। এজন্য যদি তুমি সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট থাক, স্বামীকে ত্যক্ত বিরক্ত কর তাহা হইলে কি তোমার পত্নীর কার্য্য করা হয়? কখনই নহে। স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া যদি তোমার এক বেলাও খাইতে হয় তাহাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা অবশ্য উচিত। আর যাহাতে দুইটি টাকা ঘরে আইসে তাহাতে স্বামীকে সাহায্য করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

সন্তোষ সকল সময়ই সকলকে সুখী করিতে পারে। কিন্তু অল্প বিষয়ে অধিক সন্তোষ প্রকাশ করা উচিত নহে। কেহ কেহ অন্যের একটুকু সামান্য ভাল ব্যবহার পাইলে, পরের মুখে নিজ প্রশংসার কথা শুনিলে অথবা অন্যে একটুকু স্নেহ করিলেই অত্যধিক সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। ইহা কেবল লঘু

চিত্তের কার্য্য। তুমি এইরূপ লঘুচিত্ততা পরিত্যাগ করিও। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যে সন্তোষ লাভ হয়, তাহার ক্ষয় হয় না; সে সন্তোষ বড়ই সুখকর, বড়ই পবিত্র, বড়ই স্পৃহণীয়। আশা করি তুমি এইরূপ সন্তোষ লাভে আন্তরিক যত্ন করিবে।

নারী-হৃদয়।

নারী-হৃদয় অতিমাত্র কোমল এবং অতিমাত্র স্নেহ-মমতা-পূর্ণ। কিন্তু এত মিষ্ট গুণ সত্ত্বেও নারী-হৃদয়ের যে একটি গুরুতর দোষ আছে তাহাই তাহার অনেক সময় সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে। নারী-হৃদয় বন্যার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় অতীব বেগশালী ও দুর্ণিবার। অথচ বিচারশক্তিও অতি ক্ষীণা, মানসিক বলও অতি দুর্ব্বল। হৃদয়ের এইরূপ আবেগে, বিচার শক্তির এইরূপ দুর্ব্বলতায় এবং মানসিক বলের এইরূপ ক্ষীণতায় স্ত্রীলোকের যেরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে, আর কিছুতেই তদ্রূপ হয় কি না সন্দেহ। স্ত্রীচরিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা হৃদয়ের প্রাবল্য বশতঃ কলঙ্ক-সাগরে ঝাঁপ দিতে, পিশাচীর পরিচ্ছদ এবং চরিত্র ধারণ করিতে অনুমাত্রও শঙ্কিত হয় না। এই কারণেই দুষ্টা নারী মন্দ হইতেও মন্দ, নরকের পিশাচী হইতেও নিকৃষ্টা। ইহারা না করিতে পারে এমন কুকর্ম্মই নাই। এই জন্যই দুরদর্শী শাস্ত্র-কারগণ দুষ্টা নারীতে আর সর্পে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পান-

নাই। দুষ্টা নারী অনেক সময় স্বামীঘাতিনীও হইয়া থাকে। কারণ তাহাদের মানসিক বল এত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য যে, তাহারা হঠাৎ উত্তেজনা বশতঃ ঐরূপ পাশব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কিছুতেই হৃদয়ের বেগ নিরোধ বা আত্মসংযম করিতে পারে না। এজন্য স্ত্রীলোক ভাল হইলে স্বর্গের দেবী, আর মন্দ হইলে নরকের কীট হইতেও নিকৃষ্ট হয়। যদি একবার কোন প্রকারে স্ত্রীচরিত্র দূষিত হয়, নারী-হৃদয়ে পাশববৃত্তি একটুকু প্রভুত্ব পায়, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই; তখন তাহাকে বাঁধ, কাট, মার, কিছুতেই সে পাপের পথ পরিহার করিতে চাহিবে না; কিছুতেই তাহার হৃদয়ের প্রবল বেগ থামাইতে পারিবে না। তখন সে তৃণের ন্যায় পাপে ডুবিবে ভাসিবে, লাঞ্ছনা এবং দণ্ডের একশেষ ভোগ করিবে, তবুও দুষ্ট বাসনা সংযত করিবে না, পাপ সুখেচ্ছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না। তখন ভবিষ্যতের বিকট মূর্ত্তিও তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে পারে না; অসম্মান ও অপযশের কঠিন পীড়নেও তাহাদের হৃদয় ব্যথিত হয় না। যে রমণী একবার বিপথগামিনী হইয়াছে, সে কলঙ্কের ভয় করে না, মরণের ভয় রাখে না, সমাজের ধার ধারে না, এবং প্রাণপ্রতিম সন্তানের স্নেহ-শিকলি কাটিতেও দুঃখিত হয় না। ইহার সম্পূর্ণ হেতু হৃদয়ের আবেগ। এইরূপ সর্ব্বনাশক হৃদয়ের বেগ সংযত করিতে যত্নবতী হওয়া নারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলিতে পারেন ইহা স্বভাবসিদ্ধ; প্রকৃতির উপর কাহারও হাত নাই।

আমি কিন্তু এ কথায় সায় দিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, ইহা স্বভাবসিদ্ধ হইলেও ইহার উপর লোকের হাত আছে। মহিলাগণ উপযুক্ত রূপ শিক্ষিতা, এবং সুরক্ষিতা হইলে তাহাদের এই দোষ গুণে পরিণত হইতে পারে। স্ত্রীহৃদয়ের এইরূপ আবেগ যদি ধর্ম্মের পথে লইয়া যাওয়া যায়, তবে নারীর পক্ষে স্বর্গ অতি সুলভ ও নিকট-বর্ত্তী হয়।

স্ত্রী চরিত্রে দেখা যায়, তাহারা হৃদয়ের এইরূপ প্রবল আবেগ বশতঃ, যাহারা তাহাদের স্নেহ ও ভালবাসার তাহারা তাহাদের নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয় এবং সর্ব্বগুণে গুণী। আর যাহারা প্রিয় ও স্নেহের পাত্র নহে তাহারা তাহাদের নিকট সুন্দর হইলেও শ্রীহীন, গুণবান্ হইলেও গুণহীন। তার পর ইহারা যদি কাহারও উপর কোন কারণে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হয়, তবে তাহাকে যেমন বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে, তেমন আর কাহাকেও নহে। দুই দিন পূর্ব্বে যাহার গুণের পক্ষপাতী ছিল, দেখিবে আজ কোনও অসন্তোষজনক কারণে শতমুখে তাহার নিন্দা করিতেছে। স্ত্রীগণ মনের এই দুর্ব্বলতা-টুকু কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ইহা ভাল নহে। ইহারা এইরূপ মনের দুর্ব্বলতা বশতঃ শত্রুর নিকটও আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা ব্যক্তি বিশেষের সামান্য গুণ দেখিয়া, তাহাতে অকিঞ্চিৎকর স্বজনভাব বুঝিয়া অতিমাত্র আহ্লাদিত হয়, আবার তাহাতেই সামান্য দোষ বা পরভাব

দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যাহাকে শত্রু ভাবিয়াছে, পরমুহূর্ত্তে দেখ গিয়া, তাহাকেই পরম মিত্র জ্ঞানে আত্ম সমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে, "তুমি আমার ভাই, তুমি আমার বন্ধু, তুমি আমার সকল, তোমার মত আমাদের আত্মীয় কেহ নাই," এইরূপ মিষ্ট বাক্য কহিয়া পূর্ব্ব শত্রুতার লাঘব করিতে চেষ্টা পাইতেছে। এইরূপ করাতে যে, সময় সময় তাহাদের গুরুতর অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহা তাহারা বুঝে না, একবার ভাবিয়াও দেখে না। গ্রন্থকারের কোন পরিচিত পরিবারের মেয়েদের স্বভাব ঠিক এইরূপ। তাহাদের সকলই শত্রু, সকলই মিত্র। দেখা গিয়াছে তাহারা শত্রুকেও মিত্র জ্ঞান করিয়া নিজ হস্তে আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। আজ যাহাকে শত্রুজ্ঞানে কটু কহিয়া মর্ম্মপীড়িত করিয়াছে, কালই তাহাকে মিত্রভাবে তোষামোদের মধু ঢালিয়া দিতেছে। ইহারা যেমন নির্লজ্জ, তেমন আর কেহই নহে। ইহাদের সম্মানবোধ ও কর্ত্তব্যজ্ঞান একবারেই নাই; এই জন্যই উহারা এত দুর্নামভাগিনী হইয়া পড়িয়াছে। স্ত্রী-হৃদয় যেমন আবেগময়, তেমন বিচার শক্তি হীন। তাহারা যখন যে বিষয়ের জন্য লালসাবতী হয়, যখন যে বাসনা তাহাদের হৃদয়ে উপস্থিত হয়, তখন তাহার চরিতার্থ না করিতে পারিলে তাহারা উন্মত্ত হইয়া উঠে। সংসার রসাতলে যাউক, সহস্র বিপদ্ ও ক্ষতি ঘটুক, তবু তাহাদের ইচ্ছা পরিপূরণ হওয়া চাই! হাজার বুঝাও শত বার নিষেধ কর, তর্ক যুক্তি দ্বারা তাহার দোষ দেখাও,

কিছুতেই তাহারা তাহা গ্রাহ্য করিবে না; যায় প্রাণ যাউক, তবু বাসনাপূর্ণ হউক! এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া অনর্থ ঘটান কি মানুষিক কর্ম্ম? কর্ত্তব্য আর ইচ্ছা এক নহে, ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না। ইহারা ইচ্ছার দায়ে, কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মের মস্তকে অনায়াসে পদাঘাত করিতে পারে। ইঁহারা সুখ ও বিলাস-বাসনার আতিশয্য বশতঃ স্বামীর সর্ব্বনাশ ঘটায়। অবস্থা বুঝে না, সময় দেখে না, অনুরোধ উপরোধ ও বাধাবিঘ্ন মানে না, যখন যে ইচ্ছা বলবতী হয় তখনই তাহার চরিতার্থতার জন্য পাগলিনী হইয়া উঠে।

সীতা রাজনন্দিনী, রাজার বধূ ও দেব স্বামীর পত্নী হইয়াও সামান্য স্বর্ণমৃগের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না। সোণার কুরঙ্গলাভের ইচ্ছা তাঁহাকে কি বিপদেই না পাতিত করিল। তিনি কর্ত্তব্য ভুলিয়া ইচ্ছার বশীভূতা হইয়া কি অনর্থই না ঘটাইলেন? তাঁহার কিসের অভাব ছিল? স্বয়ং পূর্ণলক্ষ্মী; আশৈশব রাজসুখে প্রতিপালিত, ছার সোণা তাঁহার পক্ষে তৃণবৎ বইত নয়? তিনিই স্বর্ণমৃগ দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন, মৃগের কৃত্রিমতা বুঝিতে পারিলেন না, কারণ তিনি হৃদয়ের আবেগ বশতঃ বাসনার বশবর্ত্তিনী হইয়া আত্ম-হারা হইয়াছিলেন। তাই নিজে নিজের দুঃখের দিন ডাকিয়া আনিলেন। যদি তিনি ঐরূপ ইচ্ছার নিকট না বিকাইতেন, তবে তাঁহার ভয়ঙ্কর বিপদ সাগরের তরঙ্গাঘাতে অস্থি নিষ্পে-ষিত হইত না।

বর্ত্তমান সময়ে একান্নবর্ত্তিতা প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। তাহারও মূল কারণ স্ত্রীলোকের হৃদয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রীলোক হঠাৎ হৃদয়ের উত্তেজনা বশতঃ স্বজনের প্রতি, তাহার সামান্য গুণে সন্তুষ্ট ও সামান্য দোষে রুষ্ট হইয়া থাকে। এই দোষ বশতঃ, যদি পরিবারের কাহারও সহিত একটুকু মনোবাদ হয় তবেই তাহারা বিপক্ষকে নির্য্যাতন করিবার জন্য নানা অসদুপায় অবলম্বন করে। ভিন্ন হাঁড়ি করিতে স্বামীকে মন্ত্রণা দেয়। যদি স্বামী তাহাতে অসম্মত হন, তখন কাঁদেন কাটেন, শাঁখা ভাঙ্গেন; নিরম্বু উপবাসে দিন কাটাইতে প্রস্তুত হন। মুখে আর হাসি থাকে না, মনে আর সুখ থাকে না, কেবল হৃদয়ে এক জ্বালা, এক পোড়া, এক ভাবনা, এক ধ্যান, এক চিন্তা। এজন্যই জ্ঞানিগণ বলেন স্ত্রী বুদ্ধিতে প্রলয় উপস্থিত হয়। পাঠিকে, আপনার হৃদয়ে দৃষ্টিপাত করণ, দেখিবে, এই সব দোষ তোমাতেও আছে; তোমার হৃদয়ও জলস্রোতের ন্যায় একদিক বহিতেছে। কিন্তু সাবধান, প্রাণ থাকিতে ন্যায়ের অনুশাসন তুচ্ছ করিও না; কর্ত্তব্যপথ হারাইও না; ধর্ম্মের দিক আপনার সময় ও অবস্থা বুঝিয়া, নিজের গুরুত্ব ভাবিয়া ধীর, স্থির, শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে কার্য্য করিও। হঠাৎ হৃদয়ের আবেগ বা উত্তেজনা বশতঃ, না বুঝিয়া না শুনিয়া, বর্ত্তমান না দেখিয়া ভবিষ্যৎ অগ্নিময় করিয়া কোন কাজ করিও না। সর্ব্বদাই আপন হৃদয়কে জ্ঞান দ্বারা মার্জ্জিত এবং ধর্ম্ম দ্বারা শাসিত রাখিও। কোন মতে উচ্ছৃঙ্খলতা হৃদয়ে স্থান

দিবেন না। ইচ্ছার প্রবলতা, মনের দুর্ব্বলতা, লালসার ঐকান্তিকতা যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করণ। সর্ব্বদা মনে রাখিও অতিশয় কিছুই ভাল নহে।

কিরূপ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন ?

অধুনা বঙ্গে যেরূপ ভাবে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে ইহাতে ভবিষ্যৎ ভাল হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে না। শিক্ষা এক কথা, আর শিক্ষার ভাণ আর এক কথা। আজ কাল অনেক বঙ্গললনা শিক্ষার ভাণ করিয়া অবনতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। অধিকন্তু পুরুষের দোষে ও শিক্ষার গুণে নারীগণ নির্লজ্জা বনিয়া যাইতেছেন। ইহা কখনই ভাল নহে। তার পর, কালির আঁচড় দিতে পারিলেই অনেকে আবার আপনাকে বিদ্যাবতী বা সরস্বতী মনে করিয়া থাকেন। তখন তাঁহাদের "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী" হইয়া উঠে। ইহারাই রাগ, দ্বেষ, অভিমান ও আলস্য প্রভৃতি দোষে দূষিতচিত্ত হইয়া পারিবারিক সুখে বিষ ঢালিয়া দেন। যেরূপ শিক্ষায় বঙ্গ মহিলার সম্মান বোধ ও কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে, তাঁহাদের চরিত্রের শোভায় গৃহ ও বঙ্গদেশ সুশোভিত হয় এবং তাঁহাদের পবিত্রতায় গৃহে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রস্ফুটিত হয়; স্বামী-সেবা, শ্বশ্রূ, শ্বশুর, ভাশুর, দেবর প্রভৃতি স্বজনের সহিত সদ্ভাব স্থাপন পূর্ব্বক সংসার সুখে সুখী হইতে পারে, আমার মতে সেইরূপ শিক্ষারই প্রয়োজন; যে শিক্ষায়-গৃহকর্ম্ম ও সন্তান পালনে

দক্ষা হইয়া জীবনের উন্নতি করিতে পারে তদ্রূপ শিক্ষাই আমাদের বাঞ্ছনীয়। ইহা ভিন্ন বঙ্গরমণীর অন্য শিক্ষার আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না। শিক্ষার গুণ যদি রমণী হৃদয়ে কার্য্যকারী না হয়, তবে সে শিক্ষার ফল কি? সুশিক্ষায় মনোবৃত্তি সকল মার্জ্জিত এবং অন্তঃকরণ প্রশস্ত ও উদার হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে, চপলতা দূর করে এবং চরিত্রের উন্নতি সংসাধিত হয়। যদি তাহাই না হইল তবে দেশে স্ত্রীশিক্ষার ভাণ করিয়া মহিলাগণের মাথা খাওয়া কখনই কর্ত্তব্য ও মানুষের কার্য্য নহে। তুমি যে সামান্য লেখা পড়া শিখিয়াছ ইহাই যথেষ্ট; এখন গৃহকার্য্য, সন্তান পালন, গৃহিণীপনা প্রভৃতি যাহা আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেই সব বিষয় শিক্ষা কর। অবলার পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যার কোন দরকার নাই। আর আজ কাল সামান্য একটুকু লেখাপড়া শিখিয়া বা 'শিশুশিক্ষার' প্রথম পাতা শেষ করিয়াই মেয়েরা অভিমানিনী হইয়া উঠেন, গৃহের বুড়ার দোঁহাই মানেন না, স্বামীর কথা শুনেন না, ভাল মন্দ ভাবেন না, লজ্জার ধার ধারেন না, মনে যাহা লয় প্রায় তাহাই করেন। এরূপ স্বেচ্ছাচারিতা কুত্রাপি ভাল নহে। পাঠিকে, তুমি এইরূপ শিক্ষা পাইতে চেষ্টিত হও, যাহাতে সংসারে সুখী হওয়া যায় এবং স্বামীকে স্বর্গসুখে সুখী করিয়া নারী জন্ম সার্থক করিতে পার। সে শিক্ষা কি? যদি এই প্রস্তাবটী নিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিয়া থাক তাহা হইলেই তাহা বুঝিতেপারিবে।

শিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জ্জিত হয়, কুসংস্কার দূর হয়। বস্তুতঃ শিক্ষা চন্দ্রের ন্যায় হৃদয়কে প্রফুল্ল এবং উদ্ভাসিত করে, চরিত্রের শোভা সংবর্দ্ধিত হয়। বস্তুতঃ চরিত্রের উন্নতির জন্যই শিক্ষা। যদি শিক্ষায় চরিত্র বিশুদ্ধ, উন্নত ও আদর্শ না হইল, তবে সে শিক্ষাকে কদাচ শিক্ষা বলিতে পারি না। সেরূপ শিক্ষা বিষবৎ পরিত্যাগ করাই বরং শ্রেয়ঃ। যে শিক্ষায় চিত্তচাঞ্চল্য জন্মায়, বিলাসবাসনা, অন্যায় সুখাসক্তি দ্বারা হৃদয় কলুষিত হয় সেই প্রণালীর শিক্ষার ত্রিসীমায় পদার্পণ করাও বিধেয় নহে। আজ কাল মেয়েরা লেখা পড়া শিখিয়া বড় বিলাসিনী হইয়া পড়িতেছেন। দরিদ্রা বঙ্গ-মহিলার বিলাসিতা শোভা পায় না। গৃহস্থের বৌ ঝী বিলাসিনী হইলে ভিটায় পুকুর না হইবে কেন? পাঠিকাগণ, তোমরা অত্যধিক বিলাস বাসনা চরিতার্থ করিতে গিয়া স্বামীকে দারিদ্র্য দুঃখে দগ্ধ করিও না। সর্ব্বদা মনে রাখিও, অন্যায় সুখেচ্ছা, অত্যধিক বিলাস বাসনা, লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করে এবং মান সম্ভ্রম, বিদ্যা ও বুদ্ধি সকলই নষ্ট করিয়া ফেলে। অধুনা, যে প্রণালীতে স্ত্রীশিক্ষা চলিতেছে, তাহা বঙ্গ-ললনার পক্ষে প্রশস্ত নহে। পরন্তু ইহাতে কুফল ফলিবারই সমধিক সম্ভাবনা। অধিক কি, অনেক কুলকন্যা কুফল ভোগ না করিতেছেন এমনও নহে। তাঁহারা বিলাসিতা, কৃত্রিমতা ও নির্লজ্জতা প্রভৃতি দোষে দূষিত হইতেছেন। বঙ্গ-ললনার পক্ষে ইহা নিতান্তই ঘৃণার কথা অনেক পুরুষ ইচ্ছা করিয়াও আপন স্ত্রী,

কন্যা ও ভগ্নীকে ঐরূপ শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা পান। কিন্তু তাঁহাদের দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া কাজ করা সঙ্গত নয় কি? আর সেরূপ শিক্ষার সুফল ও কুফলের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা উচিত মনে করি। যদি তাঁহারাই ইচ্ছা করিয়া স্বীয় স্বীয় স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীকে কুশিক্ষার পাহাড়ে উঠাইয়া দুর্গতির সাগরগর্ভে নিক্ষেপ করেন তবে রক্ষা করিবে কে?

চাল চলন ও লজ্জাশীলতা।

লজ্জাশীলতা স্ত্রীসৌন্দর্য্যকে প্রফুল্ল ও উদ্ভাসিত করে। লজ্জা স্ত্রীহৃদয়ের অতুল ভূষণ। যে স্ত্রীর লজ্জা নাই তাহার হৃদয় সুসার ও দোষস্পর্শশূন্য নহে। তাহাকে দেখিলেই যেন মনে কেমন এক ভয়ের সঞ্চার হয়। বস্তুতঃ লজ্জা এমনই একটি অপূর্ব্ব জিনিস, ইহার অভাবে স্ত্রীলোকের সমুদয় গুণ নষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। লজ্জাহীনা রমণীর প্রতি লোকের হৃদয়গত ভক্তি ও শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। সচরাচরই দেখিতে পাওয়া যায়, নির্লজ্জা ললনার প্রতি ব্যক্তি মাত্রেরই যেন একটুকু আন্তরিক রাগ, দ্বেষ ও ঘৃণা জন্মিয়া আছে; তাহা থাকাও বাঞ্ছনীয়। যদি নির্লজ্জা রমণীর প্রতি কাহারও আন্তরিক ঘৃণা না থাকে, তবে নিশ্চয় অবলা জাতি অচিরে একটি মহামূল্য রত্ন হারাইবেন।

লজ্জাবতী ললনার লজ্জাযুক্ত মুখপদ্ম বড়ই সুন্দর, বড়ই মনোহর। তাঁহাকে দেখিলেই যেন হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয় এবং মন ভক্তিরসে দ্রব হইয়া যায়। অন্তঃপুরবাসিনী লজ্জাবতী রমণীর হৃদয় বিশুদ্ধ, কোমল ও স্নেহ মমতাপূর্ণ। লজ্জাহীনা পুরুষ-প্রকৃতি বাহিরের একটি স্ত্রীলোকের হৃদয়

অপবিত্র ও কোমলতাহীন। তাহার ভাব, কথাবার্ত্তা ও চালচলন সকলই স্বতন্ত্র। সে না করিতে পারে এমন কুকর্ম্ম জগতে আছে কি না সন্দেহ। তাহার গুণ থাকিলেও সে গুণ পঙ্কিল এবং তাহা দ্বারা লোকের অমঙ্গল ঘটিবারই খুব সম্ভাবনা। একটি নির্লজ্জা রসিকতাপ্রিয়া গুণবতী রমণী অপেক্ষা একটি লজ্জাশীলা অরসিকা গুণহীনা রমণী শ্রেষ্ঠ। লজ্জাশীলা গুণবতী রমণীর তো কথাই নাই; তিনি সকলের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতি পাইয়া থাকেন। লজ্জা ললনাকে সাধ্বী ও গুণবতী করিয়া তুলে। ফলতঃ যে ললনা লজ্জায় লজ্জাবতী লতার ন্যায়, দুষ্প্রবৃত্তি তাঁহার হৃদয় স্পর্শও করিতে পারে না। তিনি লজ্জার পুরস্কার স্বরূপ, ভীরুতা, নম্রতা, সত্যপ্রিয়তা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি কতকগুলি সদ্‌গুণ পাইয়া থাকেন। তিনি পরমেশ্বরের প্রসাদে যেরূপ বিমলানন্দ ভোগ করিতে পান, অন্যের তাহা দুঃখেও লাভ হয় না। ভগবান্ লজ্জাবতীর প্রতি সদাই প্রসন্ন থাকেন। লজ্জাহীনারা যেমন লোকের তেমন পরমেশ্বরেরও অপ্রিয়া। পরন্তু ইহারা অসদ্‌প্রকৃতি বিশিষ্টা, কলহ-কারিণী, অশ্লীলভাষিণী হইয়া থাকে। কখনও ইহাদের সহিত সাধ্বীর আলাপ করা বিধেয় নহে।

লজ্জাবতীর হৃদয় অত্যন্ত শক্তিশালী। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল সংযত। তিনি আপন হৃদয়ের বলে কুপ্রবৃত্তিকে অনায়াসে পদাঘাত করিতে পারেন। কুপথ গমনজনিত বিপদ

আপদ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পায় না। পবিত্রতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ও ভালবাসা থাকে। সংসারে বাস করিতে হইলে আগে পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখা অতি প্রয়োজন। যে গৃহে পবিত্রতার অভাব আছে, সে গৃহে সুখ ও শান্তির আশা করা যায় না। নির্লজ্জা রমণীরা পবিত্রতা রক্ষা করিতে পারে কি না সন্দেহ। তাহাদের চরিত্র সামান্য প্রলোভনে কলঙ্কিত হইয়া যাইতে পারে। যে স্ত্রীলোকের লজ্জা যত কম, তাহার দুঃসাহস ততই বেশী। স্ত্রীলোকের দুঃসাহস জন্মিলে পদে পদে বিঘ্ন ও বিপত্তি ঘটিবারই সম্ভাবনা। অতএব লজ্জা-হীনতাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে। নহিলে মঙ্গল নাই।

আমাদের দেশে মেয়েরা ভগ্নিপতি ও বৈবাহিক প্রভৃতি যাহাদিগের সঙ্গে হাস্য পরিহাস করা যাইতে পারে, তাহা-দিগের সঙ্গে সময় সময় লজ্জাহীনা হইয়া এমন বদ রসিকতা করিয়া থাকেন যে, ঐসব দেখিলে শুনিলে সত্যই মনে রাগ উপস্থিত হয়। অনেক সময় নির্লজ্জা রমণীর মত অশ্রাব্য ও অশ্লীল কথা বলিয়া পরিহাস করিয়া থাকেন। যেমন পুরুষ, তেমন মেয়ে মানুষ; উভয়েই সমান সমান হইয়া কোমর বাঁধিয়া রসিকতা আরম্ভ করেন। ইহা যে কতদূর দোষাবহ তাহাদের সে জ্ঞান আদতেই, বোধ হয়, নাই। মেয়েরা মনে করেন, একটুকু বেশী বাক্‌পটুতা দেখাইতে পারিলেই বুঝি আমি পুরুষের নিকট বুদ্ধিমতী বলিয়া যশঃলাভ করিতে পাইব। ইহা তাহাদের বুদ্ধির ন্যূনতার পরিচয় বই আর

কিছুই নহে। লজ্জাহীনা বদরসিকা মহিলাদিগকে মুখ ফুটিয়া যদিও কেহ কিছু না বলুক কিন্তু মনে মনে ভারি বিরক্ত হয় এবং অগোচরে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে। যদি ঐরূপ আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে একান্তই রসিকতা করিতে ইচ্ছা হয়, কর; কিন্তু রসিকতা করিবার সময় যেন মনে থাকে রসিকতার মাত্রা বৃদ্ধি না হয় এবং তাহা কোনও রূপ দূষিত ভাব অবলম্বন না করে। রমণী চিরপবিত্রা, আর্য্যঋষিগণও নারীকে পবিত্র মনে করিয়াছেন। সাবধান হও, তোমার কোন কার্য্যেই যেন অপবিত্রতা আসিয়া বিপর্য্যয় না ঘটায়। পবিত্রতার প্রতি যেন তোমার মন দৃঢ় থাকে। আশা করি, পাঠিকাগণ ওরূপ নীচ আমোদ প্রমোদের অনুসরণ করিবে না। কেহ করিলে ভবিষ্যতের জন্য তাহাকে সতর্ক হইতে নম্রভাবে উপদেশ দিও। পূর্ব্ববঙ্গে আরও একটি গুরুতর দোষ নারীসমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষে স্ত্রীলোকেরা কুৎসিৎ আমোদ করেন এবং নানা রকমের অশ্লীল অশ্রাব্য গান গাহিয়া থাকেন। সেই সকল গান এত জঘন্য ও অশ্লীল যে, শুনিলে অন্তঃকরণে বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয় ইহার ফল বিষময় বই আর কিছুই নহে।

বলিতে দুঃখ হয়, দিন দিন অবলার লজ্জা সরম যেন ক্রমেই লোপ পাইতেছে। আমরা কিন্তু এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিস্মিত, স্তম্ভিত ও চিন্তিত হইয়াছি। রমণীর লজ্জাই ভূষণ, লজ্জাই সুন্দরতা লজ্জাই গৌরব এবং লজ্জাই তাঁহাদের গুণা-

রমণীর মূলভিত্তি। তাঁহারা সাধ করিয়া কেন যে সেই মূল্যবান্ ভূষণে জলাঞ্জলি দিতেছেন বুঝিতে পারি না! কেনইবা তাঁহাদের মতি গতি এইরূপ হইল! ভগবান জানেন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ হওয়ার প্রধান দোষ পুরুষের এবং কর্ত্রীর। সাধারণতঃ এখনকার পুরুষেরাই অবলার লজ্জাহীনতার প্রশ্রয় দিতেছেন। লজ্জাহীনতা অবলা রমণীর দুর্দশা বই আর কি বলিব? যাহারা এটুকুও না বুঝেন, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঘরের মেয়েরা লজ্জাহীনা হইলে ঘরের পুরুষেরও যে বিষময় ফল ভোগ করিতে হয়, ইহা বোধ হয় তাহাদের বুদ্ধির অগম্য। স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতায় যাহাতে ব্যাঘাত না জন্মে এবং তাহারা নির্লজ্জা হইয়া না পড়েন তৎপ্রতি পুরুষ রমণী উভয়েরই সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা উচিত। অনেক রকমে নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়। স্ত্রীলোকের চাল চলনের উপরও লজ্জাশীলতা অনেক নির্ভর করে। যাহার লজ্জা আছে তাহার চালচলন এক প্রকার; আর যাহার লজ্জা সরম নাই, তাহার চালচলন আর এক প্রকার। নির্লজ্জার পরিচয় যে, কেবল আলাপ ব্যবহারেই পাওয়া যায় এমত নহে, চালচলনেও লজ্জাহীনা স্ত্রীলোক ধরা পড়ে। লজ্জাবতী স্ত্রীলোকেরা কখনও পুরুষের নিকট যাইতে অভিলাষ করে না। অগত্যা যাইতে হইলে, ধীরপদ সঞ্চারে, অবনত মুখে, পিন্ধন বাসে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে আবৃত করিয়া যাওয়া লজ্জাবতীর লক্ষণ। সাংখ্য বচনে উক্ত আছে যে স্ত্রী-

লোক দ্রুতপদে কোথাও গমন করিবে না। পরপুরুষের সম্মুখ দিয়া যাইবে না, কাহাকেও নাভি দেখাইবে না। বিস্তৃত বসন পরিধান করিবে। অনাবৃত শরীরে কখন থাকিবে না।” পাঠিকে, তুমি সাংখ্য বচনের এই হিতকর উপদেশটি কার্য্যে পালন করিতে বিশেষ যত্ন করিও। রমণীর অশ্লীল-বাক্য উচ্চারণ করা কদাচ উচিত নহে; এবং উচ্চৈঃস্বরে কথা কহাও অন্যায়। অনেকে বড় গলায় কথা কহিতে গৌরব মনে করে। ইহাদের স্বভাবে সময় সময় পুরুষের বড়ই লজ্জা পাইতে হয়। বাড়ীতে কোন ভদ্র লোক আসিলে ইহারা অন্দরে থাকিয়া বড় বড় গলায় কথা কহিয়া অভ্যাগত লোককে শুনান, ইহাতে যে নির্লজ্জতার পরিচয় দেওয়া হয়, এবং পরিবারের দুর্নাম রটে তৎপ্রতি মাত্রই খেয়াল নাই। অনেক মহিলা ভাল একখানা কাপড় বা অলঙ্কার পরিধান করিয়াও লজ্জাহীনতার পরিচয় দিয়া থাকেন। ভাল একটি হার, বাজু, বা বালা গলদেশে বা হস্তে পরিধান করিয়া আর পরিধেয় বস্ত্রে তাহা ঢাকিয়া রাখিতে চাহেন না; ইচ্ছা এই, লোকে তাহার গহনাটি দেখুক; অথচ অন্যে যে প্রায় সর্বাঙ্গ দেখিতেছে তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই। বঙ্গললনাগণের মধ্যে অনেকেই লজ্জার মাথা খাইয়া ঈদৃশ কুৎসিৎভাবে চলিয়া থাকেন। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে যাইতে হইলেই তাহাদের এ দুর্ব্বুদ্ধি অধিক জন্মে।

অনেকে বাহিরে বাহিরে খুব লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়;

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা বড়ই লজ্জাহীনা। ইহা বড় দোষের কথা। কথায় বলে, "লাজে বৌ ভাত খায় না, চালিতা সম গ্রাস।" বাস্তব, ইহাদের ভাব স্বভাবও তদ্রূপ। ইহারা আত্মীয় স্বগণের সহিত আলাপ করিতে লজ্জায় ম্রিয়মান হয়; অথচ একজন অপরিচিত লোকের সহিত আলাপ করিতে লজ্জা বোধ করে না। উপসংহারে সবিনয় প্রার্থনা, কুল-কামিনীগণ কদাচ নির্লজ্জতার পরিচয় দিবেন না। চালচলনে এমন সাবধান হইবেন, যেন রমণীর ভূষণ লজ্জার শিরে পদাঘাত করা না হয়। অনেক সময় সচ্চরিত্রা রমণীও চালচলনের ত্রুটিতে কলঙ্কভাগিনী হন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি, মনে কর, তুমি কোন কার্য্য উপলক্ষে তোমার কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে এবং অন্যান্য সমবয়স্কা নির্লজ্জা স্ত্রীলোকবর্গের সহিত বসন ভূষণে সজ্জিত হইয়া অত্যন্ত অসতর্কভাবে বেড়াইতে বাহির হইলে। তুমি সতী সাধ্বী বটে, কিন্তু মনে রাখিও, কলুষিতচরিত্র নরপিশাচদিগের নিকট সতীত্বের মূল্য অতি অল্প, সুযোগ পাইলে তোমার উপর অত্যাচার করিতে তাহারা কিছু মাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইবে না। এমন অবস্থায় প্রতিপদেই তোমার সর্ব্বনাশ হইবারই সম্ভাবনা। অতএব তুমি চালচলনে সর্ব্বদা খুব সতর্ক থাকিও, যেন দুরাচার পাপিষ্ঠ পুরুষ তোমার চালচলনের দোষে তোমার প্রকৃত পবিত্র মনের ভাব ভুল করিয়া বুঝিয়া না লয়।

বিধবার প্রতি ব্যবহার ও

বিধবার কর্ত্তব্য।

হিন্দুর ঘরে বিধবা রমণী পবিত্রতার জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার সেই পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ দেওয়া এবং তাঁহার কঠোরব্রতে সহানুভূতি প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত। এক পরিবারস্থ বিধবার প্রতি সকলেরই সানুকুল ব্যবহার করা সঙ্গত। বিধবা রমণীকে প্রাণের মত ভাল বাসিবে; স্ত্রীলোক মাত্রেরই ইহা কর্ত্তব্য। যে কথায় তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট জন্মিতে পারে, কখনও তাঁহার প্রতি তদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিবে না। যে কার্য্য দ্বারা তাঁহার অনিষ্ট হয়, প্রাণে আঘাত লাগে, ভ্রমবশত ও সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে। বিধবার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ এবং তাঁহার অনিবার্য্য যন্ত্রণার লাঘব করা আত্মীয় স্বজনের অবশ্য সঙ্গত কর্ম্ম। তিনি অনাথিনী বলিয়া সকলেরই দয়া ও স্নেহের পাত্রী। পতিশোকবিহ্বলা সাধ্বী সতী নিরন্তর মনোদুঃখে থাকিয়া কত কষ্টই পান; মর্ম্মবেদনার নিরবচ্ছিন্ন প্রহারে

কত জ্বালাই ভোগ করেন। এমন শোচনীয় অবস্থায় প্রিয়-কারিণী মহিলাগণ বিধবার সহিত নির্দোষ আমোদ প্রমোদ এবং ধর্ম্মবিষয়ক আলাপাদি করিলে তাঁহার সেই গুরুতর যন্ত্রণা কিয়ৎপরিমাণেও অপনীত হইতে পারে। পরন্তু এমন সতর্ক হইয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হইবে, যেন কোনও রূপে তাঁহার হৃদয়নিহিত শোকরাশির প্রশ্রয় দেওয়া না হয়। যদি ভ্রম বা অজ্ঞানতা বশতঃ দুঃখিনী বিধবা কোন অন্যায় কার্য্য করিতে বসেন, তাহা হইলে কোনও ক্রমে তাঁহাকে কর্কশবাক্য বলিবে না; মিষ্ট কথা দ্বারা তাঁহাকে লজ্জিত করিতে হইবে; তাঁহার দোষ গুলি সরলভাবে দেখা-ইয়া দিতে হইবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিবে। কখনই বিধবাকে অসম্মান করা উচিত নহে। তুমি পতিসোহাগিনী গৌরবিণী, তুমিও যেমন সম্মানযোগ্যা, পতি-হীনা অবলাও তেমনই সম্মাননীয়া। তাঁহার জীবনাকাশ হইতে পতিরূপ পূর্ণচন্দ্র খসিয়া পড়িয়াছে সত্য বটে, তাই বলিয়া তিনি কখনই অবহেলনীয়া নহেন।

যদি এক পরিবারের সমুদয় লোক বিধবার প্রতি মধুর ব্যবহার করেন, তাঁহার হইয়া তাঁহাকে দুটি কথা কহেন, তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করেন ও যত্ন সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যায় রত হন, তবে অনাথিনীর তত কষ্ট থাকিতে পারে না; তবে পতিহীনা সংসার রূপ শ্মশান ক্ষেত্রে থাকিয়া কর্ত্ত-ব্যের কঠিন পথে দিন দিন অগ্রসর হইতে পারেন। ফলে,

বিধবাকে আন্তরিক যত্ন ও স্নেহ করা হিন্দু রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। হিন্দু রমণী এ কর্ত্তব্যের অনুশাসন কখনও লঙ্ঘন করিতে পারেন না। বিধবাকে অবহেলা করা জ্ঞানহীনের কাজ এবং সে বিধবার গুরুত্বের কিছুই বুঝিতে পারে না। হিন্দুর বিধবা অনেকেই পিত্রালয় থাকিয়া জীবন যাপন করেন; ভ্রাতৃবধূ বা পরিবারের অন্য স্ত্রীলোক সময় সময় তাঁহাদের প্রতি ভাল আচরণ করেন না। দ্বেষ ও ক্রোধপরবশ হইয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে অন্যায়রূপে অত্যাচার করিয়া থাকেন এবং নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা দিতেও ত্রুটি করেন না। অনেক ভ্রাতৃবধূই উহাদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া দিতে স্বামীকে মন্ত্রণা দেন। ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়! কেহ কেহ আবার এমনই হতভাগিনী যে, বিধবা ননন্দা, দেবর-পত্নী বা ভাসুর-পত্নীর সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়া স্বামীকে কষ্ট দিয়া থাকে। এমন কি 'আমাকে পিত্রালয় পাঠাইয়া দেও, আমি আর তোমার সংসারে থাকিয়া দুঃখ করিতে পারিব না' এরূপ বলিয়া স্বামীকে ত্যক্ত করে। ইহা বড় গুরুতর দোষ। কোথায় পতি-সোহাগিণীরা দীনহীনা, মলিনা, অনাথা রমণীর দুঃখে সহানুভূতি দেখাইবে, তাঁহার দরবিগলিত অশ্রুধারা মুছাইয়া দিতে যত্ন করিবে, না তাঁহাদের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়াও স্বীয় স্বামীকে এ পর্য্যন্ত পরামর্শ দেন যে, হয় উহাকে স্থানান্তরিত কর, নয় আমাকে আমার পিত্রালয় পাঠাইয়া দেও। বুদ্ধিমতী রমণী কখনও এরূপ অন্যায়

করিবেন না। অন্যে করিলেও তাহাকে যথোচিত শাসন করিবেন।

আমি এস্থলে বিধবার কর্ত্তব্য সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। পতির মৃত্যুর পর স্ত্রীলোক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পবিত্র ভাবে কালাতিপাত করিবেন। সকল সময় পরলোকগত পতির মঙ্গল কামনা করিবেন। পতির ধনাদি পাইলে পতির পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন। মৃত পতির ধ্যান করিয়া শোক তাপ দূর করিবেন। কথনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবেন না। ধর্ম্মপরায়ণা, সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন। হিন্দুশাস্ত্রকার ভগবানের অবতার স্বরূপ মহামনীষাসম্পন্ন ঋষিগণ বলিয়াছেন, পতি পরলোক গমন করিলে পত্নী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া অবশিষ্ট জীবন কাটাইবেন। তাহা হইলে তিনি পরলোকগত স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবেন, এবং স্বর্গসুখে সুখী হইবেন। ভগবান্ মনু বিধবার কর্ত্তব্যস্থলে বলিয়াছেন যথা, “পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে নিযুক্ত থাকিলে অপুত্রবতী সাধ্বী স্ত্রীও ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গে গমন করেন।” ব্রহ্মচর্য্য কঠোর ব্রত বটে, কিন্তু এমন উচ্চ, এমন পবিত্র, এমন নিষ্কাম ধর্ম্ম জগতে আর কি আছে? মৃত পতির জন্য মরণ পর্য্যন্ত সাংসারিক সকল প্রকার সুখভোগে জলাঞ্জলি দিয়া কষ্টে শ্রষ্টে জীবন যাপন করা কি সামান্য হৃদয়ের কাজ? আর যিনি এরূপ উচ্চ ধর্ম্মে, পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত হইয়া জীবনে তাহা

পালন করেন, তিনি কি সামান্য নারী? হিন্দু রমণী সহাস্যে তাহা পালন করিয়া জগতে অক্ষয় পুণ্য এবং কীর্ত্তি সঞ্চয় করিতেছেন।

যাহাকে একবার আত্মদান করা হইয়াছে, সেই জীবন-সর্ব্বস্ব পতি-বিয়োগে কোন্ হৃদয়শীলা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে? যে পারে, সে পাষাণী, তাহার হৃদয় নাই; সে সংসারে নারী সমাজে নিন্দনীয়া। সাধ্বী হিন্দু বিধবা জানেন, তাঁহার পতি স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন; শুধু দিন কএকের জন্য বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে; পবিত্রা থাকিলে সেই প্রাণেশ্বরের পদযুগল বক্ষে ধারণ করিয়া সকল কষ্ট দূর করিতে পারা যাইবে।

বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে কি সুখ, অন্যে তাহা কিরূপে বুঝিবে? তুমি আমি হয় তো মনে করি, ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করা বড়ই কষ্টসাধ্য, অবলা রমনীর পক্ষে এ ব্রত উৎকৃষ্ট কিন্তু পবিত্রতাময়ী ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দুর ঘরের অনাথিনী সতী রমণী কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালনে কষ্টানুভব করেন না। বরং তাহাতে তাঁহাদের কত সুখ, কত উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কে না ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া অনন্ত সুখসম্ভোগের বাসনা রাখে? আর কেইবা নরকে ডুবিয়া থাকিতে অভিলাষ করে? পার্থিব অকিঞ্চিৎকর সুখের লালসায় কেই বা গরল পান করিতে পারে? যাহারা ব্রহ্মচর্য্যরূপ পবিত্র নিষ্কাম ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কুপথগামিনী হয়, নরকেও তাহাদের স্থান

হয় না। তুমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পতিরূপে যাহাকে একবার গ্রহণ করিয়াছ, যাহাকে একবার আত্ম সমর্পণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছ, যাহাকে একবার স্বীয় হৃদয়রাজ্যের রাজা করিয়াছ, যাহার চরণে বিকাইয়াছ, তিনি পরলোকে থাকুন, কি মর্ত্ত্যলোকে থাকুন, যেখানে কেন না থাকুন, তুমি তাঁহারই। একবার যাহা একজনকে দান করিয়াছ তাহা পুনর্ব্বার অন্যকে দান করিতে কখনই পার না। আত্মদান একবার বই দুইবার হয় না। বিবাহ একবার বই দুইবার করা যায় না। পতি একজন বই দুইজন হইতে পারে না। একাধিক পতিগ্রহণ যেমন পাপ, তেমন কলঙ্ক, তেমন অধর্ম্ম। ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়। যে সুখাসক্তি দ্বারা ধর্ম্ম নষ্ট হয়, তাহা মৃত্যু হইতেও ভয়ঙ্কর, নরক হইতেও ভয়ঙ্কারজনক!

মনু বলিয়াছেন, "পতির মৃত্যু হইলে, পতিব্রতা স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম-অভিলাষিণী সাধ্বী মরণ পর্য্যন্ত ক্ষমাগুণশালিনী, নিয়মযুক্তা ও ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবেন। এবং পবিত্র ফলমূলাদি অল্পাহার দ্বারা শরীর ক্ষয় করিবেন, ব্যভিচার বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম গ্রহণও করিবে না।

এখন দেখা যাউক, পতির মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণা সাধ্বী সতী কিরূপ আচার ব্যবহার করিবেন। হিন্দু শাস্ত্রের আদেশ যে, মৃতপতিকা স্বামীকুলে বাস করিবেন। পতির পারলৌকিক মঙ্গলে জন্য ভোগবিলাস হইতে দূরে থাকিবেন।

আমিষ-ভোজন পরিত্যাগ এবং মস্তকের কেশপাশ ছেদন করিবেন। ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। ধর্ম্ম বিষয়ক আলাপ করিবেন। কুভাব কুচিন্তা দ্বারা চিত্ত কলুষিত করিবেন না। বিনয় নম্রতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ গ্রহণ করিবেন। কোনও রূপ জঘন্য বিষয়ে মন দিবেন না। ইন্দ্রিয় সংযত করিতে যত্নবতী হইবেন। ন্যায়নিষ্ঠতা, সত্যপরায়ণতা ও অমায়িকতা দ্বারা সর্ব্বদা আপনাকে পবিত্র রাখিবেন, এবং নিজকে নিজে রক্ষা করিবেন। যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার বিপদ সুদূরপরাহত। আর যিনি নিজকে নিজে রক্ষা করিতে অপারগ বিপদ তাঁহার সম্মুখে, পতন তাঁহার অবশ্যম্ভাবী। সংসারের লোক একত্রিত হইলেও তাঁহাকে কদাচ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাংসারিক কার্য্যেও বিধবার যত্ন থাকা আবশ্যক। আলস্যের বশীভূত হওয়া বিধবার কর্ত্তব্য নহে। তিনি যে সংসারে থাকিবেন, তাহার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। তিনি এমন সাবধান হইয়া চলিবেন যেন, তাঁহার দোষে গৃহের কোন রূপ অনিষ্ট ও অসুবিধা না ঘটে। বিধবা কাহারও মনোকষ্টের কারণ হইবেন না; সর্ব্বদা পরিবারস্থ লোকের নিকট পবিত্রভাবে, সরল অন্তরে, এবং ভক্তি, স্নেহ ও দয়ার বশীভূত হইয়া চলিবেন। আপনার দোষই দেখিবেন, পরদোষের অনুসন্ধান করিবেন না। ভ্রাতৃবধুগণের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ব্যবহার করিবেন। তাহাদিগকে পর মনে করা

কর্ত্তব্য নহে। ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতৃকন্যাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে স্নেহ, যত্ন ও পালন করিবেন। বিদ্বেষ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া তাহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ করিবেন না। অনেক পতি-হীনা নারী ভ্রাতৃবধূগণের সহিত বনিবনাও করিয়া থাকিতে পারেন না। সে দোষ উভয়েরই। এ সকল বিষয়ে বিধবা মাত্রেরই উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়।

বধূর কর্ত্তব্য।

বধূর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। কিন্তু এখনকার বধূগণ তাহা বুঝে না। বিবাহের দিন হইতেই বধূর স্কন্ধে সেই ভার ন্যস্ত হয় এবং সেই দিন হইতেই তাহার সেই ভার অবশ্য বহন করিতে হইবে। বধূর প্রধান কর্ত্তব্য শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করা। আপন জনক জননী যেমন পূজ্য শ্বশুর শাশুড়ীও তেমন পূজ্য। পিতা মাতা এবং শ্বশুর শাশুড়ীতে কিছুই প্রভেদ নাই। যে বধূ শাশুড়ীকে ভক্তি করে না, তাহার কথার অবাধ্য হয়, সে বধূ বধূনামের উপযুক্ত নহে। বস্তুতঃ সে নারী-সমাজে নিন্দনীয়া। তাহার স্বভাব দোষে গৃহে নানা বিঘ্ন বিপত্তিই উপস্থিত হয়। পত্নীর গুরু পতি, পতির গুরু তাঁহার জনক জননী; যে পত্নী পতির সেই পরম গুরু পিতা, মাতার অসুখ ও মনক্ষোভের কারণ হয়, সে যথার্থই নারী-নামধারিণী নরকের প্রেত। অনেক পরিবারে শাশুড়ী ও বৌতে বনিবনাও নাই, বৌ শাশুড়ীকে তেমন ভক্তি ও সম্মান করে না, শাশুড়ীও বৌকে তেমন স্নেহ ও আপন জ্ঞান করেন

না। ইহা বড়ই কুলক্ষণ। বধূগণ কদাচ শাশুড়ীর অবাধ্য হইবে না; তাঁহাকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিবে। তার পর, বধূর আর এক কর্ত্তব্য, ভাসুরকে দেববৎ, দেবরকে পুত্রবৎ এবং ননন্দা, ভাসুরপত্নী, দেবরপত্নীকে সহোদরা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করা। আর ভাসুর, দেবর ও ননন্দার পুত্রকন্যাকে আপন সন্তানের ন্যায় আন্তরিক স্নেহ করা। যে সকল বৌ ইহাদিগকে হিংসা করে, তাহারা গৃহের অলক্ষ্মী। কখনও তাহাদিগকে মানুষী বলিতে পারি না। সর্ব্বদা সাবধান হইয়া চলা বধূর একান্ত কর্ত্তব্য। যাহাতে পতির ও পরিবারবর্গের মান সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ থাকে তাহাই করা উচিত। সর্ব্বদা সকল প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিবে। যে সকল কার্য্যে পরিবারের দুর্ণাম বা ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল কার্য্য হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবে। বিনয় ও শিষ্টাচার, নিঃস্বার্থ-পরতা, ও লজ্জাশীলতা প্রভৃতি দ্বারা পরিবারের সুখ ও সুনাম বৃদ্ধি করিবে। বধূ কদাচ কাহারও সহিত কলহ করিবে না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া পরিবারের মঙ্গল চিন্তা করিবে। অনেক বধূই পরিবারের অবস্থা দেখে না, এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। ঘরের কোন্ জিনিসটি নষ্ট হইয়া যাই-তেছে, বা বাহিরে কোন্ আবশ্যকীয় দ্রব্য পড়িয়া রহিয়াছে প্রত্যহ তাহার অনুসন্ধান করাও বধূর কর্ত্তব্য। বৌ সর্ব্বদা ঘরের সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইবে এবং শাশুড়ী বা পরিবারস্থ অন্য কোন বৃদ্ধার আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। বৌ

গৃহের লক্ষ্মী, যদি সেই অলক্ষ্মী হয়, তবে পরিবারের দুর্গতি না হইবে কেন ?

যাহারা পতির নিকট শ্বশুর শাশুড়ীর নামে দুর্নাম করে সেই সকলকে মানুষী বলা উচিত নহে। এখনকার বৌ লক্ষ্মী-দের এ দোষ খুব আছে। তাহারা পতির নিকট শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের মিথ্যা অপবাদ করে। ইহার পরিণাম ফল বিষময়। বধূদিগের এরূপ চরিত্রে সময় সময় ঘরে ভয়ানক আগুণ জ্বলিয়া উঠে। আবার অনেক লক্ষ্মী বৌ পিত্রালয়ে যাইয়া শাশুড়ীর দুর্নাম করে যে, শাশুড়ী জ্বালা যন্ত্রণা দেয় ; ঘরে কোন ভাল দ্রব্য আসিলে আমাকে খাইতে দেয় না। আমি প্রায়ই বাসি ভাত খাইয়া থাকি। আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই বিবাদ করেন। আমি যেন তাঁর চক্ষের বিষ। এই প্রকার মিথ্যাবাদিনী বধূ বস্তুতঃ বড় পাপীয়সী। ইহা-দিগকে শাসন করা উচিত। অনেক পিতামাতা কন্যার এই সকল কথা বিশ্বাস করিয়া কন্যাকে সহজে পতিগৃহে যাইতে দেন না এবং এই সকল কথা কতদূর সত্য তাহা না জানিয়া শুনিয়া কন্যার শাশুড়ী ও শ্বশুরের সঙ্গে মনোবাদ করেন ইহা অতি অন্যায়। বধূর সহ্যগুণ থাকা আবশ্যক। শাশুড়ী বা গৃহের অন্য কোন আত্মীয় বধূকে মন্দ কহিলে বা তিরস্কার করিলে নীরবে সহ্য করাই উচিত। সমান সমান হইয়া প্রতিশোধ লইতে যাওয়া ভারি অন্যায়। 'এখনকার বৌ ঝীকে কোন কথা বলা যায় না।' বোধ হয় তুমি এ গানটি

শুনিয়াছ। বস্তুতঃ এখনকার বৌঝীদের যেন সোণার শরীর, কিছু মন্দ কহিলেই তাহারা নাগিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন। এসব দোষ বধূনামের কলঙ্ক। যদি এসব দোষের কিঞ্চিৎও তোমাতে থাকে, যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ কর; পতি, শ্বশুর, শাশুড়ী এবং পরিবারবর্গের স্নেহের পাত্রী হইয়া সুখী হইতে পারিবে।

প্রতিবাসিনীর প্রতি ব্যবহার।

পরিবার মধ্যে যেমন একাধিক লোকের প্রয়োজন এবং পরিবারস্থ লোকের প্রতি যেমন মধুর ব্যবহার করা উচিত; তেমন প্রতিবাসীরও একান্ত প্রয়োজন এবং তাহাদের প্রতি এক পরিবারস্থ লোকের ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক। প্রতি-বাসিনীর সঙ্গে কদাচ বিবাদ কলহ করা কর্ত্তব্য নহে। কলহ-প্রিয়া, গর্ব্বিতা স্ত্রী সামান্য কারণেও প্রতিবাসিনীর সহিত বিবাদ করিয়া থাকেন। ইহা নিতান্তই অন্যায়। অনেক স্ত্রীলোক এমন নীচ-প্রকৃতির যে, ঘোষালদের বাড়ীর গরুটি আসিয়া একটি লাউ গাছ বা শসা গাছ খাইল, অমনই তুমুল ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল। মিত্রদের বাড়ীর ছোট গিন্নি নির্লজ্জা ও নোংরা বলিল, তখন তখনই তাহারা ছোট গিন্নির সহিত বিবাদ করিতে অগ্রসর হইল। বস্তুতঃ, এইরূপ যৎসামান্য কারণে প্রতিবাসিনীর সহিত কলহ করা উচিত নহে। যাহারা করে, তাহাদের অন্তঃকরণ বড় ছোট। প্রতি-বাসিনীগণের সহিত সদ্ভাব না থাকিলে অনেক সময়ই বিপদে পড়িতে হয়। যাহারা ঔদ্ধত্য বশতঃ প্রতিবাসিনীগণকে তুচ্ছ

জ্ঞান করে এবং তাহাদের বিপদে সহায়তা, সম্পদে সন্তোষ প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় তাহাদের পরিণাম চিন্তা নাই। তাহারা কখনই বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী নহে। বৃদ্ধা প্রতিবাসিনীকে ভক্তি ও সম্মান করিবে। কদাচ তাঁহার নিকট নির্লজ্জতা, অশিষ্টতা ও অবাধ্যতা প্রকাশ করিবে না। তিনি নিকট সম্পর্কীয়া বা জ্ঞাতি হইলে তাঁহাকে শাশুড়ী বা মাতার ন্যায় জ্ঞান করিবে। কখনই তাঁহাকে দ্বেষ বা তুচ্ছ করিবে না। সমবয়স্কাকে নিজ ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ ও সমাদর করিবে। মিষ্ট আলাপ ও ব্যবহার দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবে। তাহাদের নিকট অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না। তাহাদের পুত্র কন্যাকেও নিজ সন্তানের ন্যায় দেখিবে। অনেকে পরের সন্তানকে মৌখিক আদর করিয়া তাহার জননীর প্রিয়পাত্রী হইতে ইচ্ছা করে। এরূপ করিলে কপটতার পরিচয় দিতে হয়। কপটতা একান্ত দূষনীয়। প্রতিবাসিনীর দুর্নাম করা আর এক গুরুতর অন্যায়। যাহারা পরের সুনামের উপর দোষারোপ করিতে পারে তাহারা সকল কুকার্য্যই করিতে সমর্থ। অনেক স্ত্রী সমবয়স্কা প্রতিবাসিনীর সহিত আলাপ করিতে যাইয়া স্বামীর কথা পাড়েন। স্বামীর দোষের কথাই তদ্রূপ আলাপে বেশী বাহির হয়। তুমি কখনও অন্যের নিকট স্বামীর দোষের কথা বলিও না। কারণ পতি গুরু, গুরু নিন্দা মহাপাপ। কোন কোন রমণী মনের কথা লইবার জন্য মিষ্ট মিষ্ট কথা কহিয়া তুষ্ট করিতে চেষ্টা

পায়। তুমি সাবধান হইয়া ঐরূপ স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ করিও। ইহারা কেবল পরের কথা কিনিতেই আসে।

প্রতিবাসী পুরুষের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে এখন তাহাই বলিব। স্বামীর জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভয়, ভক্তি ও সম্মান করিবে। সাবধান, যেন তাঁহারা কোন বিষয়ে লজ্জাহীনা মনে না করেন। কখনই তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিবে না। আর এমন সতর্ক ভাবে থাকিবে তাঁহারা যেন অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত তোমাকে দেখিতেও না পান। আর যাহারা পতির নিতান্ত কনিষ্ঠ, তাহাদিগকে স্নেহ করিও। কটু কহিয়া তাহাদের কষ্টের কারণ হইও না। তাহাদের নিকটও কিন্তু নির্লজ্জতার পরিচয় দিও না। আবশ্যক কথা ভিন্ন ইহাদের সহিত অধিক সময় ব্যাপিয়া আলাপ করিও না। তাহারা যেন তোমার কোন ব্যবহারে তোমাকে অসম্মান না করে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও। কোন কোন ধনগর্ব্বিতা মহিলা দরিদ্রা প্রতিবাসিনীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। তাহার সহিত কথা কহিতেও অপমান মনে করেন। ইহাতে কেবল নীচতারই পরিচয় দেওয়া হয়। তুমি কদাপি এরূপ নীচতা প্রকাশ করিও না। দরিদ্রা প্রতিবাসিনীকে যথাসাধ্য সাহায্য এবং তাহার বিপদ আপদে সহানুভূতি প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যদি অর্থাভাবে পড়িয়া দরিদ্রা তোমার নিকট ধার করিতে আসে তবে পার্য্যমাণে তাহাকে বিমুখ করিও না। আর অহঙ্কার করিয়া তাহাকে এমন কথা বলিও না, যাহাতে

তাহার প্রাণে আঘাত লাগে। অনেক রমণী দরিদ্রার সহিত বিবাদ করিয়া কহিয়া থাকে যে, 'তুই একটুকু পাণ চুণ দিয়া কাহাকেঁ জিজ্ঞাসা করিতে পারিস্ না তোঁর এত বড়াই কেন? যেমন গরীব তেমন নীচ হইয়া থাক্‌বি।' সকলের অবস্থা সমান হইতে পারে না। আজ যে ধনের অহঙ্কার করিতেছে কাল হয়তো সে কড়ার ভিখারী হইতে পারে। ধন জনের অহঙ্কার করা মূর্খের কাজ। জ্ঞাতিগণের সহিত সদ্ভাব রাখা উচিত। তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বিসংবাদ করিও না। জ্ঞাতি শত্রু হইলে বিবাদের আশঙ্কাই অধিক। জ্ঞাতিগণের সহিত যাহার সদ্ভাব আছে, তাহাকে সকলেই সম্মান, সমাদর ও ভয় করে। সে বিপদে আপদে জ্ঞাতিগণের সাহায্য পাইয়া উপ-কৃত হয়। জ্ঞাতিগণের সহিত সম্প্রীতি থাকিলে কতদূর সুখ হয় এবং উপকার দর্শে তাহা বলিবার নহে। তুমি তোমার জ্ঞাতিবর্গের সহিত প্রণয় রাখিতে যত্নবতী হইও।

গাম্ভীর্য্য।

স্ত্রীমাত্রেরই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। চঞ্চলতা অশেষ দোষের আকর। চঞ্চলমতি স্ত্রীগণ আপন কর্ত্তব্য বুঝিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারে না। কাজেই তাহারা সময় সময় এমন অন্যায় কার্য্য করিয়া বসে যে, তাহাতে পরিবারের ভয়ানক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। অধিক কি পরিজনবর্গ দুর্নামের ভাগীও হইয়া থাকে। বস্তুতঃ চপলার স্বভাব দোষে পরিবারের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না। এজন্য চপলা স্ত্রীলোক্ পরিবারবর্গের বিদ্বেষ চক্ষে পতিত হয়। চপলা রমণীর আর এক দোষ এই, তাহারা সামান্য সুখেই গলিয়া যায়, আবার সামান্য দুঃখেই অধীরা হইয়া পড়ে। সুতরাং সুখ-দুঃখ-পূর্ণ সংসারে তাহারা কদাচ সুখী হইতে পারে না। সুখ, গাম্ভীর্য্যহীনা রমণীর ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিষের ক্রিয়া করে। চঞ্চলতা দোষে নারী-হৃদয়ের মধুরতা নষ্ট হইয়া যায়। আবার মধুরতা না থাকিলেও গাম্ভীর্য্য অমঙ্গলেরই কারণ হয়। অতএব নারীহৃদয়ে গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই চাই। গাম্ভীর্য্য না থাকিলে রমণীর পদে পদে অধঃ-

পতন ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ নারীহৃদয় অত্যন্ত আবেগময়; তাহাতে যদি গাম্ভীর্য্য না থাকে, তবে রমণী কোন্ খেদজনক ও লজ্জাকর বিপত্তির গর্ত্তেই না নিপতিত হইতে পারে? অতএব চিত্তের গম্ভীরতা সম্পাদন কর। যে কার্য করিবে, আগে ভাগে তাহার দোষ গুণ বিচার করিয়া পরে সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও। হৃদয়ের চাঞ্চল্য বশতঃ কদাপি হঠাৎ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না। আমোদ প্রমোদে অধিক লিপ্ত হইও না। কেননা নিরবচ্ছিন্ন আমোদ প্রমোদ অন্তঃকরণকে লঘু করে এবং পাপের সকল গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। উহাই দুর্ব্বল-হৃদয়া নারীর সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ।

এক শ্রেণীর স্ত্রী আছে, তাহারা এমনই চঞ্চলা যে, যদি কেহ আসিয়া বলে তোমাকে অমুকে মন্দ বলিয়াছে; আর অমনই সে ক্রোধে অধীরা হইয়া নিন্দাকারিণীকে অপদস্থ করিবার জন্য নানারূপ অন্যায় কথা কহিতে থাকে। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। আবার কতকগুলি স্ত্রীলোকের স্বভাব এত জঘন্য যে, বরদার নিন্দা সারদার কাছে, সারদার নিন্দা বরদার কাছে বলিয়া বেড়ায়। ইহাদের কথায় প্রত্যয় করা উচিত নহে। গাম্ভীর্য্যহীনারাই আপনার সামান্য নিন্দা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া উঠে। তুমি কদাচ এরূপ চঞ্চলতার পরিচয় দিওনা। চঞ্চলার কোথাও সুখ শান্তি নাই।

সদ্ভাব।

সকলের সহিত সদ্ভাব রাখা রমণীর অবশ্য কর্ত্তব্য। এক পরিবারের শাশুড়ী, ননদিনী, ভাসুরপত্নী, দেবরপত্নী প্রভৃতি আত্মীয়গণের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকিলে নানা প্রকার অসুখ ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। সদ্ভাব দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারা যায়। সকলের সঙ্গে সদ্ভাব থাকিলে কত আনন্দ ভোগ করিতে পারা যায় তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না। যিনি সকলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতে জানেন, তিনি কখনও কাহার বিদ্বেষ নয়নে পতিত হন না। গৃহের শিশুটি হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সকলেই তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হয়। আমাদের কুলকন্যাগণ সদ্ভাব দ্বারা অন্যকে সন্তুষ্ট ও বশতাপন্ন করিতে জানেন না। তাঁহাদের পক্ষে কি ইহা অগৌরবের কথা নহে? কেহ কেহ এমন স্বভাবের যে, ননন্দা, দেবর-পত্নী প্রভৃতি স্বগণকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারেন না। সামান্য কারণে তাহাদের সহিত বিবাদ করিয়া অপ্রণয় করেন। কেহ কেহ বা গৃহের দাসীর সহিত এত শত্রুতা করেন যে, তাহা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। সামান্য দাস দাসীর সহিত

কুলকন্যার বিবাদ করিতে যাওয়া যারপরনাই অন্যায়। যাহাকে তুমি অন্ন বস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিতেছ, যে তোমার দাসী, যাহার নিকট তুমি ভক্তি পাইবার যোগ্যা, তাহার সহিত অসদ্ভাব করা কি তোমার শ্রেয়ঃ? আর সে পরিচারিকা কিঃতোমার স্নেহ ও দয়ার পাত্রী নহে? দাসী কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে অন্যায়রূপে শাসন করিতে যাওয়াও ভাল নহে। অনেক রমণী রাগান্ধ হইয়া আত্মীয় স্বগণের প্রতি এরূপ কর্কশ ব্যবহার করেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। পরিবার মধ্যে সকলের সঙ্গেই সদ্ভাব রাখা উচিত। কারণে বা অকারণে শত্রুতা করা বিধেয় নহে। পরিবারের যে লোক তোমার রাগের কারণ হইয়াছে, তুমি তাহাকে মিষ্ট কথায় কাঁদাইয়া দিতে পার। কিন্তু রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার বা বিবাদ করিলে শত্রুতাই বৃদ্ধি পাইবে।

যাহারা পরিবার মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারে না, তাহারা অনেক সময়ই পরবিদ্বেষানলে দগ্ধ হইয়া থাকে। যিনি সকলের ব্যথায় ব্যথিত হন, সকলকে আপনার মনে করিয়া প্রীতি ভক্তি করেন, তিনিই সকলের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিতে পারেন। তুমি যদি তোমার ভাসুরপত্নীর দুশ্চিকিৎস্য রোগে প্রাণপণ করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা কর এবং আপন পুত্র কন্যার মত তাহার পুত্র কন্যাকে লালন পালন কর, তবে ভাসুরপত্নীও তোমার বিপদে আপদে এইরূপ সদয় ব্যবহার না করিয়া থাকিতেই পারিবে না। আর অসময়ে

যে নাকি একটুকু সামান্য উপকারও করে তাহার প্রতি স্বতঃই ভক্তি ও ভালবাসা জন্মে। দেখ, যাহাকে তুমি ভগিনী বলিয়া মিষ্ট সম্বোধন করিবে, সেও তোমাকে ভগিনী বলিয়া মিষ্ট সম্বোধন না করিয়া পারিবে না। তুমি যাহাকে শ্রদ্ধা কর, ভালবাস, সেও তোমাকে শ্রদ্ধা করিবে, ভালবাসিবে। নীতিজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন, তুমি যাহার নিকটে ভাল ব্যবহার চাও, আগে তুমি তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার কর। আমরা আপনার সদ্ভাবের গুণে সকলকেই সুখী ও বশীভূত করিতে পারি। তুমি যদি তোমার প্রতিবাসিনী অমলা, চপলা, শ্যামলা প্রভৃতি সহচরীদিগকে সদ্ভাব দ্বারা বশ করিতে পার, তবে তাহারাও তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। সীতা অশোক বনে ভয়ঙ্করী রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিতা ছিলেন, তাঁহার সদ্ভাবে আকৃষ্টা হইয়া সেই সকল দুরন্ত রাক্ষসী তাঁহার পদে বিকাইয়াছিল। তিনি নিজগুণে শত্রুকেও আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। অতএব সদ্ভাবের কোথাও শত্রু নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। সদ্ভাব, লোককে বিপদ হইতে উদ্ধার করে। সদ্ভাবের নিকট মনুষ্যের নমনীয় মন সর্ব্বদা অবনত। সংসারে এমন পাষাণ, এমন অসার, কে আছে যে, সে সদ্ভাবের বিমল রসে আপ্লুত না হয়? সংসারী লোকের পক্ষে সদ্ভাব নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। যে গৃহে সদ্ভাব নাই সে গৃহের সুখ কোথায়? যে রমণী-হৃদয়ে সদ্ভাবের অভাব আছে, সে কেবলই অসুখ, কেবলই অসন্তোষ, কেবলই অসুবিধা ভোগ করিয়া

কাল যাপন করে। ফলে, যাহার নিকট সদ্ভাব স্থান পায় না, সে পতিপ্রেমজনিত বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তির অধিকারিণী হইতে পারে না। সীতা বাল্মীকির তপোবনে থাকিয়া বনের পশু, কাননের তরুলতা পর্য্যন্ত স্বীয় সদ্ভাবে বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সরলহৃদয়া এবং স্নেহস্বরূপিণী ছিলেন। তাই বনের পশুপক্ষীও তাঁহার স্নেহ লাভ করিয়া সুখী হইয়াছে। তিনি যখন জলকুম্ভ লইয়া সস্নেহে তপোবনের তরুলতায় বারি সেচন করিতেন, তখন তিনি সন্তান প্রসবের অতিপূর্ব্বে অপত্য স্নেহ-জনিত আনন্দানুভব করিতেন। হরিণ শাবকেরা পুত্রের ন্যায় আসিয়া স্নেহময়ী সীতার অঙ্ক শোভা করিত; সীতা সস্নেহে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতেন। তাহারা সংগৃহীত যজ্ঞীয় কুশা অকুতোভয়ে ভক্ষণ করিত। বস্তুতঃ স্নেহময়ী জননীর নিকট যেমন সন্তানের কোনও ভয়ের কারণ থাকে না নির্ভয়ে আসিয়া হাসিতে হাসিতে অভয়া জননীর কখন আঁচল ধরিয়া টানা টানি করে, কখন স্নিগ্ধ ক্রোড়ে উঠিয়া আহ্লাদে ডগমগ হয়; ঠিক সেইরূপ অরণ্যের পশু পক্ষীগণ, কেহ সীতার পদলেহন, কেহ পার্শ্বদেশে উপবেশন করিত। সীতা যেন তাহাদের স্নেহময়ী জননী। সীতা যেন তাহাদের জীবনের অবলম্বন। কেহ সীতার সম্মুখেই বসিয়া তাঁহার প্রতি চাহিয়া আছে, কেহবা তাঁহার হস্তস্থিত ফলমূল বল করিয়া খাইতেছে। অহো! কি মধুরভাব! দেখ, স্নেহ ও সদ্ভাব দ্বারা বনের পশু পক্ষীগণও লোকের বশীভূত হয়।

গৃহ সুখের অন্তরায়।

গৃহ-সুখের যত শক্র আছে তন্মধ্যে কলহই শ্রেষ্ঠ। কলহে পরিবারের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ যেখানে কলহ সেইখানেই অলক্ষ্মীর বাসভূমি। যে পরিবারে সর্ব্বদা বিবাদ বিসংবাদ হয়, সে পরিবারের সুখ নাই, শান্তি নাই; সে পরিবারকে লক্ষ্মী বিষনেত্রে দেখেন। অশিক্ষিতা বঙ্গ-মহিলাগণ বড়ই কলহপ্রিয়া; বিবাদে তাহারা বড়ই পটু। সামান্য কারণে ঝগড়া বাঁধাইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সমাপন করে। ক্ষমা ও ধৈর্য্য গুণের অভাবেই কলহের সৃষ্টি। কলহকারিণী অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী, স্বামীর বিপদ স্বরূপ। অনেক সময় তাহারা পরিবারের সর্ব্বনাশ করিয়া ফেলে। কলহপ্রিয়ার শত শত গুণ থাকিলেও 'কাকের গলায় কণ্ঠমালা' যেমন হাস্যজনক, ঠিক তদ্রূপ সদ্‌গুণ সকল কলহকারিণীর শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক কাহারও ভালবাসার পাত্রী হইতে পারে না। তাহাকে কি স্বামী, কি শ্বশ্রূ শ্বশুর কেহই স্নেহের চক্ষে দেখেন না। শান্ত স্বভাব সকলেরই বাঞ্ছনীয়। যাহারা সর্ব্বদা বিবাদ করিয়া কাল কাটায়, তাহারা কখনই শান্তপ্রকৃতিক

হইতে পারে না ; তাহাদের স্বভাব নিতান্তই উগ্র ; নিতান্তই উচ্ছৃঙ্খল। তাহাদের মনে কিছুমাত্র সুখ থাকিতে পারে না ; সর্ব্বদা অশান্তির আগুণে দগ্ধ হইতে থাকে। বস্তুতঃ, কলহে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মের মত তিরোহিত হয়। কথনই কলহ-কারিণীগণ পরিজনবর্গ লইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে না। কলহকারিণী স্ত্রীগণ প্রায়শঃ অপ্রিয়বাদিনী হইয়া থাকে। বিবাদে কটু কথা বলা নিতান্তই দরকার। নহিলে বিপক্ষকে পরাস্ত করিতে পারা যায় না। তৎসঙ্গে সঙ্গে অনেক মিথ্যা কথাও বাধ্য হইয়া বলিতে হয়। সুতরাং কলহপ্রিয়াকে অপ্রিয় ও মিথ্যাবাদিনী হইতে হয়। ক্রোধপরায়ণা ক্ষমাহীনা স্ত্রীগণ বিবাদ করিতে খুব ভালবাসে। তাহাদের স্বভাব এত মন্দ যে, সময় নাই, অসময় নাই, একটুকু সামান্য কারণেই ঝগড়া বাঁধাইয়া দেয়। ঝগড়ায় তাহারা কথনই পরাজিত হয় না। যদি হয় তাহা হইলে মনের রাগ চালিতে না পারিয়া দিন রাত্রি কাঁদিয়া কাটায়। চক্ষের জলে বুক ভাসাইতে থাকে। কিছুতেই তাহাদের রাগের উপশম হয় না। তখন তাহাদের মনের গতি এতদূর নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে যে, আত্ম-ঘাতিনী হইতেও ভয় করে না! কেহ কেহ বা হাতের বালা ভাঙ্গিয়া, গলার মালা ছিঁড়িয়া ক্রোধের চরম সীমা দেখায় ; কপালে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া অদৃষ্টকে নিন্দা করে। দেখা গিয়াছে ইহারাই পরিজনের কলঙ্ক রটায়। আর এক গুরুতর দোষ এই যে, তাহাদের বিবাদের সময় যেই কেন না

আসুক তাহার নিকটই বিপক্ষের কুৎসা বলিয়া থাকে। এমন কি, যে নিন্দার কথা অন্যে শুনিলে পরিবারের মান সম্মান থাকে না, তাহাও অবলীলাক্রমে বলিয়া ফেলে। দুটী মিথ্যা কথা সাজাইয়া গুছাইয়া কহিতেও ত্রুটি করে না। ইহারা এমনি নির্লজ্জা যে, বিবাদের সময় ইহাদের মুখে না আসে এমন অশ্লীল কথাই বোধ হয় নাই। আমার বিশেষ পরিচিত একটি স্ত্রীলোকের স্বভাব ঠিক এইরূপ। তাহার এত ক্রোধ ও এত অধৈর্য্য যে, সে কাহারও সহিত বিবাদ আরম্ভ করিলে পাগলের ন্যায় মুখে যাহা আসে তাহাই কহে। সে লঘু গুরু মানে না, কাহারও অনুরোধ শুনে না; সারাদিন কলহ করিলেও ক্লান্ত হয় না। তাহার চীৎকারে আকাশ ফাটিয়া যায়। মান সম্মান জ্ঞান একটা যেন তাহার একবারেই নাই। এমন দুশ্চরিত্রা, কলহকারিণী স্ত্রীলোক প্রকৃত পক্ষেই গৃহের অলক্ষ্মী। আমি শুনিয়াছি, সে যখন বিবাদ করে তখন পুরুষের ন্যায় অশ্লীল কথা কহে, পুরুষের ন্যায় গালি দেয়। পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করে। যাহাকে যাহা বলিতে না পারে, বলিলে পাপ হয় সে ঝগড়ার সময় অনায়াসে তাহা বলিয়া ফেলে। আর সেই সময় যদি কেহ তাহাদের বাড়ী যায় তবে তাহার কর্ণ বধির করিয়া দেয়। মুখ বাঁকাইয়া বাঁকাইয়া কত কথাই বলে; সে সব শুনিলে শরীরে যেন জ্বর আইসে। যদি সত্য কথা একটি বলে, তবে মিথ্যা কহিবে পাঁচিশটি। আপনাদের কলঙ্ক রটাইয়া শত্রু

হাসাইবে তবু রসনা শাসন করিবে না। তাহাদের বিবাদে গ্রামের লোকে তামাসা দেখে। শুদ্ধ সেই স্ত্রীলোকটীর দরুণ তাহার পরিজনের সর্ব্বদা অসুখ ও অশান্তির বিষ ভোগ করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহারও সদ্ভাব নাই। এক দিনও সে সুখে এক মুষ্টি ভাত খাইতে পারে না। এরূপ কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোক বাস্তবিকই নারী-সমাজে নিন্দনীয়া এবং ঘৃণনীয়া।

আজ কাল মহিলাগণ শিক্ষিতা হইতেছেন। শিক্ষিতা-গণের অধিকাংশই বিবাদ ঝগড়া করিতে ভালবাসেন না। পার্য্যমাণে করেনও না। বিবাদে বিপদ ও অবিবাদে সম্পদ হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি কলহপ্রিয়া, কটুভাষিণী স্ত্রীলোক অলক্ষ্মী, একথা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। মনে কর যে পরিবারে সর্ব্বদা বিবাদ হয়, সে পরিবারে কখনও সুখ শান্তি থাকিতে পারে না, বিবাদ বিসংবাদেই তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। বধূদিগের আত্মকলহে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। আত্মকলহ বড়ই ভয়ঙ্কর, বড়ই সর্ব্বনাশক। আত্মকলহ রূপ বিষম দাবা-নল যখন গৃহস্থের গৃহে জ্বলিয়া উঠে, তখনই তাহার বিশেষ-রূপে প্রতিকার করা উচিত। নহিলে গৃহতো দগ্ধ হইবেই, প্রাণ লইয়া বাঁচাও দায় হইয়া পড়ে। হৃদয়শূন্য, মনুষ্যত্বহীন স্বামীই দুর্ব্বিনীতা, কলহাভিলাষিণী পত্নীকে শাসন না করিয়া প্রকারান্তরে প্রশ্রয়ই দিয়া থাকে। এরূপ করা ভারি অন্যায়। ইহা যে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত বোধ হয় তাহাদের সে জ্ঞান

নাই। কোন এক কোপন স্বভাবা কলহকারিনী স্ত্রীকে শাসন করিবার জন্য তাহার স্বামীকে অনুরোধ করা হয়, তদুত্তরে সেই অপদার্থ স্বামী কহিয়াছিল শাসন করিলে, যদি ফাঁস দিয়া স্ত্রী মরিয়া যায়। বাস্তব এইরূপ অপদার্থ স্বামী আজ কাল বিরল নহে। বিবাদ করা একবার অভ্যস্ত হইলে সহজে তাহা পরিত্যাগও করা যায় না। কলহকারিণীদিগকে শাসন করিলে কি হইবে? স্বেচ্ছায় যদি তাহারা এই রোগ পরিত্যাগ না করে, তবে অন্যের তাহা পরিত্যাগ করান অতি কষ্টসাধ্য। অপেক্ষাকৃত শান্তপ্রকৃতির স্ত্রীলোককে বুঝাইলে, উপদেশ দিলে, একটুকু ভাল হয় এবং মতিগতি ফিরান যায়। কিন্তু কতকগুলি স্ত্রীলোক এরূপ নীচস্বভাবা ও ক্রোধপরায়ণা যে, তাহাদিগকে হাজার বুঝাও হাজার দোষ দেখাও কিছুতেই তাহারা বিবাদ পরিত্যাগ করিবে না। তুমি কখনই ঐরূপ কলহপ্রিয়া স্ত্রীলোকদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। ইহারা বিবাদের সূত্রই অন্বেষণ করে।

কটু কথা না বলিয়া, ঝগড়া না করিয়া মিষ্ট কথায় প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে এরূপ লজ্জিত ও পরাস্ত করা যায় যে, সে আর মুখ ফুটিয়া কোন কথা কহিতে পারে তাহার এমত সাধ্যই থাকে না। মনে কর, তুমি তোমার দেবরপত্নীর গুরুতর অপরাধে রাগত হইয়া যদি তাহার সহিত বিবাদ বিসংবাদ না কর, তাহাকে কটু না বল, ক্ষমা করিয়া মিষ্ট বাক্যে তাহার দোষ দেখাইয়া দেও, তাহা হইলে সে তোমার এত পদানত

হইবে যে, তোমাকে পরমাত্মীয়া জ্ঞানে সর্ব্বদা ভক্তি ও সম্মান করিবে। তোমার অধীনে থাকিয়া তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা যত্নবতী হইবে। তোমার ব্যবহার তাহার নিকট মধুর ন্যায় বোধ হইবে। কিন্তু যদি তাহাকে ক্ষমা না করিয়া, রাগান্বিত হইয়া তুমি তাহার সহিত ঝগড়া কর, তাহাকে কটু বল তবে সেও তোমাকে কটু বলিবে, তোমার সহিত ঝগড়া করিবে। হয়তো সে তোমার মুখের দিক তাকাইয়াও কথা বলে নাই, সর্ব্বদা ভক্তি ও সম্মান করিয়াছে। এখন তুমি নিজের দোষে অপমানিতা হইলে, মনে কষ্ট পাইলে; ক্রোধে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে যে শান্তিটুকু ছিল তাহাও চলিয়া গেল। বিবাদ বিসংবাদ করিয়াতো এই লাভ! যে, পরিবারের সকলের প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারে, সে সকলের উপর আধিপত্য করিয়া সুখ-শান্তিতে কাল কাটাইতে পারে। এক পরিবারে অনেক স্ত্রীলোক বাস করে, যদি তাঁহারা পর-হিংসা, পরদ্বেষ প্রভৃতি নীচ প্রবৃত্তি গুলি পরিহার করিয়া সক-লকে স্নেহ, ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা বশীভূত রাখে, তাহা হইলে গৃহে কদাচ বিবাদ বিসংবাদ উপস্থিত হয় না, বেশ সুখশান্তিতে থাকিতে পারে। যাহারা কলহ করিয়া আত্মবিচ্ছেদ ভোগ করিয়াছে, তাহারাই জানে কলহ করা কতদূর ভাল কাজ।

কলহের প্রধান কারণ চঞ্চলতা, স্বার্থপরতা, নীচাশয়তা প্রভৃতি দোষ এবং সহিষ্ণুতার অভাব। যে সকল রমণীর সহ্যগুণ

নাই এবং যাহারা নিজের সুখ সুবিধা লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত; পরের সুবিধার কুবিধার প্রতি একেবারেই দৃষ্টি নাই, এবং অন্তঃকরণ নিতান্ত ক্ষুদ্র, তাহারাই অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়াও আত্মীয়গণের সহিত বিবাদ করিয়া থাকে। বিবাদে যে তাহাদের মহাক্ষতি হয়, তাহারা একটুকুও চিন্তা করিয়া দেখে না। অন্ততঃ, বিবাদে শারীরিক স্বাস্থ্যেরও যে হানি হয়, তাহাদের সে জ্ঞানটুকুও নাই। অনেক স্ত্রীলোক বিবাদ করিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হয়। আবার অনেকের মাথা ব্যথা এবং গা বমি বমি করিয়া থাকে। অথচ বিবাদ করায়, উচ্চৈস্বরে কথা কহায় যে এরূপ হয় তাহারা বুঝিতেই পারে না। পারিলেও তাহারা তজ্জন্য বিবাদে নিরস্ত হয় না। অনেক রমণী ঘরের খাইয়া পরের সহিত বিবাদ বাঁধাইয়া থাকে। তাহারা আরও গুরুতর অপরাধিনী। পাড়া প্রতিবাসিনীর সহিত বিবাদ করা কদাচ বিধেয় নহে। বালকদিগের ক্ষণিক বিবাদে বৃদ্ধাগণও কলহ আরম্ভ করিয়া দেন; ইহা নিতান্ত নীচাশয়তার কার্য্য। শিশুতে শিশুতে মারামারি বা বিবাদ হইলে শিশুদের মা ভগিনীগণের বিবাদ না করিয়া আপনাপন শিশুসন্তানকে শাসন করাই উচিত। নহিলে, শিশুরাও তাহাদিগের বিবাদে অধিক অবিনীত ও কলহ প্রিয় হয়। আমাদের পল্লীবাসিনী মহিলারা এ কথা বোঝেনা। দেখা গিয়াছে, এরূপ করিয়া তাহারা ছেলে পিলের ইহকাল নষ্ট করিয়া ফেলেন। পরন্তু আত্মীয়তা শত্রুতায় পরিণত করিয়া অশান্তি ভোগ করেন।

সাংসারিক আয় ও ব্যয়।

"যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশিতে প্রদীপ ভাতি।"
—সদ্ভাব শতক।

সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব যে শুধু পুরুষই রাখিবেন এমত নহে। স্ত্রীরও এ বিষয়ে পুরুষের সাহায্য করিতে হইবে। কিরূপ ভাবে ব্যয় করিলে সংসারে অস্বচ্ছলতা থাকে না, কি পরিমাণে ব্যয় করিলে সম্মানে থাকা যায়, কম খরচ করিলে সংসার চলে কি না তৎসমুদয়ে স্ত্রীলোকও দৃষ্টি করিবেন। যাহাতে দুইটি পয়সা থাকিয়া যায় তৎজন্য যত্ন করিবেন। স্ত্রীলোক সর্ব্বদা ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইবেন, কদাপি অপব্যয় করিবেন না। প্রত্যুত, স্বামীকে অপব্যয় করিতে দেখিলে, সবিনয়ে সদুপদেশ দিবেন এবং যাহাতে তিনি অপব্যয় না করেন তৎপ্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সংসারের আবশ্যকীয় ব্যয়বাদে যাহা আয় হয়, তাহা সযত্নে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোকের একটি বিশেষ গুণ আছে, তাহারা রন্ধনাদিতে অল্প পরি-

মিত তরকারী প্রভৃতি দ্বারা নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া আয় দেখাইতে পারেন। এই জন্যই আমার মতে সংসারের দৈনিক খরচের ভার স্ত্রীলোকের হস্তে ন্যস্ত থাকিলে ভাল হয়। যদি তাহাদের উপর সংসারের দৈনিক ব্যয়ের ভার থাকে, তাহা হইলে তাহারা অল্প খরচ পত্র করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দভাবে সংসার চালাইতে পারেন। যাহা না করিলে নয় যে দ্রব্য না হইলে কোন মতেই কাজ চলে না,—অতি আবশ্যকীয় তজ্জন্যই অর্থ ব্যয় করা উচিত। নিষ্প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া অর্থের অপব্যয় করা সঙ্গত নহে। আজ কাল স্ত্রীলোকেরা ব্যয় কুণ্ঠিতা হওয়া দূরে থাকুক, নানা প্রকারে অর্থ ব্যয় করিয়া স্বামীকে কষ্ট দিতেছেন। নানা প্রকার বিলাস সামগ্রীর প্রতি তাহাদের মন এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তৎসমুদয় দ্রব্য ক্রয় করিতে ইচ্ছা হইলেই অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখেন না, ভবিষ্যৎ চিন্তাও করেন না। বিলাত হইতে অশেষবিধ বিলাস সামগ্রী এদেশে আসিতেছে, আর আমাদের গৃহলক্ষ্মী সকল সেই সমুদয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া গৃহ সাজাইতেছেন। অথচ তাহা না হইলে সংসার কার্য্য অনির্ব্বাহিত থাকে না। আর এক দোষ এই, দেশীয় কোন দ্রব্যে তাঁহাদের মন যায় না। বিলাত হইতে যাহা আসুক না কেন, তাহাই মনোহারী—তাহাতেই তাঁহাদের মন আকৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ ইহাতে আমাদের খুব অনিষ্ট ঘটিতেছে। আমরা একবারও তাহা ভাবিয়া দেখি না! পতি বিদেশে

চাকুরী করেন, স্ত্রী স্বামীকে পত্র লিখিলেন। পত্রের প্রথম দফায়ই একটি জিনিসের ফরমাইস। এদিকে তো স্বামী অভাগার প্রাণান্ত। শরীর খাটাইয়া, রক্ত জল করিয়া যে দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, তাহা হইতে বাজার কর, সংসার খরচ দিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাতে নিজের বাসা খরচই কুলন হয় না। কোথা হইতে পত্নীর ফরমাইসের দ্রব্য ক্রয় করিয়া দিবেন? না দিলেও স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইবেন, তখন তাঁহার দুর্ভাবনার অবধি থাকে না। কাজেই ধারে দ্রব্য খরিদ করিয়া স্ত্রীর মন তুষ্ট করেন। আর এখনকার মেয়েদের অলঙ্কার প্রিয়তার বড়ই আতিশয্য দেখা যায়। তাঁহারা স্বামী হইতে একখানা অলঙ্কার না পাইলেই মুখ ভার করিয়া থাকেন। ইহা যারপরনাই অন্যায়। স্ত্রীকে অলঙ্কার দিতে যাইয়া স্বামী ঋণসাগরে ডুবিয়া মরেন। আমরা এ সমুদয় ভূষণপ্রিয়া স্ত্রীলোক দ্বারা স্বামীকে বিড়ম্বিত হইতে দেখিতেছি। ইহারা বুঝিয়াও অবুঝের ন্যায় কার্য্য করেন। স্বামী শত কষ্ট পাউন, স্ত্রীকে ভাল কাপড়, ভাল গহনা দিতেই হইবে, একথা কেবল অবোধ বালিকার মুখ হইতেই বাহির হইতে পারে। যাহারা সামান্য খাওয়া পরার জন্য স্বামীকে কষ্ট দেয়, বিরক্ত করে তাহারা পতিকে বিদ্বেষ করে। দরিদ্রা বঙ্গ-কুলবধূর গহনা না পরিলেই কি? পতিভক্তি ও সচ্চরিত্রতাই তাহাদের অপূর্ব্ব অলঙ্কার। সামান্য সোণা রূপার অলঙ্কারের সহিত তাহার উপমাই হইতে পারে না। তাই বলিতেছি, ভাল কাপড়,

ভাল অলঙ্কার না পরিয়া যাহাতে সংসারে দুই পয়সা থাকে, স্বচ্ছন্দ ভাবে সংসার চলে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যেরূপ দিন-কাল উপস্থিত, মোটা ভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিধান করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেই সৌভাগ্য বলিতে হইবে। তারপর যাহার অর্থ আছে, যাহার স্বামী অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, সে হাজার টাকার গহনা পরিধান করুক। তোমার আমার গরীবের তাহা শোভে না। আর বড় লোকের পত্নী হইলেই যে অপব্যয় করিবে, অত্যধিক বাবু-প্রকৃতির বিলাসিনী হইবে আমি এরূপ কথা বলিতেছি না। সময় সামগ্রী ও অবস্থা দেখিয়া, সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ব্যয় করাই কর্ত্তব্য।

আমাদের দেশীয় কৃষক রমণীদিগের শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতা বড়ই উত্তম। তাহারা যখন যেমন তেমন ভাবেই চলে। প্রায় সারাদিন শ্রম করিয়া, সন্ধ্যার সময় পতিমুখ দেখিয়া, পতিপদ পূজা করিয়া, পরমানন্দ ভোগ করে। তাহারা স্বামীর নিকট অলঙ্কার চাহে না, মূল্যবান সুপরিচ্ছদ পাইতেও ইচ্ছা করে না। স্বামীর ঘরকন্না করিয়া, মোটাভাত খাইয়া, মোটা কাপড় পরিধান করিয়া, যে পতি পরিচর্য্যা করিতে পায়, তাহাই অমূল্য ভূষন মনে করিয়া তাহারা সুখী হয়। যদি কোন দিন কৃষক রমণীদিগের কথা শুনিয়া থাক, তবে বুঝিয়া দেখ তাহারা পতির কত দূর সাহায্য করে এবং তাহাদিগদ্বারা কত আয় হয়। সারাটি দিন খাটিয়া, মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া কত কাজ করিতেছে। তাহারা

পায়ের উপর পা ফেলিয়া, বাবুর ন্যায় বসিয়া থাকিতে ভাল-বাসে না। তাহারা জোৎস্নাময়ী রাত্রিতেও তিন চারিজন এক-ত্রিত হইয়া ধান ভানে, ডাল ভাঙ্গে, আবশ্যকীয় অন্যান্য কর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহারা স্বহস্তে বাটীর পতিত ভূমিতে লাউ, বেগুন, শসা, উচ্ছা, ঝিঙ্গা, মরিচ প্রভৃতির চারা রোপণ করিয়া সংসারের কত আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করে। যদি আমাদের সামান্য আয়ের সংসারের রমণীগণ অপমান জ্ঞান না করিয়া, স্বহস্তে সীম, বেগুন, লঙ্কামরিচ, লাউ প্রভৃতি তর-কারীর গাছ জন্মাইয়া ফলভোগ করেন, তাহা হইলে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। সে সকল গাছ উৎপাদন করিতে অল্প পরিশ্রম করিলেই চলে। ইহাতে অপমানেরও কোন কথা নাই। যাহারা অপমান বোধ করিবেন, তাহারা বাড়ীর দাস-দাসীকেও হুকুম করিয়া করাইতে পারেন। তাহাহইলে সহ-জেই কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে। তাই বলিয়া দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা উচিত নহে। নিজে তাহার তত্ত্বাবধান করিলেই ভাল হয়। আমি আশা করি তুমি উপায়টি অবশ্য অবলম্বন করিবে।

অবসর শিক্ষা।

সযত্নে স্বামি-সেবা, গৃহকার্য্য ইত্যাদি নিত্য করণীয় কর্ম্ম সমাপন করিয়া, যে সময়টুকু পাওয়া যায় তাহা সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে যাপন করা উচিত। সাংসারিক কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া অনেকেই অনেক সময় বসিয়া, শুইয়া, বেড়াইয়া কাটান। যত্ন করিলে সেই সময়ে সৎগ্রন্থ পাঠ, সদালাপ ও বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ব্যতীতও এমন অনেক কার্য্য করা যায়, যাহাতে সংসারের আর্থিক উন্নতি হইতে পারে। বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ, সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন ইত্যাদি কার্য্য যেমন আবশ্যকীয়, যাহাতে সংসারে দুইটি পয়সা বাঁচিয়া যায়, তদ্রূপ কার্য্য করাও উচিত এবং আবশ্যক। অধিকাংশ বঙ্গমহিলা পুঁথি পড়িয়া, পত্র লিখিয়াই আপনাকে শ্রমপরায়ণা ও কর্ম্মঠা মনে করেন। ইহারাই বিলাসিনী, শ্রমকাতরা ও সুখাভিলাষিণী হইয়া পড়েন; কোনও রূপ শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে পারেন না। গৃহের সামান্য সামান্য কাজ গুলিও যেন তাঁহাদের বিপদ স্বরূপ। তুমি কখনও এরূপ বাবু প্রকৃতির হইয়া নানা অনর্থ ঘটাইও না। বঙ্গ-মহিলার বাবুগিরি শোভা পায় না; দিন দিন বঙ্গদেশ

দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, এরূপ অবস্থায় বিলাসিতা, বাবুগিরি সর্ব্বতোভাবে পুরুষ এবং রমণী উভয়েরই পরিত্যাগ করা উচিত। এক শত দেড় শত টাকা বেতনভোগী বাবুও যেমন বাবু, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেইরূপ বিলাসিনী, সোহাগিনী ও শ্রমবিমুখ হইয়া থাকেন। বস্তুতঃ শিক্ষা ও সমাজের দোষে এরূপ দুর্গতি ঘটিতেছে, সন্দেহ নাই। সামান্য বংশমর্য্যাদার অনুরোধে কতক পুরুষ যেমন অকর্ম্মণ্য, শ্রমবিমুখ এবং পরের গলগ্রহ হইয়া পড়িয়াছে, তেমন কতকগুলি স্ত্রীলোকও জাত্যভিমানের বশীভূতা হইয়া অতিকষ্টে লজ্জাহীনার ন্যায় পরের অন্নে লালিত পালিত হইতেছে। যদি সেই সকল বঙ্গমহিলা সামান্য জাত্যভিমানের বশীভূত না হইয়া শ্রমসাধ্য শিল্পবিদ্যা শিখিয়া অর্থোপার্জ্জন করেন, তাহা হইলে আর পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন যাপন করিতে হয় না। স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিল্প শিক্ষা করা উচিত। কামীজ, কম্ফার্টার, কার্পেটের জুতা, মশারী, লেপ ও তোষক প্রভৃতির চাদর, উপাধান, এবং তাহার আবরণ, ছেলে মেয়ের পোষাক ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গুলি যদি গৃহের মেয়েরা প্রস্তুত করিতে পারে, তাহা হইলে অনেক পয়সা বাঁচিয়া যায়। এই সকল প্রস্তুত করিতে কিছু অসম্মানও হয় না। আর বাটীর পতিত উর্ব্বরা ভূমিতে লাউ, কুমড়া, বেগুন, উচ্ছা, ঝিঙ্গা প্রভৃতি ফল শস্যের বীজ বপন করিয়া তাহাতে যত্ন করিলে কত উপকার হয়। বিশেষতঃ, ঐ সকল বাড়ীর দ্রব্য; উহা আত্মীয় স্বজনকে

দিয়াও নিজের কার্য্যে ব্যয় করিয়া, বেশ দুই পয়সা আয় করা যায়। বৃথা গল্প করিয়া নাটক নভেল পড়িয়া যে সময় নষ্ট কর তাহা হইতে ঐ সকল সদনুষ্ঠান করিলে, উপকারও হয়, মনেরও প্রফুল্লতা জন্মে। সর্ব্বদা কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে মনে কোনও রূপ কুভাব কুচিন্তা আসিতে পারে না, যাঁহারা হস্তপদ গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, কাজ কর্ম্ম বিপদ বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা মনে মনে দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে। নানাবিধ অস্বাভাবিক জল্পনা কল্পনা করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজ হস্তেই করিয়া থাকে। বিধবাদিগের এ উপায় অবলম্বন করা বিধেয়। যদি তাহারা শেলাইর কাজ শিথিয়া কামীজ প্রভৃতি তৈয়ার করেন, তাহা হইলে সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অনেক বিধবা ভ্রাতৃবধূর ঝাঁটা খাইয়া, ভ্রাতার অন্নে জীবন ধারণ করেন; যদি তাঁহারা এই সব কার্য্যে তৎপরা হন তবে আর ভ্রাতৃবধূর তিরস্কার, নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয় না। নিজের ব্যয় ভার নিজেই বহন করিতে পারেন। বড় দুঃখের বিষয়, বঙ্গের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরের গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা শ্রমসাধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করা অধিকতর অপমান মনে করেন। বস্তুতঃ, এই সকল দোষেই বাঙ্গালীর পেটে অন্ন নাই, শরীরে বসন নাই, দুর্গতিরও ইয়ত্তা নাই।

আমাদের বাসনা বঙ্গের ঘরে ঘরে একাজটীর পরীক্ষা হউক। আর শিক্ষিত পুরুষগণ খুব যত্ন করুন। তাহাহইলে

তাঁহারা অনেক পয়সা বাঁচাইতে পারিবেন এবং বাবুপ্রকৃতির, বিলাসিনী, শ্রমকাতরা বঙ্গমহিলাগণ 'কাজের লোক' হইবেন। বস্তুতঃ, প্রত্যেক রমণীরই 'কাজের লোক' হওয়া কর্ত্তব্য। শুধু কালির আঁচড় দিতে পারিলেই চলিবে না, 'কাজের লোক' হইতে হইবে।

সন্তান পালন।

দয়াময় পরমেশ্বর শিশুদিগের রক্ষার্থ জননীকে প্রতিনিধি স্বরূপ রাখিয়াছেন। জননী শিশুর এক মাত্র সহায় ও অবলম্বন। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতার ক্রোড় আশ্রয় এবং মাতৃ স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে। শিশু সন্তানের লালন পালন ও শিক্ষার ভার জননীর উপর ন্যস্ত। জননীই শিশুর শিক্ষয়িত্রী, জননীই শিশুর একমাত্র প্রতিপালিকা। বঙ্গমহিলাগণ সন্তান পালনে বড়ই অনভিজ্ঞ। বস্তুতঃ, তাঁহারা সন্তান পালনের উপযুক্ত কোন উৎকৃষ্ট নিয়মই অবগত নহেন। এই অনভিজ্ঞতা বশতঃ সন্তানের যেরূপ হয়, কিছুতেই তাহার ক্ষতি হইতে পারে না। সন্তান পালন বড় কঠিন ব্যাপার; জননীকে সর্ব্বদা এই কঠিন ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়। অপটু কুম্ভকারের হস্তে যেমন হাঁড়িটি, পুতুলটি বিকৃত রূপে গঠিত হয় এবং উহা একবার বিশুষ্ক হইলে সেই বিকৃত কদাকার পুতুলটি, হাঁড়িটি আর সুন্দর করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ বিকৃতই থাকিয়া যায়, অশিক্ষিতা সন্তান পালনে মূর্খ, চরিত্রহীনা জননীর দোষে শিশুর কোমল হৃদয় বিকৃতি ভাবে গঠিত এবং নানা প্রকার কুশিক্ষা শিশুর অন্তঃকরণে একবার বদ্ধমূল হইলে,

ইহজীবনে আর সেই সন্তান সৎস্বভাব এবং কৃতী হইতে পারে না। যখন জননীর হস্তে সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তখন তাঁহাকে প্রকৃত জননী অর্থাৎ সন্তান পালনের সর্ব্ব প্রকার গুণাবলী ধারণ এবং সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। নহিলে সুপুত্র লাভের প্রত্যাশা নাই।

ভাল খাওয়াইলে, ভাল পরাইলে এবং সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেই সন্তান পালন করা হয় না। সন্তানকে চরিত্রবান্, কৃতী এবং জনসমাজের আদরণীয় করিতে হইবে। নহিলে তাহার মানব জীবনের সার্থকতা হইবে না। সকলেই সৎ সাধু সন্তানের কামনা করিয়া থাকে; দুশ্চরিত্র মূর্খ সন্তান কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে। দুঃশীল, দুরাচার সন্তান দ্বারা পিতা মাতার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক, অধিকতর অসুখ ও জ্বালা যন্ত্রণাই তাহাদের সহ্য করিতে হয়। মনে কর, তোমার ছেলেটি চুরি করিতে শিখিল। ক্রমে ক্রমে অশাসনে এ দোষ তাহার অভ্যস্ত হইয়া পড়িল; সে পরের দ্রব্য দেখিলেই চুরি করিতে চেষ্টা করে। সুযোগ পাইলে দ্রব্যাধিকারীর অজ্ঞাতসারে অপহরণ করিয়া লয়। একদিন, দুই দিন, তিন দিন চুরি করিয়াও সে অব্যাহতি পাইল। কিন্তু, পরে যখন সে ধৃত হইয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত, লোক সমাজে ঘৃণিত হইবে, তখন তোমারও কষ্ট অপমানের একশেষ ভোগ করিতে হইবে এবং লোকের নিকট নাক

কাণ কাটা যাইবে। এখন মনে কর, অসাধু চরিত্র, অশিক্ষিত সন্তান যমের ন্যায় কি না! আর দাম্পত্যপ্রেমের অমৃতময় ফল স্বরূপ সন্তানটি সুশীল সুশিক্ষিত হইলে জনক জননীর মনে কত আনন্দ, কত উৎসাহ এবং সমাজে তাহাদের কত প্রতিপত্তি হয়। এখন দেখা যাউক কিরূপে সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করা যাইতে পারে।

চরিত্র-বিষয়ক প্রস্তাবে তোমাকে বলিয়াছি যে, জননীর চরিত্র শিশুদিগের শিক্ষণীয় গ্রন্থ। সেই চরিত্র রূপ গ্রন্থে ধর্ম্ম এবং পাপের, সুশিক্ষা এবং কুশিক্ষার যেরূপ চিত্র অঙ্কিত থাকে, অবোধ শিশু অজ্ঞাতসারে তদনুযায়িনী শিক্ষা পাইয়া থাকে। ফল কথা, জননী সুচরিত্রা সতী, সাধ্বী, কর্ম্মঠা, ন্যায়পরায়ণা এবং দয়ান্বিতা হইলে, সন্তানও সচ্চরিত্র সহৃদয় কর্ম্মঠ ও ন্যায় পরায়ণ এবং দয়াবান্ হইয়া থাকে। শিশুর কোমল অন্তঃকরণে মাতার যেরূপ হৃদয়ের ছায়া পতিত হয়, সন্তান ও সেই রূপ হৃদয়বান হইয়া উঠে। শিশু জননীকে যাহা করিতে দেখে, যাহা বলিতে শুনে, সন্তান অলক্ষিত ভাবে তাহা শিখিয়া লয়। জননী তাহার নমনীয় মনে যাদৃশী শিক্ষার বীজ বপন করিবেন, সে আজীবন সেরূপ শিক্ষার ফল ভোগ করিবে। লোক চরিত্রে দেখা যায়, মাতায় যেরূপ দোষ গুণ, সন্তানেরও সেই রূপ দোষ গুণ আছে। পরন্তু, সন্তান জননীর দোষ ভাগই অধিক পাইয়া থাকে। সুতরাং সন্তানের সম্পূর্ণ জীবনের মঙ্গলের জন্য, সন্তান হওয়ার পূর্ব্বেই

জননীকে চরিত্রবতী এবং সুশিক্ষিতা হইতে হইবে। জননী সতী সাধ্বী, সত্য ও প্রিয়বাদিনী না হইলে, ভূমিষ্ঠ সন্তান ও সুচরিত্র এবং প্রিয় ও সত্যবাদি হইবে না। আপনি ভাল না হইলে অন্যকে ভাল করা যায় না ইহা সহজেই বোধগম্য হয়। অতএব শিশু সন্তানকে মানুষ করিতে হইলে, যে সকল শিক্ষার প্রয়োজন, সন্তান জন্মিবার অতি পূর্ব্বে জননীর তাহা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিরূপে সন্তানকে সুশিক্ষিত করিতে হইবে ; কি উপায় অবলম্বন করিলে সন্তানের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইবে ; কিরূপ সংসর্গে রাখিলে শিশুর চরিত্র কলুষিত হইবে না ; কিরূপে শিশুর স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে শরীর সবল ও পুষ্ট হইবে ; কিরূপ শিক্ষায় শিশুর মনে অসৎ কর্ম্মে ঘৃণা, সৎকর্ম্মে সাহস জন্মিবে, তৎসমুদয় জননীর শিক্ষা করা অতি আবশ্যক। বঙ্গ মহিলাগণ মনে করেন, সন্তান পালন করা অতি সহজ ; ইহা তাঁহাদের ভ্রম বিশ্বাস। সংসারে সন্তান পালনের ন্যায় কঠিন কর্ম্ম অতি অল্প।

গর্ব্ভাবস্থায় জননীর খুব সতর্ক ভাবে থাকা উচিত। গর্ব্ভাবস্থায় জননীর মনের গতি যেরূপ থাকে সন্তানেরও মনের গতি ঠিক তদ্রূপ হয়। এ বিষয়ে "গর্ব্ভবতীর কর্ত্তব্য" এই প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া বলিব। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে জননীর আরও সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। ভূমিষ্ঠ হইলেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। জননী তখন উপযুক্ত সাবধানতা সহকারে শিশুকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং আপনাকেও

সাবধানে রাখিবেন, যেন চরিত্র কোনও রূপ দোষে দূষিত না হয়। এবং মনের গতি কোন প্রকার অস্বাভাবিক ভাবে বিকৃত না হয়। আমার একথায় তুমি হয় তো মনে করিবে দুগ্ধপোষ্য অবোধ শিশু, সে আবার কি শিক্ষা করিতে পারে, তাহার শিখিবার শক্তিই বা কি? এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। এ বিষয়ে বেশ উপদেশ পূর্ণ একটি গল্প আছে। একদা কোন স্ত্রীলোক একজন পুরোহিতের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আমার একটি শিশু পুত্র আছে, বয়স চারি বৎসর। কত বয়স হইলে তাহাকে শিক্ষা দিব? পুরোহিত ইহা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, "যদি এখনও তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ না করিয়া থাক, তবে যারপরনাই অন্যায় কার্য্য করিয়াছ। কারণ সন্তান জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। নচেৎ সন্তান কখনও কৃতবিদ্য ও অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইতে পারে না।" এই কথার তাৎপর্য্য এই,—সন্তান জন্মিবার পূর্ব্বেই মাতাকে সুশিক্ষিতা হইতে হইবে। কারণ, শিশু মাতার নিকটই শৈশবে শিক্ষা পাইয়া থাকে; অতর্কিত ভাবে জননীর দোষ গুণ গ্রহণ করে। সুতরাং শিশুর মঙ্গলের জন্য জননীকে চরিত্রবতী এবং সুশিক্ষিতা হইতে হইবে।

জন্ম হইতেই শিশুর শিক্ষারম্ভ। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তাহার আবশ্যক মত শিক্ষা করিতে থাকে। সন্তান একটু কাঁদিলে বা একটু উচ্ছৃঙ্খলতা দেখাইলে জননী বা অভি-

ভাবিকাগণ তাহাকে 'জুজু বুড়ির' ভয় দেখাইয়া থাকেন। ইহাতে সন্তানের ভাবী সৎসাহস ও স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। অনেকে আবার শিশু সন্তানদিগকে মিথ্যা কথা, শঠতা প্রভৃতি গুরুতর দোষ প্রকারান্তরে শিক্ষা দিয়া থাকেন। একটি উদাহরণ দিয়া তাহা একটুকু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, শুন। শিশু ভাল খাবার কি ভাল একখানা রাঙ্গা কাপড় চাহিলে বা অন্য কোন কারণে ক্রন্দন করিলে, জননী বা অন্য কেহ তাহাকে নানা রূপ প্রলোভন দেখান। আকাশের চাঁদ পাড়িয়া বা একটি সুন্দর পুতুল আনিয়া দিব ইত্যাদি কপট বাক্য দ্বারা ভুলাইয়া রাখেন; ইহাতে শিশু শঠতা ও কপটতা শিক্ষা করে। শিশু সন্তানকে এইরূপ কপটতা করিয়া ভুলান কর্ত্তব্য নহে। স্ত্রীলোকেরা জানে না যে, এইরূপ কার্য্যের ফল অত্যন্ত বিষময়। শিশুদিগকে মিথ্যা বলিতে শিক্ষা দেওয়া মূর্খের কার্য্য। শৈশবে দুর্নীতি তাহাদের কোমল হৃদয়ে একবার বদ্ধমূল হইলে, তাহা ইহজন্মে আর দূর করিতে পারা যায় না। সুতরাং শৈশবকাল হইতেই প্রসূতীগণ আপনাপন সন্তানদিগকে নীতি শিখাইবেন। কোন্ কাজ ভাল, কোন্ কাজ মন্দ শিশুকে বিশেষ রূপ বুঝাইয়া দিবেন। কখন কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, স্নেহ সহকারে শাসন করিবেন। প্রাণান্তেও কুকার্য্যে প্রশ্রয় দিবেন না। কেহ কেহ আহ্লাদ করিয়া শিশু সন্তানকে অশ্লীল কথা কহিতে শিখায়। ইহাতে সে নিতান্ত অবাধ্য ও দুষ্টমতি ও

দুঃশীল হইয়া পড়ে। সে যাহাকে ইচ্ছা গালি দেয়; আর এই উপলক্ষে আত্মীয় স্বজনগণ একটুকু হাসি তামাসা করে। অনেক সময়ই যদি কোন ছেলে কাহাকে অন্যায় কথা কহে, বেয়াদবী করিয়া মান্য ব্যক্তিকে অসম্মান করে, তবে পিতা মাতা হাসিয়া উড়াইয়া দেন। আর বলেন যে, ছেলে মানুষ, ওর বুদ্ধি কি? এরূপ অবহেলা করিলে বস্তুতঃই সন্তানের মাথা খাওয়া হয়। উপযুক্ত শাসন অভাবে পরে সে এত দুর্ব্বিনীত ও দুশ্চরিত্র হইয়া পড়ে যে, আর কাহাকেও সে ভয় করিয়া চলে না। বালকে বালকে ঝগড়া হইলে তাহাদের অভিভাবকেরা কলহ করিয়া থাকেন; আপন ছেলেটির দোষ দেখেন না। বাস্তবিক এ সময়ে কেবল বালকদিগের সর্ব্বনাশের কারণ। যদি অভিভাবকগণ ঝগড়া না করিয়া আপন আপন ছেলেকে শাসন করেন; ভবিষ্যতে যাহাতে আর ওরূপ না করে তৎজন্য রাগ করিয়া সতর্ক করেন তাহা হইলে খুব ভাল হয়। যাহাতে সুকুমারমতি বালক বালিকাগণের হৃদয়ে কোনও রূপ মন্দ ভাব প্রবেশ করিতে না পারে, জননী তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সৎকার্য্য করিতে উৎসাহ দিবেন। কতকগুলি নীতিপূর্ণ বাক্য অভ্যস্ত করাইবেন। শিষ্টাচার এবং প্রিয় সত্য কথা বলিতে শিক্ষা দিবেন। বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি লৌকিকতা শিক্ষা দিতে যত্নবতী হইবেন। ছেলে মেয়েকে কথনই বুড়ার ন্যায় কথা কহিতে দিবেন না। আর তাহাদিগকে এমন

শাসনে সংরক্ষণ করিবেন, যেন ভালবাসা ও স্নেহে লালিত হইয়া, সন্তান সর্ব্বদা সৎপথে থাকে। অনেক শিশু দুরন্ত হয়। দুরন্ত বালক সকলেরই অপ্রিয়। দুরন্ত বালকেরা লাঠি হাতে করিয়া কথন বালক, কথন যুবা ও বৃদ্ধকে মারিতে থাকে, অনেক পিতা সম্মুখে থাকিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখে, তবু ছেলেকে শাসন করে না। বোধ হয় তাহারা এরূপ কার্য্যকে অন্যায়ই মনে করে না। কিন্তু এরূপ করাতে ছেলে যে দুর্দ্দান্ত হইয়া পড়িতেছে, বয়স্ক হইলে যে তাহার এ দোষ সহজে যাইবে না, প্রতিবেশীগণও ছেলেটির প্রতি সর্ব্বদাই অসন্তুষ্ট আছে, এ সমুদয় তাহাদের জ্ঞানাতীত। বস্তুতঃ, পিতা মাতার দোষেই সন্তান অগ্রে নষ্ট হয়। যদি সন্তানের স্বভাবের প্রতি পিতা মাতার প্রখর দৃষ্টি থাকে, তবে কখনই সন্তান মন্দ হইতে পারে না। সন্তান দুষ্ট হইলে, তাহার দ্বারা কি অনিষ্ট ঘটে, মূর্খ মাতা পিতা মনেও করে না। যাহা হউক আমার বিশেষ অনুরোধ, তুমি সন্তানের মঙ্গল কর, সুপুত্র লাভ করিয়া সংসারে সুখী হও। সৎপুত্র কুলের ভূষণ, কুপুত্র কুলের কণ্টক।

অতএব যদি বংশ উন্নত ও উজ্জ্বল করিতে বাসনা থাকে; যদি সুপুত্র লাভ করিয়া সমাজে প্রতিপত্তি পাইতে অভিলাষ হয়, তবে আপনি সাধ্বী সচ্চরিত্রা হইয়া সন্তানের মঙ্গল কর, তাহাদিগকে সত্যনিষ্ঠ, ন্যায় পরায়ণ, সাধু সৎসাহসী করিতে যত্নবতী হও। সন্তানদিগকে কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিলেই

সে চরিত্রবান্ হইল, কদাচও এমন মনে করিও না। পশুর ন্যায় ব্যবহার না করিলেই মানুষের মনুষ্যত্ব ইহা যিনি বলেন, তিনি মনুষ্যত্বের কিছুই বুঝেন না। যিনি চরিত্রবান্ হইয়া মহত্ত্বলাভ করিতে পারেন, তিনিই মনুষ্য নামের অধিকারী। তাই বলিতেছি, সন্তানের চরিত্র উন্নত ও মনে জ্ঞানের বীজ বপন করা যেমন আবশ্যক, সৎকার্য্যে উৎসাহিত করাও তেমনই উচিত। পরদুঃখ কাতরতা, নিঃস্বার্থপরোপকারিতা, অমায়িকতা, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সযত্নে শিশুকে শিক্ষা দিবে।

সন্তান পালন কথার কথা নয়। যাহার উপরে সন্তানের ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের সমগ্র ভার ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার খুব সতর্ক হওয়া উচিত। কেহ কেহ সন্তানের অন্যায় কার্য্য দেখিলে তাহাকে প্রহার করেন, ইহাতে বস্তুতঃ তাহাকে নির্ভয় ও দুঃসাহসী করিয়া দেওয়া হয়। তখন আর তাহারা পিতা মাতাকে ভয় করে না। সন্তানকে শাসনে রাখিবে এরূপ কথায় বুঝিতে হইবে না যে, তাহাদিগকে দারুণ প্রহার করিলেই শাসন করা হইল। তিরস্কারও ভবিষ্যতের নিমিত্ত সতর্ক করাই যথার্থ উৎকৃষ্ট শাসন। আর তাহার সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রশংসা করিবে। পারিতোষিক দিয়া উৎসাহিত করিলে আরও ভাল হয়। দেখিও যেন আবার অত্যন্ত প্রশংসা পাইয়া সন্তানটি অহঙ্কারী হইয়া না উঠে। অত্যন্ত শাসনও ভাল নহে, অত্যন্ত প্রশংসা ও আহ্লাদ দেওয়াও ভাল

নহে। ছেলে মেয়ের অধিক আবদার রক্ষা করিতে গিয়া তাহাদিগকে এক রূপ অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়া হয়।

বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিয়াছ যে, সন্তান গুলিকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, সমুচিত চরিত্রবান্ সাধু ও কার্য্যদক্ষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে, পিতা মাতার প্রাণে কি এক অপার্থিব সুখ ও আনন্দ জন্মে। আর সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান সন্তান সন্ততি দ্বারা যে বংশের নাম উজ্জল এবং পিতা মাতার গৌরব বৃদ্ধি হয় একথা সকলেই অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। সকলেরই আপন আপন সন্তানকে মানুষ করিতে যত্নবতী হওয়া উচিত। জননীর এবিষয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা ও উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। যিনি সন্তানের ধর্ম্ম জ্ঞান ও বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে ঔদাস্য করিবেন, তিনিই কুপুত্রের জননী হইয়া লোক নিন্দা, ধর্ম্মের অভিসম্পাত ও অশেষবিধ বিড়ম্বনা ভোগ করিবেন, ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শরীর পালন।

পরিষ্কার, স্বাস্থ্য রক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না রাখিলে, কোন প্রকারেই সুস্থ থাকা যায় না। আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের মধ্যে অনেকেই কাহাকে শরীর পরিষ্কৃত রাখিতে দেখিলে 'ফুলবাবু' বলিয়া উপহাস করেন। প্রত্যুত নিজেরাও শরীরটাকে এত অপরিষ্কৃত করিয়া রাখেন যে, দেখিতে ঘৃণা হয়। এরূপ অপরিষ্কৃত থাকায় তাঁহাদের যারপরনাই অনিষ্ট হয়। শরীর অপরিষ্কৃত থাকিলে লোমকূপ হইতে যে সকল দূষিত পদার্থ প্রতিক্ষণ বহির্গত হইতেছে, তৎসমুদয় শরীরেই থাকিয়া যায় সুতরাং রোগ জন্মে। আমাদের চর্ম্মের উপরিভাগ অনবরত মরিয়া উঠিয়া যাইতেছে, যদি শরীর পরিষ্কৃত না করা যায়, তবে সেই সকল মলা দূর হয় না, শরীরেই থাকিয়া যায় এবং নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ উৎপন্ন হয়। এজন্য প্রতিদিন দুই বেলা গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। শরীর পরিষ্কৃত রাখাও যেমন কর্ত্তব্য, পানীয় জল, আহারীয় দ্রব্য সামগ্রী ও তেমন পরিষ্কৃত রাখা উচিত। অপরিষ্কৃত দ্রব্য খাইলে পেটের পীড়া জন্মে। কোন কোন

ললনা এরূপ অপরিষ্কৃত পাক করেন যে, কোন রূপ মলা পক্ক দ্রব্যে পড়িলেও দূষণীয় মনে করেন না। অথচ অক্লেশে অন্যকে তাহা খাওয়াইয়া রোগগ্রস্ত করেন। পাকশালাটি এবং পাকের হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি পাকপাত্র ও জলের কলসী সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবে; যেন উহাতে কোন রূপ দুর্গন্ধ জন্মিতে না পারে। বাস গৃহটিও প্রতিনিয়ত পরিষ্কৃত রাখিবে। বাসগৃহে কোনও আবর্জ্জনা পড়িয়া থাকিলে, কোন রূপ দুর্গন্ধ আসিলে, ঘরের বায়ু দূষিত হইয়া সময় সময় সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। আর পরিষ্কৃত গৃহটি দেখিতে যেমন সুন্দর; বাস করিতেও তেমন স্বাস্থ্যজনক। ঘরের প্রত্যেক দ্রব্য সামগ্রীকেই পরিষ্কৃত রাখিবে। ইহাতে কদাচ আলস্য করিবে না।

অনেক রমণী মলিন বসন পরিধান করিয়া থাকেন, মলিন কাপড় পরিলে মনের প্রফুল্লতা জন্মে না, রোগ জন্মিবারই সম্ভাবনা। তাহারা অপরিষ্কৃত বিছানায় ও আসনে শয়ন উপবেশনাদি করা দূষণীয় মনে করেন না। এরূপ করাতে যে শরীরে নানা প্রকার মলা লাগিয়া পীড়া জন্মে বোধ হয় এই জ্ঞান তাঁহাদের নাই। তাঁহারা যেন অপরিষ্কৃত থাকিতেই ভালবাসেন। গ্রীষ্মকালে, কোন কোন রমণীর শরীর হইতে এক প্রকার তীব্র দুর্গন্ধ বাহির হয়; তাহার কারণ কেবল অপরিষ্কৃত থাকা ও অপরিষ্কৃত পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করা; যদি ইহারা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া শরীর পরিষ্কৃত রাখে

তাহা হইলে আর ঐ রূপ দুর্গন্ধ বাহির হয় না। অপরিষ্কৃত থাকা অলক্ষ্মীর চিহ্ন; নোংরাদিগকে যেন কেমন অপবিত্র বোধ হয়। যাহারা নিয়ত ময়লাতে পরিবৃত থাকে, তাহাদের দদ্রু, পাঁচড়া প্রভৃতি ঘৃণিত রোগ জন্মে। অপরিষ্কৃত লোকের সঙ্গে একত্র বাস এবং তাহাদের ব্যবহার্য্য গামোছা, কাপড় ব্যবহার করিলেও দোষ। ইহাতে অনেক সংক্রামক রোগ জন্মিবার খুব সম্ভাবনা। স্ত্রীলোক মাত্রেরই পরিষ্কৃত থাকা কর্ত্তব্য। অপরিষ্কৃত থাকিলে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, ইহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

ধন, জন, জীবন এইটির মধ্যে জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন রক্ষা করা সকলেরই ইচ্ছা। যদি আজীবন কেবল অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তবে ধন, জন, জীবনে সুখ কি? বস্তুতঃ শরীর সুস্থ না থাকিলে কিছুতেই সুখ হয় না। স্বাস্থ্য অতি অমূল্য ধন। যাহারা স্বাস্থ্যের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করেন, তাঁহারা অচিরে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। রোগ অতি গুরুতর হইলে ঔষধ পথ্যাদির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। যদি রোগের পরিণাম মৃত্যু হয়, তাহা হইলে পরিজনবর্গের কতই শোক ও দুঃখের কারণ হয়। বঙ্গমহিলাগণ স্বাস্থ্যের প্রতি একেবারেই দৃষ্টি করেন না। স্বাস্থ্যহীনতায় যে কত কষ্ট ও যন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা তাঁহারা বুঝেন না। যে রোগ মুখে পতিত হয়, তাহার তো কষ্টের সীমাই থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে পরিজনের অর্থনাশ, মন-

স্তাপ ভোগ করিতে হয়। স্বাস্থ্য ভঙ্গেই যে, সকল রোগ জন্মে আমি এরূপ বলিতেছি না। কার্য্যতঃ দেখা যায় অধিকাংশ পীড়াই অস্বাস্থ্যে জন্মে। আর কতকগুলি অন্যান্য কারণে হয়। কিরূপে শরীর পালন করিতে হয়, আমি সংক্ষেপে দুই একটি উপদেশ দিব। এত স্বল্প সময়ে তাঁহার যথোচিত আলোচনা সম্ভবে না। তবে যতদূর পারি সবিস্তারে বলিব। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করা তোমাদের নিতান্ত উচিত। তাহা হইলেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা শিখিতে পারিবে। 'স্বাস্থ্যরক্ষা' 'ধাত্রীবিদ্যা' ও "সরল শরীর পালন" প্রভৃতি পুস্তক অধ্যয়ন করিলে, ভাল হয়। আমি তোমাকে ঐ সকল গ্রন্থ পড়িতে উপদেশ দিই।

শরীর রক্ষা করিতে হইলে আহারের প্রয়োজন। আহার সামগ্রী পুষ্টিকর ও পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। পুষ্টিজনক খাদ্য আমাদিগের শরীর পোষণ করে। চাল, ডাল, গোম, মৎস্য, মাংস, আলু, দুধ, তেল, তরকারী ও ফলমূল প্রভৃতি যাহা আমরা নিত্য আহার করিয়া থাকি তৎসমুদয় দ্রব্য পরিষ্কৃত ও উত্তম রূপে পাক করিয়া খাইবে। আহার করিবার সময় বিশেষ সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তাড়াতাড়ি আহার করা উচিত নহে। খাদ্য দ্রব্য ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইবে। নহিলে পরিপাক হয় না, পেটের পীড়া জন্মে। প্রতিদিন কি পরিমাণ আহার করিলে শরীর সুস্থ ও সবল হয়, তাহা বিবেচনা করিয়া আহার করা কর্ত্তব্য, অনিচ্ছাসত্ত্বে অনুরোধ ও

উপরোধে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন করা অন্যায়। ইহাতে যারপরনাই অপকার হইয়া থাকে। তবে যাহাদের ঐরূপ করিতে অভ্যাস আছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাহার অভ্যাস নাই, সে যদি অধিক পরিমাণে আহার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া পড়ে। যাহারা পরিমিত আহার করে, তাহারা সুস্থ থাকে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে। প্রতিদিন ক্ষুধা রাখিয়া আহার করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে শরীর বেশ স্বচ্ছন্দে থাকে; অজীর্ণ রোগে ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। বঙ্গ মহিলাদিগের পচা মৎস্য, দুই তিন দিনের বাসি পান্তাভাত খাইতে অভ্যাস আছে। কিন্তু তাঁহারা এইরূপ অখাদ্য বস্তু ভোজন করিয়া অনেক সময় পীড়িত হইয়া পড়েন। পানীয় জল অতিশয় পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। পিপাসা হইলে অল্প অল্প করিয়া জলপান করা উচিত। অধিক জলপান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে পরিপাক ক্রিয়া সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয় না। স্ত্রীলোকগণ খুব পরিশ্রম করিয়া, যখন শরীর হইতে ঘাম বাহির হইতে থাকে তখনই জলপান করে। এরূপ করাতে তাহাদের কঠিন পীড়া উৎপন্ন হয়। অনেকে এইরূপ পরিশ্রম করিয়া হঠাৎ জলপান করিয়া মরিয়া যায়। অতএব পরিশ্রমান্তে বিশ্রাম না করিয়া জলপান করা উচিত নহে। রন্ধন ও পানে বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করিবে। পানীয় জলে যদি কোন রূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট ও মলা থাকে তাহা পান করিলে, কি পাকে আচ-

রণ করিলে উদরাময় ও ওলাউঠা প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়া জন্মিবার সম্ভাবনা অধিক।

আমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা বায়ু দূষিত হয়। ঘরের বায়ু অপেক্ষা বাহিরের বায়ু অধিক নির্ম্মল। এজন্য বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু যাহাতে ঘরে প্রবেশ করিতে পারে, এবং ঘরের দূষিত বায়ু যাহাতে বাহিরে যাইতে পারে, তজ্জন্য যত্ন করা উচিত। করিলে গৃহস্থিত দূষিত বায়ু বিশোধিত হয়। পরিষ্কার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তাহা পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শরীর, পিন্ধন বাস, ঘর, দোর, যাবদীয় গৃহসামগ্রী পরিষ্কৃত করিয়া রাখিলে সহসা পীড়া জন্মিতে পারে না। আর তাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে। বাসগৃহে অব্যাহত রূপে রৌদ্র আসিতে দেওয়া উচিত। সমুচিত রৌদ্র ও বায়ু ঘরে প্রবেশ করিতে না পারিলে, পীড়া হইবার আশঙ্কা আছে। গৃহ সামগ্রী লেপ, কাঁথা, তোষক, জাজিম, শীতবস্ত্র ও বালিস মাসান্তে অন্ততঃ একবার রৌদ্রে দেওয়া উচিত। কোন রূপ মলা লাগিলে ধৌত করিয়া বিশুদ্ধ করিবে। বঙ্গ-গৃহিণীগণ জানালার উপকারিতা বুঝেন না। ঘরে একটি জানালা থাকিলে উহা দ্বারা বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরের দূষিত বায়ুকে বিশোধিত করিয়া ফেলে। কোন কোন গৃহে জানালা থাকে বটে, কিন্তু উহার দরকার না পড়িলে খোলা হয় কি না সন্দেহ। আবার কেহ কেহ জানালার উপর গৃহসামগ্রী রাখিয়া জানালা বন্ধ করিয়া রাখে। ইহা

কেবল তাহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অনভিজ্ঞতার একমাত্র কারণ।

পরিষ্কৃত জলে স্নান করিবে। যে পুষ্করিণীর জল দূষিত, আবর্জ্জনাদি পড়িয়া নষ্ট হইয়াছে, এবং তাহাতে গবাদি স্নান করায়, কাপড় কাঁচে, সেই সকল পুকুরে স্নান করা কর্ত্তব্য নহে। মস্তকে জল দিয়া জলে নামিবে। গামোছা দিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঘসিয়া মাজিয়া উত্তম রূপে পরিষ্কৃত করিবে। মাঝে মাঝে চুল পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য। সাবান মস্তকে দিলে চুল উঠিয়া যায়। মটরের ব্যাসোম মাথায় দিয়া ঘসিলে চুল পরিষ্কৃত হয়, দুর্গন্ধ থাকে না; শরীরে দিলেও মলা দূরীকৃত হয়। মহিলাগণ সাবান ব্যবহার করিয়া থাকেন। সাবান ব্যবহার করিলে শরীরের লাবণ্য থাকে না; বিশেষতঃ সাবানে অনেক পয়সা অপব্যয় হয়। মটরের ব্যাসোমে শরীরের লাবণ্য নষ্ট হয় না, ব্যয়ও অতি অল্প হইয়া থাকে। তুমি সাবান ব্যবহার করিও না। প্রতিদিন এক প্রকার খাদ্য এবং গুরুপাক দ্রব্য অধিক পরিমাণে খাওয়া সঙ্গত নহে। ইহাতে পরিপাক শক্তি হ্রাস হয়। সুতরাং নিত্য এক প্রকার দ্রব্য না খাইয়া মধ্যে মধ্যে আহারের পরিবর্ত্তন করা উচিত। অতিশয় গুরুপাক ও তৈলাক্ত বস্তু খাইবে না। আহার সম্বন্ধে বালক বালিকার প্রতি জননী খুব শাসন ও দৃষ্টি করিবেন, যেন তাহারা কোনও রূপ অখাদ্য বস্তু, যাহা গুরুপাক, তৈলাক্ত বা পচা তাহা না খাইতে পারে। আদর

করিয়া কাহাকেও অধিক পরিমাণে খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

সন্তানের স্বাস্থ্যের প্রতি জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। শিশু সন্তানদিগের প্রত্যহ দুই তিনবার গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দেওয়া উচিত। তাহাদিগকে অপরিষ্কৃত থাকিতে দিবে না। বর্ষাকালে বৃষ্টির জলে ভিজিতে দেখিয়া অনেক জননী সন্তানকে শাসন করেন না। নিজেরাও ভিজিয়া ভিজিয়া গৃহকার্য্য করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে হঠাৎ কফ কাশি সর্দ্দি ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। অনেকে আর্দ্র বসনে অনেক সময় থাকে ইহাতে জ্বর ও দদ্রু রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা।

শরীরের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সুনিদ্রার প্রয়োজন। গাঢ় নিদ্রা না হইলে শরীর অসুখ অসুখ বোধ হয়। রাত্রি নিদ্রার প্রকৃত কাল। দিবা নিদ্রা ভাল নহে। নিদ্রা না হইলে নানা রোগ ও সত্বর মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। যাহারা দিবাভাগে নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তাহারা সুনিদ্রা হইতে বঞ্চিত হয়। নিদ্রাকর্ষণ হইবা মাত্র শয়ন করিবে। শয়নের পূর্ব্বে রাগ, দ্বেষ, শোক, ভয় অনুতাপ এবং দুশ্চিন্তার উদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে; এজন্য ঐ সকল কুচিন্তা মনোমধ্যে আসিতে দিবে না। শয়ন করিবার পূর্ব্বে হস্তপদ ধৌত ও পরিষ্কৃত করিয়া শয়ন করিবে। নিদ্রাকালে কাপড় দ্বারা মুখ নাসিকা

ঢাকিয়া রাখিবে না। এরূপ করিলে তুমি যে দূষিত বায়ু পরিত্যাগ করিতেছ, তাহাই তোমার পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিতে হয়, ইহাতে রোগ জন্মে। অত্যন্ত কঠিন বা অত্যন্ত কোমল শয্যায় শয়ন করা অন্যায়। শিশুদিগের বিছানা কিছু কোমল হইলে ক্ষতি নাই। রাগ, দ্বেষ, ভয় বা শোক স্বাস্থ্যের বড় অনিষ্টকর। সর্ব্বদা ক্রোধ করিলে আয়ুক্ষয় হয়; শোক দুঃখে অত্যন্ত অধীর হইলে কেহ কেহ পাগল হইয়া যায়। ভয় পাইলে অনেক রমণী সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। শিশু ছেলে-দিগকে ভয় দেখান উচিত নহে।

শরীর পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা উচিত। অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। ৩।৪ দণ্ড পরিশ্রম করিয়া এক দণ্ড বিশ্রাম করিবে। অনবরত শুধু মানসিক পরিশ্রম করা যেমন দোষাবহ ও অনিষ্টকর, তেমন সর্ব্বদা শারীরিক শ্রম করাও স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণ।

আমাদের দেশে কাহারই সূতিকা গৃহের প্রতি একে-বারেই দৃষ্টি নাই। যেরূপ জঘন্য নিয়মে সূতিকাগৃহ তৈয়ার হইয়া থাকে, তাহাতে বায়ু চলাচল করিতে পারে না এবং তাহার ভিটার মাটীও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। প্রসূতীগণ সেই আর্দ্র মাটিতে শয়ন করিয়া অনেক সময় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। নবজাত শিশু ও সেই দুর্ভোগ ভোগ করিয়া প্রায়শঃ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গৃহিণী রমণীগণ সূতিকালয় নির্ম্মাণ করিবার সময় খুব দৃষ্টি রাখিবেন। সূতিকালয়ের

মৃত্তিকা শুষ্ক, এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু সমাগম হওয়ার পথ থাকা অতিশয় আবশ্যক। বস্তুতঃ যদি গৃহিণীগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখেন, তবে এ কুনিয়মের অনেক প্রতী-কার হইতে পারে।

পীড়া হইলে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। পীড়ায় প্রাণ নষ্ট হইতে পারে। তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়া রোগ বৃদ্ধি করা অজ্ঞা-নের কর্ম্ম। কোন কোন রমণী শরীর অসুস্থ হইলে, অব-হেলা করিয়া স্নান আহার করেন, কাহার নিকটও প্রকাশ করেন না। ইহার ফল, পরিণামে অসহ্য রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া শমনভবনে গমন করিতে হয়। শরীর অসুস্থ হইলে কি সামান্য একটুকু সর্দ্দি বোধ করিলে শীতল জলে স্নান করিবে না। জল গরম করিয়া স্নান করা কর্ত্তব্য। পরিজনের কাহারও পীড়া হইলে কালবিলম্ব না করিয়া চিকিৎসা করান উচিত। রোগের ক্ষুদ্রকেও তুচ্ছ করিবে না। অনেকে আগে সামান্য পীড়া বলিয়া ঔষধ খায় না পরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াও বাঁচিবার আশা পায় না। বলাবাহুল্য পীড়া হইলে সাবধান হইবে। রীতিমত চিকিৎসা করাইবে।

গৃহকর্ম্ম।

স্ত্রীলোকের কার্য্য গৃহসেবা, স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী—এ লক্ষ্মী ব্যতীত কখনই গৃহকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। গৃহস্থাশ্রমে যত সুখ শান্তি, সমুদয়ই ইহাঁদের গুণে। পুরুষ গৃহকার্য্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; রমণীর প্রতি নির্ভর করিয়াই তাঁহারা এ বিষয়ের কোন রূপ তত্ত্ব রাখেন না। যখন স্ত্রীলোকের জন্যই গৃহ সৃষ্টি, তখন গৃহকার্য্যে সর্ব্ব প্রথম তাঁহাদের প্রখর দৃষ্টি থাকা অত্যন্ত আবশ্যক। এ জন্য বয়োজ্যেষ্ঠা, বুদ্ধিমতী, সচ্চরিত্রা সাংসারিক কার্য্যে দক্ষা, গম্ভীরপ্রকৃতি ও কর্ত্তব্যপরায়ণা স্ত্রী গৃহিণী হইবেন। গৃহিণী নিঃস্বার্থ হইবেন। স্বার্থপরায়ণা গৃহিণী গৃহকর্ত্রীর পদের ঘোর কলঙ্ক স্বরূপ। যিনি নিজের সুখ সুবিধা অবিধাই অধিক দেখেন; অন্যকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারেন না; যিনি অন্যের সুখ সুবিধার জন্য নিজের একটুকু সুখের হানি হইলে আপনাকে হতভাগিনী মনে করেন, তিনি গৃহিণীপদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তদ্দারা পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি না হইয়া বরং উত্তরোত্তর দুরবস্থাই ঘটিতে থাকে। যিনি পরকে সুখী করিয়া সুখী হইতে পারেন;

যিনি পরের সুখ সচ্ছন্দতার নিমিত্ত নিজের সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না, তিনি গৃহকর্ত্রী হইলে, পরিজন যেমন সুখ শাঁন্তিতে থাকিতে পারেন, অন্যথা তদ্রূপ নহে। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর নিঃস্বার্থ হওয়া অথবা আঁপনার ব্যক্তিগত স্বার্থকে পরিবারের সকলের স্বার্থে ডুবাইয়া দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অতি গুরুতর। গৃহের ইষ্টানিষ্ট সম্পূর্ণ রূপে গৃহিণীর উপর নির্ভর করে। গৃহিণী যদি গৃহকার্য্যে অপটু ও অনভিজ্ঞ হন, তবে গৃহের অমঙ্গল বই মঙ্গল হইবে না। গৃহিণীর যে সব গুণ থাকা অতি আবশ্যক, সে সকল গুণ না থাকিলে গৃহ শ্মশান তুল্য হয়। ক্ষমা, দয়া, কর্ত্তব্য জ্ঞান, সম্মান বোধ, সরলতা, সত্যনিষ্ঠতা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি গুণ গৃহিণীর থাকা চাই। দানশীলতা ও কৃপণতা সমান অংশে গৃহিণী আয়ত্ত করিবেন। গৃহিণী কদাচও অন্যায় কার্য্য করিবেন না। যদি কখনও ভ্রমবশতঃ অন্যায় করিয়া ফেলেন, তবে সমুচিত অনুতাপ করিয়া, ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। আত্মরক্ষা করা সকল সুগৃহিণীই অভ্যাস করিবেন। যিনি আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারেন, তিনিই সুরক্ষিতা এবং তিনিই অন্যকে রক্ষা করিতে পারেন। গৃহ রক্ষা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য; যদি তিনি আপনাকেই রক্ষা করিতে না পারেন, তবে অন্যকে কিরূপে রক্ষা করিবেন? গৃহিণী যদি নিজকে নিজে শাসন করিতে না পারেন, তবে অন্যায় কাজ করিতে দেখিলে অন্যকে শাসন করিতে পারিবেন কেন?

সুতরাং আত্মশাসনও আত্মরক্ষা শিক্ষা করা সুগৃহিণীগণের অবশ্য কর্ত্তব্য।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অনেক গুলিন, তন্মধ্যে গৃহকার্য্যের সুশৃ-ঙ্খলা সম্পাদন ও কিরূপ অল্প ব্যয়ে সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার চলিতে পারে, তাহার সদ্‌উপায় করা প্রধান কার্য্য। যে সংসারে যেরূপ আয় হয়, তদনুসারে ব্যয় করিয়া যাহাতে কিছু বাঁচে, গৃহিণী তাহা সবিশেষ দেখিবেন। অপব্যয় করিয়া যেন পরিণামে কষ্ট পাইতে না হয়। অনেক সম্পন্ন পরিবার অপ-ব্যয় করিয়া ছারখার হইয়া গিয়াছে। নানা কারণে গৃহস্থের অপব্যয় হইয়া থাকে; তাহার কতকগুলি অপরিহার্য্য, কতক গুলি যত্ন করিলেই নিবারণ করা যায়। যদি গৃহিণীগণ সংসার খরচ করিতে একটুকু সতর্ক হন, বুদ্ধি খাটাইয়া কার্য্য করেন, তাহা হইলে অনেক সময় অর্থের অপব্যবহার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। প্রতিদিন সংসারে কি খরচ হইল, কোন জিনিস খরচ করিয়া উদ্বৃত্ত হইল; কোন্‌টার দরকার, আর কোন্ জিনিসটা না হইলেও চলে, ঘরের কোন্ আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী অযত্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, কোন্ আহারীয় বস্তু কম ব্যয় করিলে বা দুই দিন রাখিয়া ব্যয় করিলে প্রতিদিন সুচারুরূপে সংসার চলে, তৎসমুদয়ে তত্ত্ব লইবেন। আর কতক গুলি দ্রব্য আছে, সকল সময় তাহার দরকার হয় না; হঠাৎ রাত্রি দুই প্রহরের সময়ও তাহার দরকার পড়ে, সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে না হউক অল্প পরিমাণেও সংগ্রহ করিয়া

রাখিবেন। তাহাতে অনেক সময় অনেক উপকার হয় এবং বাহুল্য ব্যয় হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কে কোন্ দ্রব্যের অন্যায়মতে খরচ করিতেছে, কে কোন্ জিনিসটা অসাবধানে ফেলিয়া রাখিয়াছে, হয়ত তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, গৃহটি পরিষ্কৃত আছে কি না, গৃহসামগ্রী গুলি সযত্নে যথা-স্থানে রাখা হইল কি না, কোন্ স্থানে থাকিলে ভাল থাকে তৎসমুদয় দেখিবেন। গৃহকার্য্যে শৃঙ্খলার অতিশয় প্রয়োজন; শৃঙ্খলা গুণে সকল কর্ম্মই অনায়াসে ও অতি অল্প সময়ে করা যায়। বিশৃঙ্খলায় কাজ করিতেও যেমন অসুবিধা, তেমন কাজও ভাল রূপে সম্পন্ন হয় না। যে বস্তু যে স্থানে থাকা সুবিধা জনক তাহা ঠিক সেই খানে রাখা উচিত। একবার এখানে, একবার ওখানে রাখিলে আবশ্যক মত পাইতে হইলে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ত্যক্ত বিরক্ত হইতে হয়, বৃথা সময় নষ্ট হয়; সময়ে সময়ে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। সকল কার্য্যেরই শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত থাকা বিধেয়। গৃহিণী এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবেন। নহিলে, পদে পদে বিভ্রাটে পড়িতে হইবেক। যিনি গৃহিণী, সংসারের ভাল মন্দ তাহার শিরে। নৌকার মাঝি, আর গৃহের গৃহিণী প্রায় একরূপ ভার বহন করেন। মাঝি যদি বুদ্ধিমান ও পরিণামদর্শী হয়, নৌকা ঝড় তুফানে মারা যায় না; গৃহিণী যদি ভাল হয় তবে গৃহও নষ্ট হয় না। মাঝির যে প্রকার নৌকার সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে বিপদ ঘটিয়া থাকে, সেইরূপ গৃহিণীও গৃহ কার্য্যে

তত্ত্বাবধান ও বিশেষ দৃষ্টি না থাকিলে, নানা অসুবিধা ও নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। যাহার প্রতি যে কার্য্যের ভার আছে, সে সেই কার্য্য করিয়াছে কিনা, করিয়া থাকিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে কি না গৃহিণী তাহা দেখিবেন। আয়োজন করিবার শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত করিয়া দিবেন। বাজার হইতে যে সকল জিনিস পত্র আনীত হইয়াছে স্বয়ং তাহা দেখিয়া লইবেন এবং তাহার হিসাব রাখিবেন। যাহা খাইলে বালক বালিকা বা অন্য কাহারও পীড়া হইবার সম্ভাবনা, তদ্রূপ কোন খাবার দ্রব্য গৃহে আনিতে দিবেন না। তুমি সস্তা দামে দুইটা খারাপ আহারীয় দ্রব্য খরিদ করিয়া আনাইয়া আয় দেখাইলে, কিন্তু যদি সেই অখাদ্য দ্রব্য খাইয়া কাহারও গুরুতর পীড়া জন্মে তখন দুই পয়সা আয় করিতে গিয়া দুই শত টাকা ব্যয় করিয়াও পীড়িতকে আরোগ্য করিতে পার কি না সন্দেহ। আর যাহাতে খাদ্য সামগ্রী পরিষ্কৃত হয়; তদ্বিষয়ে গৃহিণীর বিশেষ যত্ন থাকা আবশ্যক বালক বালিকাকে সেই বিষয়ে উপদেশ দিবেন। কাহারও পীড়া হইলে গৃহিণী স্বয়ং তাহার শুশ্রূষার জন্য উপযুক্ত যত্ন ও পরিশ্রম করিবেন। চিকিৎসক যে প্রকার পথ্যের ব্যবস্থা করেন তাহা প্রস্তুত হইলে গৃহিণী স্বয়ং একবার দেখিয়া দিবেন, কারণ অন্যে হয়ত, পথ্য যেরূপ হওয়া উচিত ছিল তদ্রূপ করিতে পারে নাই। অনেক গৃহিণী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে আমার না দেখিলেও চলিবে এরূপ ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকেন;

ইহা অনুচিত। গৃহিণীর সকল বিষয়ে দৃষ্টি থাকা চাই। নচেৎ একটি ক্ষুদ্র কার্য্য নষ্ট হইলে, মহা বিপদ ও বিভ্রাট ঘটিতে বিচিত্র কি ?

গৃহিণীর কতকগুলি গুণ থাকা উচিত। পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি তাহা গৃহিণীর অতীব আবশ্যক। তদ্ব্যতীত গাম্ভীর্য্য ও অপক্ষপাতিতা গুণ থাকা আবশ্যক। গৃহিণী চপলস্বভাবা হইলে অন্যে তাহাকে ভয় করিয়া চলিবেন না, তাঁহার আদেশ প্রতিপালনে অনেক সময় অবহেলা করিবে। তাহা হইলে গৃহকার্য্যে নিতান্ত অসুবিধা ঘটিবে। সুতরাং তিনি সকলের সঙ্গে নিজের সম্মান ও গুরুত্ব বুঝিয়া আলাপ ব্যবহার করিবেন, যেন কেহই তাঁহাকে ভয় ও সম্মান না করিয়া পারে না। অধীন দাস দাসীকে আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে উদাসীন দেখিলে গৃহিণী তাহাদিগকে কটু কহিয়া কাজ করান। কিন্তু যদি কটু না কহিয়া মিষ্ট কথায় তিরস্কার করিয়া কাজ করান তাহা হইলে আর তাহাদের ভয় ভাঙ্গে না। দাস দাসীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিলে চলিবে না। এজন্যই তাহাদিগকে মিষ্ট কথায় রাগ প্রদর্শন করিয়া কাজ কর্ম্ম করান শ্রেয়ঃ।

গৃহিণীর আর একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, পুত্র কন্যার কোমল হৃদয়ে সৎচিত্র অঙ্কিত করিয়া দেওয়া। বালক বালিকা বাল্যজীবনে যেরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হইবে, পরিণত বয়সেও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিবে না। এজন্য তাহাদিগের সুশিক্ষা

দিতে বিশেষ যত্নবতী হইবেন। তাহাদিগকে কোন অন্যায় কার্য্য করিতে দিবেন না, প্রতিনিয়ত সৎকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিবেন। বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ ও স্ত্রী যেখানে গোপনীয় আলাপ করিবে, সেখানে তাহাদিগকে যাইতে দিবেন না। আর যাহাতে তাহাদের মন প্রফুল্ল থাকে ও সৎসাহসী হয় তজ্জন্য যত্ন করিবেন।

গৃহিণীর কর্ত্তব্য অতীব গুরুতর; তাহা সম্যক্‌রূপে সাধন করিতে আন্তরিক যত্ন রাখা উচিত। তাহার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণ থাকা একান্ত আবশ্যক এবং বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ও ধর্ম্মমার্জ্জিত হওয়া উচিত। তিনি গৃহের লক্ষ্মী, স্নেহময়ী জননী, পুত্র কন্যাগণের শিক্ষয়িত্রী; বধূর ও দাস দাসীর কর্ত্রী। সকলকে সমান স্নেহ, সমান আদর, সমান ভালবাসা ও অমায়িকতা দেখাইবেন। দুশ্চরিত্র লোক পরিবারে থাকিলে তাহার দোষ দূর করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ দিবেন। কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না; মন্দকে ভাল করিবেন।

গর্ব্ভবতীর কর্ত্তব্য ও নবজাত সন্তান পালন।

গর্ত্তাবস্থায় কি কি নিয়ম পালন এবং কি রূপ সতর্কতা-অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, প্রত্যেক মহিলারই তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। গর্ত্তাবস্থা অবলা জাতির বড় শঙ্কটের সময়। বড় দুঃখের বিষয়, এইরূপ বিষম শঙ্কটের সময় কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন ও নিয়ম পালন করিবে বঙ্গ-মহিলাগণ তাহার কিছুই জানেন না। এজন্য তাঁহারা অনেক সময় অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করেন এবং সন্তানলাভজনিত বিমল সুখে বঞ্চিত হন।

গর্ত্তাবস্থায় স্ত্রীলোকের সর্ব্ব প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা বিধেয়। গর্ত্তাবস্থায় অত্যধিক পরিশ্রম করা সঙ্গত নহে। গর্ত্তাবস্থায় অধিক শ্রম, উপবাস, অত্যধিক উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ গুরু-পাক দ্রব্য আহার, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ, শোক, ভয়, ত্রাস, শকটাদি যান আরোহণ, দূরস্থ স্থানে গমন, উচ্চ নীচ স্থানে গমনাগমন, গুরুতর ভার বহন, ইত্যাদি সর্ব্বদা পরি-ত্যজ্য। অনেক গর্ত্তিণী নানা কারণে কায়িক ও মানসিক শ্রম করিয়া বিপন্ন হন। অনেক গর্ত্তিণী এমন বুদ্ধিহীনা ও

অদূরদর্শিনী যে, গর্ব্ভাবস্থায় কঠিন পুস্তক পড়িয়া থাকেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। মানসিক শ্রম করিয়া কঠিন কঠিন পুস্তক পড়া গর্ব্ভবতী অবশ্য পরিত্যাগ করিবেন। গর্ব্ভাবস্থায় অত্যন্ত মানসিক শ্রম করিলে গর্ব্ভবতী ও গর্ব্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্যের অনিষ্ট হয়। সরল, নীতিপূর্ণ অথচ আনন্দজনক পুস্তক পাঠ করিয়া একটুকু সময় ব্যয় করিলে ক্ষতি নাই। মন যেরূপে প্রফুল্ল থাকে তৎপ্রতি গর্ব্ভবতী যত্ন রাখিবেন। কোন রূপ কুভাব কুচিন্তা করিয়া মন খারাপ করা গর্ব্ভবতী রমণীর বিধেয় নহে। রাগ, ভয়, শোক দুঃখ জন্মিয়া যাহাতে চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে, গর্ব্ভিণী তদ্‌বিষয়ে খুব সাবধান হইবেন। সহসা কোন ঘটনায় দুশ্চিন্তার উদয় হইলে, আত্মীয় স্বজনের সহিত সদা-লাপ করিবেন। যে সকল কার্য্যে মনের প্রফুল্লতা জন্মে তদনু-রূপ কর্ম্মে রত হইবেন। এসময় বিবাদ কলহ প্রাণান্তেও করিবেন না। স্বাভাবিক অবস্থায়ই ঝগড়া কলহ করিলে সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপে, ক্রোধের আধিক্যবশতঃ হৃদকম্প উপস্থিত হয়; তাহাতে গর্ব্ভাবস্থায় কত দূর স্বাস্থ্যের হানি করে সুশীলা বুদ্ধি-মতী মহিলা অবশ্য বুঝিতে পারিবেন।

গর্ব্ভাবস্থায় গর্ব্ভিণীর অভিলাষের আতিশয্য হয়। বিবিধ খাদ্যে স্পৃহা জন্মে; নয়নের প্রীতিকর বস্তু অবলোকনের এবং প্রাণের প্রীতিকর উপভোগের আকাঙ্ক্ষা হয়। সেই সময় তাঁহাদের বাসনা চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। অন্যথা, গর্ব্ভস্থ সন্তা-নের হানি হয়। গুর্ব্বিণীর যে সকল বিষয়ে অভিলাষ জন্মে

তাহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে, গর্ব্ভস্থ সন্তান বোবা, খঞ্জ, বামন, অন্ধ, খোঁড়া, বিকৃতহস্ত, বিকৃতচক্ষু, অথবা অপূর্ণ-শরীর হইতে পারে। গর্ব্ভিণী চঞ্চলা হইলে সন্তানও চঞ্চল হয়। গর্ব্ভিণী যেরূপ চরিত্রবতী হইবেন সন্তানও তদ্রূপ চরিত্রের হইবে। অতএব সন্তানের মঙ্গলের জন্য গুর্ব্বিণী সতর্ক হইবেন। গর্ব্ভা-বস্থায় খাদ্য সামগ্রীতে অরুচি জন্মে। সদাই গা বমি বমি করে। কোন দ্রব্য খাইতে সাধ যায় না। তখন সে সকল খাদ্য সামগ্রী পুষ্টিকর সুস্বাদ অথচ সহজেই পরিপাক হয় এমত খাদ্য গর্ব্ভবতীর পক্ষে প্রশস্ত। গুরুপাক দ্রব্য কখনও গর্ব্ভিণী খাইবেন না; অধিক ভোজনও করিবেন না। গর্ব্ভবতী অধি-কাংশ মিষ্ট, পরিস্কৃত, তৃপ্তিকর, লঘুপাক অগ্নিপক্ক খাদ্য ভোজন করিবেন। দুর্গন্ধ বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করিবেন না, নয়নের অপ্রিয় বস্তু অবলোকন, হৃদয়ের অপ্রিয় চিন্তার উত্তেজনা, এবং কর্কশ ও মর্ম্মপীড়ক বাক্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য নহে, কঠিন আসনে উপবেশন, শরীরে অধিক তৈল মর্দ্দন অথবা সজোরে গাত্র মার্জ্জনা করা অকর্ত্তব্য। কারণ, এই সকল অহিত আচরণে গর্ব্ভ নষ্ট বা কুক্ষি মধ্যেই গর্ব্ভ মরিয়া শুষ্ক হইতে পারে। গর্ব্ভিণীগণ এই সময় অম্ল দ্রব্য ও নূতন মৃণ্ময় সামগ্রী খাইয়া থাকেন, এ সকল দ্রব্য খাইলে গর্ব্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে। এজন্য ঐ সকল দ্রব্য পরিত্যাগ করিবেন। সুনিদ্রা গর্ব্ভবতীর পক্ষে অতীব আবশ্যক। দিবা নিদ্রা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে রাত্রিতে সুনিদ্রা না হইবার

কোন আশঙ্কা থাকে না; এবং সুনিদ্রা অভাবে কোন কষ্ট পাইতে হয় না। অধিক রাত্রি জাগরণ অবিধেয়; অধিক সময় কোন পরিশ্রম করিলে, কি কোন চিন্তা করিলে গর্ব্ভস্থ জীবের স্বাস্থ্যের হানি হয়। অনেক গর্ব্ভবতী আঁচল পাতিয়া সেঁতসেঁতে মৃত্তিকায় শয়ন করেন; কেহ কেহ বা পাক-শালায়ই দুই চারি খানা পীঁড়ি দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া যখন তখন নিদ্রিত হন, এরূপ নিদ্রিত হওয়া অন্যায়। গর্ব্ভবতী যেখানে সেখানে, ভিজা মাটীতে শয়ন করিবেন না। রাত্রি নিদ্রার প্রশস্ত সময়, সেই সময় যাহাতে ৫। ৭ ঘণ্টা সুনিদ্রা হয় তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করা গর্ব্ভবতীদের পক্ষে বড়ই সুব্যবস্থা। অন্তঃপুরে নির্ম্মল বায়ু গমনাগমনের সুবিধা থাকিলে গর্ভবতী ধীরে ধীরে পাইচারি করিয়া বায়ু সেবন করিলে উপকার হয়।

সূতিকাগার সম্বন্ধে আমি স্বাস্থ্যরক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাবে যাহা বলিয়াছি, তাহা করা কর্ত্তব্য। সূতিকালয় সেঁতসেঁতে হইলে প্রসূতি ও প্রসূত শিশু সন্তানের গুরুতর পীড়া হইবার সম্ভাবনা। গৃহে নির্ম্মল বায়ু চলাচলের জন্য বিহিত বিধান করিবেন। সূতিকা গৃহে রাত্রিতে আগুণ জ্বালিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অত্যন্ত শীতল বায়ু যেন ঘরে প্রবেশ করিতে না পারে। সূতিকাগার সুপ্রশস্ত হওয়া চাই।

এখন নবপ্রসূত সন্তানের প্রতি কি করা কর্ত্তব্য তোমাকে তদ্বিষয়ে স্থূল স্থূল কয়েকটি উপদেশ দিব। সন্তান ভূমিষ্ঠ

হইলে, অল্প গরম জলে প্রসূতীর এবং সন্তানের শরীর পরিষ্কৃত করিয়া দিবে। পরিষ্কৃত ধৌত বস্ত্র দ্বারা শিশুর শরীর ঢাকিয়া রাখিবে। পোয়াতি মলিন বস্ত্র পরিত্যাগ করিবে। এ সময় অপরিষ্কৃত থাকিলে পীড়া হয়। অনেক প্রসূতি অনিয়মে চলিয়া, ঝাল প্রভৃতি কুপথ্য আহার করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। সহজে যাহা পরিপাক না হয় এমত খাদ্য প্রসূতির পক্ষে নিতান্ত অপকারজনক। লঘুপাক দ্রব্যই খাওয়া সঙ্গত। অতি উষ্ণতা বা অতি শীতলতা গ্রহণ করিবে না। শিশুর প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবে; দাস দাসী বা অন্য কাহার প্রতি নির্ভর করিয়া থাকা ভাল নয়। প্রসূতি নিজে সন্তানের শুশ্রূষা করিবেন। শিশুকে অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য দুগ্ধ পান করিতে দেওয়া অন্যায়। বঙ্গীয় প্রসূতিগণ ইহা বুঝেন না যে, একের সন্তান অন্যের স্তন্যপান করিলে তাহার উৎকট পীড়া জন্মিতে পারে। দেখিয়াছি, অনেক হিতাহিত জ্ঞান-শূন্যা জননী আদর করিয়া অন্য স্ত্রীর স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী জননী কখনও এরূপ গুরুতর অন্যায় কাজ করিবেন না; করিয়া থাকিলে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হইবেন। শিশুকে গাভীর দুগ্ধ থাওয়াইতে হইলে ঈষদুষ্ণ করিয়া খাওয়াইবে। অতি উষ্ণ বা অতি ঠাণ্ডা দুগ্ধ শিশুকে খাওয়াইলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। তুমি শিশু সন্তানকে কখনই অযত্নে রাখিও না। সন্তান প্রাণের ধন—দেখিও যেন নিজের ত্রুটিতে এবং অজ্ঞানতায় সেই প্রাণের প্রিয়তম সন্তান পীড়া-

গ্রস্ত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত না হয়। 'সন্তান পালন' বিষয়ক প্রস্তাবে শিশু সন্তানের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছি, তুমি আন্তরিক যত্নের সহিত তাহা পালন করিও। কদাচ ত্রুটি বা শৈথিল্য করিও না।

বিবিধ হিতোপদেশ।

ভগবান্ মনু অবলার কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বলিতেছেন, "বালিকা যুবতী বা বৃদ্ধা রমণীগণ স্বাধীনভাবে গৃহেও কিছু-মাত্র কার্য্য করিবেন না।" বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ভাল নহে। নারীহৃদয় অতিশয় আবেগময় এবং অতিশয় দুর্ব্বল। এজন্যই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা গরলই উদ্গীরণ করে; স্বাধীনতার স্বেচ্ছাচারিতাই অবলার সর্ব্বনাশের কারণ হয়। তাই ভগবান্ মনু রমণীকে গৃহেও স্বাধীনভাবে কিছুমাত্র কার্য্য করিতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক শৈশবে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে এবং স্বামীর মৃত্যু হইলে পুত্রের বশে থাকিবেন। অবলা স্ত্রীজাতি স্বাধীনতা ভোগ করিবেন না। পতি কটু কহিলেও স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট থাকিবেন, গৃহকর্ম্মে দক্ষতা প্রদর্শন করিবেন। গৃহসামগ্রী সকল পরিষ্কৃত ও যথাস্থানে রাখিবেন এবং মুক্ত-হস্তে ব্যয় করিবেন না। হস্ত-পদ চাঞ্চল্য, অসরলতা, বাক্ চাপল্য এবং পরের অনিষ্টকর কর্ম্ম ও বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। যে কর্ম্ম করিতে অন্তরাত্মার পরিতুষ্টি হয়, সেই কর্ম্ম যত্নপূর্ব্বক

করিবে। তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিবে না। আচার হইতে আয়ুঃ, বাঞ্ছিত সন্তান ও অক্ষয় ধন লাভ হয় এবং অলক্ষণ বিনাশ পায়। সত্য বলিবে, প্রিয় কথা বলিবে, অপ্রিয় সত্য কথা বলিবে না এবং প্রিয় অসত্য কথাও কহিবে না; ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। সন্ধি বেলাতে আহার করিবে না, গমন করিবে না, নিদ্রা যাইবে না, মাটিতেও আঁক কাটিবে না। কাঁসার পাত্রে পদ ধৌত করিবে না। অতিথি, সময়ে বা অসময়ে যখনই কেন উপস্থিত না হউন, গৃহস্থেরা তাহাকে ভোজন করাইবেন, কদাচ বিমুখ করিবেন না। অতিথি সেবাতে ধন, যশঃ আয়ুঃ ও স্বর্গলাভ হয়। তুমি সযত্নে অতিথিসেবা করিও। সতী কে? যে পবিত্র-হৃদয়া পত্নী পতির সুখে সুখিনী, পতির দুঃখে দুঃখিনী, পতির গৌরবে গৌরবিনী; যে পত্নী পতিবিরহে কাতরা, পতির মৃত্যুতে মৃতপ্রায় এবং যে পত্নীর মনোপ্রাণ পতির চরণে বিক্রীত, পতির পবিত্র প্রেমে নিয়ত মুগ্ধ, সেই সতী।

বালিকার প্রতি কর্ত্তব্য।

বাল্যকাল প্রকৃত শিক্ষার সময়। এই সময় বালিকার সুশিক্ষা এবং চরিত্র সুগঠিত না হইলে পরিণত বয়সে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। বালিকাকে কিরূপে কি শিক্ষা দিবে, তাহার চরিত্র কিরূপে গঠিত করিবে, প্রত্যেক বয়োজ্যেষ্ঠা ললনার, বিশেষতঃ জননীর তাহা অবগত হওয়া অবশ্য উচিত ও আবশ্যক। আমি অদ্য সেই সম্বন্ধে তোমাকে দুই একটি উপদেশ দিব।

বালিকা পঞ্চম কি ষষ্ঠবর্ষে পড়িলেই তাহাকে গৃহের অতিশয় সহজ সহজ কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত। 'ক' 'খ' শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে থালা, ঘটি, বাটি কি অন্য কোন গৃহসামগ্রী মার্জ্জনা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহে ঝাঁটা দেওয়া, প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া, ধুপ্ ধূনা পোড়ান, ছোট ছোট শিশু ছেলেদিগকে খেলা দিয়া রাখা ইত্যাদি কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিলে বালিকা ভাবীকালে কার্য্যদক্ষা ও শ্রমশীলা হইতে পারিবেন। ঐ সকল কার্য্য কিছু গুরুতর শ্রমসাধ্যও নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কঠিন কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত করা বিধেয় নহে।

আজকাল বাঙ্গালীর বালিকা কন্যা 'বিবির পোষাক' পড়িয়া পায় 'জুতা মোজা' আটিয়া পিতামহী, পিসীমা, জননী অথবা অন্য কাহারও আদরে দিন কাটায়। গৃহকর্ম্ম দাস দাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া অভিভাবকেরা তাহাদিগকে উহাতে নিযুক্ত করেন না। কাজেই তাহারা বয়স্কা হইলে 'ঘোর বাবু' হইয়া উঠেন; গৃহকর্ম্ম বিপদ বলিয়া মনে করেন। ধনাঢ্য লোকের পুত্রবধূ না হইলে সারাটি জীবন দুঃখে কষ্টে কাটাইতে হয়। তখন তাহারা নির্ধন স্বামীকে ঘৃণা না করিবে কেন? তাই বলি, বালিকাকে 'সোণার পুতুল' না করিয়া সামান্য আয়াস-সাধ্য গৃহকর্ম্ম গুলি শিখাইতে যত্ন করিও।

কন্যা সন্তানের প্রতি জনক জননীর স্নেহ স্বাভাবিকই অধিক। এই কারণে অত্যধিক আদর পাইয়া বালিকা কন্যা সুখাভিলাষিণী, অসরল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। পিতা মাতার উচিত যে, স্নেহবশতঃ কন্যাকে সকল সময় অধিক আদর না দেওয়া এবং তাহার আবদার সর্ব্বদাই পালন না করা। তাহাকে এ শাসনে ও সাবধানে রাখিবেন, যেন সে কোনও কার্য্যে নম পিতা মাতার অবাধ্যতা প্রকাশ না করে। পিতা মাতা যে কাজ করিতে বারণ করিবেন, বালিকা কন্যা তাহা গোপনেও করিবে না। কন্যাটিকে সুশীলা করা পিতা মাতার সর্ব্বৈব সঙ্গত। তাঁহারা এ বেদবাক্য কদাচ লঙ্ঘন করিবেন না। কন্যার চরিত্রের উপরই কন্যার সন্তানাদির মঙ্গলামঙ্গল ন্যস্ত আছে। কারণ মা ভাল হইলে সন্তান ভাল হয়, মা মন্দ

হইলে সন্তানও মন্দ হয়। পল্লীগ্রামের বালিকারা সর্ব্বদাই এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বালকগণের সহিত খেলা করে। বালিকাদিগকে এরূপ স্বাধীন ভাবে বিচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে; এইরূপ স্বেচ্ছা ভ্রমণ তাহাদের একবার অভ্যস্ত হইলে, সহজে দূর করা যায় না; যুবতী হইলেও এপাড়া ওপাড়া ঘুরিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা জন্মে। এরূপ ইচ্ছা নিতান্ত দূষণীয়। তারপর বালকদিগের সহিতও বালিকাদিগকে সর্ব্বদা মিশিতে দেওয়া ভাল নহে; কারণ যদি সর্ব্বদাই বালকদিগের সহিত মিশিয়া খেলা করে, বালকদিগের ন্যায় সাহসী হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের স্ত্রীজাতি সুলভ গুণ গুলি বাল্যেই তিরোহিত হইয়া যাইবে এবং পুরুষের সহিত এরূপ মিশায় অলক্ষিত ভাবে পুরুষ প্রকৃতি তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিবে। ইহা কি তাহাদের ভবিষ্য গরল নহে? কতকগুলি বালিকা এমন অশান্ত ও লজ্জাহীনা যে, তাহারা পুরুষের গায় পড়িয়া আহ্লাদ দেখায়, আমার মতে ইহা ভাল নহে। অনেক অপরিণামদর্শী পিতা মাতা ঐ সকল বালিকার ঐরূপ গুরুতর দোষ দেখিয়াও তাহাদিগকে শাসন করেন না। বালিকাকে, তাহার বাল্যকাল হইতেই লজ্জাশীলতা, অকপটতা ও সত্যনিষ্ঠতা শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অনেক জননী বা গৃহের অন্য কোন মহিলা বালিকাকে মিথ্যা কথা কপটতা শিক্ষা দিয়া থাকেন। কোন প্রতিবাসিনী যদি কোন দ্রব্যের জন্য বলিয়া পাঠান, তবে অভিভাবিকাগণ

বালিকাকে শিখাইয়া দেন যে, তুই গিয়া অমুককে বলিয়া আয় যে আপনি যাহা চাহেন আমাদের ঘরে তাহা নাই। অথচ ঘরে আছে। ইহা কন্যাটিও জানে। বল দেখি, এরূপ প্রবঞ্চনা শিখাইলে কন্যার ভবিষ্যতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত না হইবে কেন? এরূপ কুশিক্ষা এত দোষাবহ যে, বালিকা স্বয়ং কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া অভিভাবিকাদিগের শিক্ষানুযায়ী অভিভাবিকাদিগকেই প্রতারিত করিয়া থাকে।

কন্যার দশম বা দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, পতিগৃহে যাইবার পূর্ব্বে তাহাকে গৃহকর্ম্মে পটু এবং সুচরিত্রা করিয়া তোলা উচিত। যে সকল বালিকা পিতা মাতার দোষে পিত্রালয়ে সুশিক্ষিতা ও চরিত্রবতী না হয়, তাহারা পতি-গৃহে যাইয়া কেবলই লাঞ্ছনা ও জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে। বস্তুতঃ ভাবীকালের মঙ্গলের জন্য এই সময়ই তাহাদিগকে সাবধান সচকিত হইয়া শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কন্যা সন্তানকে বিলাসিতা শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। হিন্দুর আচার নিষ্ঠা এবং ব্রত নিয়মাদি শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহাতে বালিকা কর্ত্তব্যপরায়ণা ও সুশীলা এবং ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপরা হইয়া উঠিবে।

আমার মতে বধূ হওয়ার পূর্ব্বেই লেখা পড়া শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কুমারী বালিকাকে নানা প্রকার পাক প্রণালী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। শ্বশুর ভাশুর ও স্বামী এবং পরিবারস্থ অন্যান্য গুরুজন ব্যক্তিকে আহারের সময় কিরূপে পরিবেশন করিবে, পতিগৃহে যাইয়া পুতির পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ

ব্যবহার করিবে, কিরূপে শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা করিবে তাহা সমুদয় তাহাকে শিক্ষা দেওয়া সঙ্গত। বালিকার সাধুতার, কার্য্যদক্ষতার এবং সহৃদয়তার পরীক্ষার স্থান পতিগৃহ। সেখানে তাহাকে বাল্যকালের শিক্ষার ফলভোগ করিতে হইবে। যিনি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তিনিই লক্ষ্মী বধূ। তার [illegible] পিতা মাতা কতকগুলি শাস্ত্রীয় উপদেশ বালিকাকে শিক্ষা দিবেন। তাহার আচার নিষ্ঠার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। যদি কুমারী বালিকা কোন অন্যায় কার্য্য করে তাহাকে এমন মিষ্ট কথায় তিরস্কার করিবেন, যেন বালিকা লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে আর ঐরূপ অন্যায় কার্য্যানুষ্ঠান না করে। শাসনের নামে পেষণ করিয়া বালিকাকে নির্লজ্জা করা ভাল নহে। বস্তুতঃ তাহার ফল গরলময়।

ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ফুৎকার দিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবে না। অগ্নিতে অখাদ্যীয় বস্তু নিক্ষেপ করা অন্যায়; পদদ্বয় অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে না, অগ্নি উল্লঙ্ঘন করিবে না; সন্ধি বেলাতে অর্থাৎ প্রভাতে বা সন্ধ্যাকালে আহার করিবে না, গমন করিবে না, নিদ্রা যাইবে না এবং মাটিতেও আঁক কাটিবে না, কাঁসার পাত্রে পদ ধৌত করিবে না, ভগ্নপাত্রে আহার করিবে না। তারপর লক্ষ্মী বচনে আছে, স্ত্রীলোকের পুরুষের পূর্ব্বে ভোজন করা এবং 'হুপ্ হুপ্' শব্দ করিয়া গমনাগমন করা, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা নিতান্ত দূষণীয়; বালিকাকে এই প্রকার অন্যায় কাজ গুলি ভালরূপ বুঝাইয়া

দেওয়া উচিত এবং সে ঐ সকল অন্যায় কর্ম্ম কদাচ না করে তজ্জন্য তাহাকে খুব সতর্ক করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

গৃহকর্ম্মে অধিকাংশেরই কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া যেমন উচিত, তেমন সীবন বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াও কর্ত্তব্য। উলের ও চিত্র প্রভৃতি বাবুয়ানা কাজ না শিখিলেও ক্ষতি নাই; কিন্তু লেপ বালিশের আবরণ, জামা, মশারি, শিশু ছেলেদের জন্য ছোট ছোট কাঁথা প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য, প্রয়োজনীয় সেলাই কর্ম্ম গুলিকে তাহার ক্ষম হওয়া অতি আবশ্যক।

সমাপ্ত।